মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৭ - ১৯১২)

মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৭ - ১৯১২)
১২৫৪ সালের ২৮শে কার্তিক মোতাবেক ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৩ই নভেম্বরে নদীয়া জেলার গৌরী নদীর তীরবর্তী "লাহিনী পাড়া গ্রামে, মাতামহ মুন্সী জিনাতুল্লার বাটীতে, বিবি দৌলতন্নেসার গর্ভে" মীর মর্শারফ হোসেন জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম মীর মুযাজ্জম হোসেন। মর্শারফ ছিলেন তাঁর পিতার দ্বিতীয় পরে প্রথম সন্তান। রাজ-কার্যে যোগ্যতা ও পারদর্শিতার জন্য এঁরা 'মীর' উপাধি পান। প্রকৃতপক্ষে বংশ-পরিচয়ের উপাধি হল 'সৈয়দ'।

বিষাদ সিন্ধু (উপন্যাস)

মহানবী (সঃ) এর দৌহিত্রদ্বয় হযরত হাসান (রঃ) ও হযরত হোসেন (রঃ) এর চরম বিয়োগান্তক পরিণতি নিয়ে মীর মশাররফ হোসেন এর অমর উপন্যাস **"বিষাদ সিন্ধু"**। এর তিনটি পর্ব - **"মহরম পর্ব, "উদ্ধার পর্ব", ও এজিদ বধ পর্ব"** প্রকাশিত হয় যথাক্রমে **১৮৮৫, ১৮৮৭ ও ১৮৯১** ইং সালে।

উপক্রমণিকা

যখন আরব-গগনে ইসলাম-রবি মধ্যাকাশে উদিত, সমস্ত আরব-ভূমি ইসলাম-গৌরবে গৌরবান্বিত এবং সকলেই সেই প্রভু হজরত মোহাম্মদের পদানত হইয়াছে; সেই সময় একদা পবিত্র ঈদো সব-দিনে হজরত মোহাম্মদ প্রধান প্রধান শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে উপবেশন করিয়া ধর্মোপদেশ প্রদান করিতেছেন। এমন সময় তদীয় দৌহিত্র অর্থা মহাবীর হযরত আলী-এর দুই পুত্র-হজরত হাসান ও হোসেন বালকসুলভ আগ্রহবশতঃ কাঁদিতে কাঁদিতে মাতামহের নিকট বসনভূষণ প্রার্থনা করিলেন।

হজরত স্নেহবশে দুই ভ্রাতার গণ্ডস্থলে চুম্বন করতঃ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কী রূপ বসনে তোমরা সন্তুষ্ট হইবে?" হজরত হাসান সবুজ রঙের ও হজরত হোসেন লালরঙের বসন প্রার্থনা করিলেন। তন্মুহূর্তেই স্বর্গীয় প্রধান দূত জিবরাইল, প্রভু মোহাম্মদের নিকট উপস্থিত হইয়া পরম কার□ণিক পরমেশ্বরের আদেশবাক্য কহিয়া অন্তর্হিত হইলেন। স্বর্গীয় সৌরভে চতুর্দিক আমোদিত হইল। প্রভু মোহাম্মদ ক্ষণকাল ম্লানমুখে নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। শিষ্যগণ তাঁহার তাদৃশ অবস্থা দেখিয়া নিতান্তই ভয়াকুল হইলেন। কী কারণে প্রভু এরূপ চিন্তিত হইলেন, কেহই তাহা কিছু স্থির কর□তে না পারিয়া বিষন্ন-নয়নে তাঁহার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন।

পবিত্র বদনের মলিনভাব দেখিয়া সকলের নেত্রই বাষ্প-পরিপ্লুত হইল। কিন্তু কেহই জিজ্ঞাসা করিতে সাহসী হইলেন না। প্রভু মোহাম্মদ শিষ্যগণের তাদৃশ অবস্থা দর্শনে মনের ভাব গোপন করিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা হঠা এরূপ দুঃখিত ও বিষাদিত হইয়া কাঁদিতেছ কেন?"

শিষ্যগণ করজোড়ে বলিতে লাগিলেন, "প্রভুর অগোচর কী আছে? ঘনাগমে কিংবা নিশাশেষে পূর্ণচন্দ্র হঠা মলিনভাব ধারণ করিলে তারাদলের জ্যোতিঃ তখন কোথায় থাকে? আমরা আপনার চির-আজ্ঞাবহ। অকস্মা প্রভুর পবিত্র মুখের মলিনভাব দ□খিয়াই আমাদের আশঙ্কা জন্মিয়াছে। যতক্ষণ আপনার সহাস্য আস্যের ঈদৃশ বিসদৃশ ভাব বিদ্যমান থাকিবে, ততক্ষণ ততই আমাদের দুঃখবেগ পরিবর্ধিত হইবে। আমরা বেশ বুঝিয়াছি, সামান্য বাত্যাঘাতে পর্বত কম্পিত হয় নাই, সামান্য বায়ুপ্রবাহেও মহাসমুদ্রে প্রবল তরঙ্গ উত্থিত হয় নাই। প্রভ□! অনুকম্পা-প্রকাশে শীঘ্র ইহার হেতু ব্যক্ত করিয়া অল্পমতি শিষ্যগণকে আশ্বস্ত করুন।"

প্রভু মোহাম্মদ নম্রভাবে কহিলেন, "তোমাদের মধ্যে কাহারো সন্তান আমার প্রাণাধিক প্রিয়তম হাসান-হোসেনের পরম শত্রু হইবে। হাসানকে বিষপান করাইয়া মারিবে এবং হোসেনকে অস্ত্রাঘাতে

নিধন করিবে, তাহারই নিদর্শনস্বরূপ আজ দুই ভ্রাতা আমার নিকট সবুজ ও লাল রঙের বসন প্রার্থনা করিয়াছে।"

এই কথা শুনিয়া শিষ্যগণ নির্বাক্ হইলেন। কাহারো মুখে একটিও কথা সরিল না। তাঁহাদের কণ্ঠ ও রসনা ক্রমে শুষ্ক হইয়া আসিল। কিছুকাল পরে তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, "প্রভুর অবিদিত কিছুই নাই। কাহার সন্তানের দ্বারা এরূপ সাংঘাতিক কার্য সংঘটিত হইবে, শুনিতে পাইলে তাহার প্রতিকারের উপায় করিতে পারি। যদি তাহা ব্যক্ত না করেন, তবে আমরা অদ্যই বিষপান করিয়া আত্মবিসর্জন করিব। যদি তাহাতে পাপগ্রস্ত হইয়া নারকী হইতে হয়, তবে সকলেই অদ্য হইতে আপন আপন পত্নীগণকে একেবারে পরিত্যাগ করিব। প্রাণ থাকিতে আর স্ত্রী-মুখ দেখিব না, স্ত্রীলোকের নামও করিব না।"

প্রভু মোহাম্মদ কহিলেন, "ভাই সকল! ঈশ্বরের নিয়োজিত কার্যে বাধা দিতে এ জগতে কাহারো সাধ্য নাই; তাঁহার কলম রদ করিতে কাহারো ক্ষমতা নাই। তাঁহার আদেশ অলঙ্ঘনীয়। তবে তোমরা-অবশ্যম্ভাবী ঘটনা স্মরণ করিয়া কেন দুঃখিত থাকিবে? নিরপরাধিনী সহধর্মিণীগণের প্রতি শাস্ত্র-বহির্ভূত কার্য করিয়া অবলাগণের মনে কেন ব্যথা দিবে? তাহাও তো মহাপাপ! তোমাদের কাহারো মনে দুঃখ হইবে বলিয়াই আমি তাহার মূল বৃত্তান্ত প্রকাশ করিতে ইতস্তত করিতেছি। নিতান্ত পক্ষে যদি শুনিতে বাসনা হইয়া থাকে, বলিতেছি-শ্রবণ কর। তোমাদের মধ্যে এই প্রিয়তম মাবিয়ার এক পুত্র জন্মিবে; সেই পুত্র জগতে এজিদ্ নামে খ্যাত হইবে; সেই এজিদ্ হাসান-হোসেনের পরম শত্রু হইয়া প্রাণবধ করাইবে। যদিও মাবিয়া এ পর্যন্ত বিবাহ করেন নাই, তথাপি সেই অসীম জগদ্বিধান জগদীশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন হইবার নহে, কখনোই হইবে না। সেই অব্যক্ত সুকৌশলসম্পন্ন অদ্বিতীয় প্রভুর আদেশ কখনোই ব্যর্থ হইবে না।"

মাবিয়া ধর্ম সাক্ষী করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন, "জীবন থাকিতে বিবাহের নামও করিব না; নিজে ইচ্ছা করিয়া কখনো স্ত্রীলোকের মুখ পর্যন্ত দেখিব না।"

প্রভু মোহাম্মদ কহিলেন, "প্রিয় মাবিয়া! ঈশ্বরের কার্য,-তোমার মত ঈশ্বরভক্ত লোকের এরূপ প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হওয়া নিতান্ত অনুচিত। তাঁহার মহিমার পার নাই, ক্ষমতার সীমা নাই, কৌশলের অন্ত নাই।" এই সকল কথার পর সকলেই আপন আপন বাটীতে চলিয়া গেলেন।

কিছুদিন পর একদা মাবিয়া মূত্রত্যাগ করিয়া কুলুখ (কুলুখ-ঢিল, পানির পরিবর্তে ঢিল ব্যবহার করা শাস্ত্রসঙ্গত) লইয়াছেন, সেই কুলুখ এমন অসাধারণ বিষসংযুক্ত ছিল যে, তিনি বিষের যন্ত্রণায় ভূতলে গড়াগড়ি দিতে দিতে অস্থির হইয়া পড়িলেন। বন্ধুবান্ধব সকলের কর্ণেই মাবিয়ার পীড়ার

সংবাদ গেল। অনেকরূপ চিকি□ সা হইল; ক্রমশ বৃদ্ধি ব্যতীত কিছুতেই যন্ত্রণার হ্রাস হইল না। মাবিয়ার জীবনের আশায় সকলেই নিরাশ হইলেন। ক্রমে ক্রমে তদ্বিষয় প্রভু মোহাম্মদের কর্ণগোচর হইল, তিনি মহাব্যস্তে মাবিয়ার নিকটে আসিয়া ঈশ্বরের নাম করিয়া বিষসংযুক্ত স্থানে ফু□ কার প্রদানে উদ্যত হইলেন।

এমন সময় স্বর্গীয় দূত আসিয়া বলিলেন, "হে মোহাম্মদ, কী করিতেছ? সাবধান! সাবধান! ঈশ্বরের নাম করিয়া মন্ত্রপূত করিয়ো না। এ সকলই ঈশ্বরের লীলা। তোমার মন্ত্রে মাবিয়া কখনোই আরোগ্যলাভ করিবে না। সাবধান! ইহার সমুচিত ঔষধ স্ত্রী-সহবাস। স্ত্রী-সহবাসমাত্রেই মাবিয়া বিষম বিষ-যন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভ করিবে। উহা ব্যতীত এ বিষের যন্ত্রণা নিবারণের ঔষধ জগতে আর দ্বিতীয় নাই।" এই কথা বলিয়া স্বর্গীয় দূত অন্তর্হিত হইলেন।

প্রভু মোহাম্মদ শিষ্যগণকে বলিতে লাগিলেন, "ভাই সকল! এ রোগের ঔষধ নাই। ইহজগতে ইহার উপযুক্ত চিকি□ সা নাই। একমাত্র উপায় স্ত্রী-সহবাস। যদি মাবিয়া স্ত্রী-সহবাস করিতে সম্মত হন, তবেই প্রাণরা হইতে পারে।" মাবিয়া স্ত্রী-সহবাসে অসম্মত হইলেন। 'আত্মহত্যা মহাপাপ' প্রভু কর্তৃক এই উপদেশ শুনিতে লাগিলেন। পরিশেষে সাব্যস্ত হইল যে, অশীতিবর্ষীয়া কোন বৃদ্ধা স্ত্রীকে শাস্ত্রানুসারে গ্রহণ করিয়া তাহার সহিত সহবাস করিবেন। কার্যেও তাহাই ঘটিল। বিষম রোগ হইতে মাবিয়া মুক্ত হইলেন। জীবন রক্ষা হইল।

অসীম করুণাময় পরমেশ্বরের কৌশলের কণামাত্র বুঝিয়া উঠা মানবপ্রকৃতির সাধ্য নহে। সেই অশীতিবর্ষীয়া বৃদ্ধা স্ত্রী কালক্রমে গর্ভবতী হইয়া যথাসময়ে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করিলেন। মাবিয়া পূর্ব হইতে স্থিরসঙ্কল্প করিয়াছিলেন যে, যদি পুত্র হয়, তখনই তাহাকে মারিয়া ফেলিবেন; কিন্তু পুত্রের সুকোমল বদনমণ্ডলের প্রতি একবার নয়ন-গোচর করিবামাত্রই বৈরীভাব অন্তর হইতে একেবারে তিরোহিত হইল। হৃদয়ে সুমধুর বা□ সল্যভাবের আবির্ভাব হইয়া তাঁহার মন আকর্ষণ করিল। তখন পুত্রের প্রাণ হরণ করিবেন কি, নিজেই পুত্রের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত। আপন প্রাণ হইতেও তিনি এজিদেক অধিক ভালবাসিতে লাগিলেন।

বয়োবৃদ্ধির সহিত ভালবাসাও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কিন্তু সময়ে সময়ে সেই নিদারুণ হৃদয়বিদারক বাক্য মনে করিয়া নিতান্তই দুঃখিত হইতেন। কিছুদিন পরে মাবিয়া দামেস্ক নগরে স্থায়ীরূপে বাস করিবার বাসনা প্রভু মোহাম্মদ ও মাননীয় আলীর নিকটে প্রকাশ করিয়া অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। আরো বলিলেন, "এজিদের কথা আমি ভুলি নাই। হাসান-হোসেনের নিকট হইতে তাহাকে দূরে রাখিবার অভিলাষেই আমি মদিনা পরিত্যাগ করিতে সঙ্কল্প করিতেছি।"

মাননীয় আলী সরলহৃদয়ে সন্তুষ্টচিত্তে জ্ঞাতি-ভ্রাতা মাবিয়ার প্রার্থনা গ্রাহ্য করিয়া নিজ অধিকৃত দামেস্ক নগর তাঁহাকে অর্পণ করিলেন। প্রভু মোহাম্মদ কহিলেন, "মাবিয়া দামেস্ক কেন, এই জগৎ হইতে অন্য জগতে গেলেও ঈশ্বরের বাক্য লঙ্ঘন হইবে না।" মাবিয়া লজ্জিত হইলেন, কিন্তু পূর্বসঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলেন না। অল্পদিবসের মধ্যে তিনি সপরিবারে মদিনা পরিত্যাগ করিয়া দামেস্ক নগরে গমন করিলেন এবং তত্রত্য রাজসিংহাসনে উপবেশন করিয়া প্রজাপালন ও ঈশ্বরের উপাসনায় অধিকাংশ সময় যাপন করিতে লাগিলেন। এদিকে প্রভু মোহাম্মদ হিজরি ১১ সনের ১২ই রবিউল আউয়াল সোমবার বেলা সপ্তম ঘটিকার সময় পবিত্র-ভূমি মদিনায় পবিত্র দেহ রাখিয়া স্বর্গবাসী হইলেন।

প্রভুর দেহত্যাগের ছয় মাস পরে বিবি ফাতেমা (প্রভুকন্যা, হাসান-হোসেনের জননী, মহাবীর আলীর সহধর্মিণী) হিজরি ১১ সনে পুত্র ও স্বামী রাখিয়া জান্নাত (বেহেশ্তের নাম) বাসিনী হইলেন। মহাবীর হজরত আলী হিজরি ৪০ সনের রমজান মাসের চতুর্থ দিবস রবিবারে দেহত্যাগ করেন। তৎ পরেই মহামান্য ইমাম হাসান মদিনার সিংহাসনে উপবেশন করিয়া ধর্মানুসারে রাজ্যপালন করিতে লাগিলেন। দামেস্ক নগরে এজিদ্ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে পরিবর্ণিত ঘটনা শুরু হইল।

এজিদ বধ পর্ব

প্রথম প্রবাহ

বন্দিগৃহ! বন্দিগৃহ সুবর্ণে নির্মিত, মহামূল্য প্রস্তরে খচিত, সুখসেব্য আরামের উপকরণে সুসজ্জিত হইলেও মহাকষ্টপ্রদ-যন্ত্রণাস্থান। সুখ-সম্ভোগের সুখময় সামগ্রী দ্বারা পরিপূরিত হইলেও বন্দিগৃহ, দেহদগ্ধকারী মহাকষ্টপ্রদ জ্বলন্ত অগ্নিময় নরকনিবাস। সুবর্ণ পাত্রে সুস্বাদু সুমিষ্ট সরস খাদ্য-পরিপূরিত রসনা পরিতৃপ্ত করিতে, সুন্দর বন্দোবস্তের সহিত সুব্যবস্থা থাকিলেও বন্দিগৃহ মহাকাল যমালয়। কোন বিষয়ের অভাব-অনটন না হইলেও সর্বতোভাবে মশান হইতে শ্মশান আদরের। অমূল্য রত্ন স্বাধীনতাধন যে স্থানে বর্জিত, সে স্থান অমরপুরীসদ□শ মনোনয়নমুগ্ধকর সুখ-সম্ভোগের স্থান হইলেও মানবচক্ষে অতি কদাকার ও জঘন্য। বুদ্ধিশক্তিসম্পন্ন সজীব প্রাণীর নয়নে কণ্টকসমাকীর্ণ বিসদৃশ বিজন বন। বিজন বনেও পশুদিগের স্বাধীনতা আছে, ইচ্ছানুসারে পরিভ্রমণ, স্বজাতি-স্বজন পরিদর্শন ক্ষমতা আছে, বন্দিখানায় বন্দির ভাগ্যে ত□হাও নাই। সুতরাং বাধ্যবাধকতা, অধীন-অধীনতা সংস্রবে স্বর্গসুখও মহা যন্ত্রণাদায়ক। যন্ত্রণাদায়ক কেন? সুখস্বাচ্ছন্দ্যের আমূল পরিচ্ছেদক।

বন্দির মনে নানা ভাব! নানা চিন্তা, নানা কথা। কাহারো অন্তরে আত্মগ্লানির মহাবেগ শতধারে ও সহস্র প্রকারে ছুটিয়া হৃদয়ের অন্তঃস্থল পর্যন্ত অগ্নিদাহের ন্যায় দগ্ধ করিয়া উত্তমাঙ্গস্থিত সপ্তদ্বারে তাপের শেষ পর্যন্ত ক্রমে ক্রমে বহির্গত হইতেছে। কাহারো অনুতাপানল আক্ষেপ-ইন্ধনে পরিবর্ধিত হইয়া সতেজে রসনা আশ্রয়ে ছুটিয়া ছুটিয়া বাহির হইতেছে। কেহ মনের কথা মনভারে মনে মনে চাপিয়া হৃদয়ের রক্ত সমধিক হা-হুতাশে জলে পরিণত করিতেছে; কাহারো প্রতি লোমকূপ হইতে সে হা-হুতাশকৃত জলের কথঞ্চি□ অংশ গর্মচ্ছলে বহির্গত হইয়া অবসাদে নির্জীব প্রায় করিতেছে। কেহ গত কথা স্মরণ করিয়া বন্দিখানাস্থিত মনুষ্যঘাতী জল্লাদের কুঠারহস্তে দণ্ডায়মান উচ্চমঞ্চের উপরিভাগপ্রতি স্থিরনেত্রে দৃষ্ট□ করিয়া মস্তিষ্কের মজ্জা পরিশুষ্ক করিতেছে! বন্দিমাত্রই যে ন্যায় ও যথার্থ বিচারে দণ্ডিত-তাহা নহে। ভ্রান্তি-ভ্রম মানবেই সম্ভবে! ইহাও নিশ্চয়, নির্ভুল অন্তর জগতে নাই। ভ্রমশূন্য মজ্জাও মানুষের নাই। ইহার পর নিরপেক্ষ সদ্বিচারক সংখ্যা অতি অল্প। কত বন্দি-ভ্রমে, পক্ষপাতিত্বে, অনুরোধে, বিভ্রাটে আজীবন ফাটকে আটক রহিয়াছে।

পাঠক! এই তো আপনার সম্মুখে দামেস্ক কারাগারের অবিকল চিত্র। সুবিচার, অবিচার, হিংসা, দ্বেষে কত বন্দি, কত স্থানে কত প্রকার শাস্তিভোগ করিতেছে, বন্দিখানায় তুল্য কোন খানাই জগতে নাই। প্রহরীদল মানবাকার হইলেও স্বভাব ও ব্যবহারে পশু হইতেও নীচ। তাহাদের শরীর যে রক্ত-মাংস-হৃদয়-সংযোগে গঠিত, ইহা কিছুতেই বিশ্বাস হয় না। চতুষ্পার্শ্বে প্রাচীরবেষ্টিত স্থানটুকুই তাহাদের রাজ্য। সে রাজ্যের অধীশ্বরই তাহারা। প্রবল প্রতাপে আধিপত্য করার কল্যাণে, রাক্ষস ভাব, পশু ভাব, অমানুষিক ভাব আস□য়া তাহাদের মস্তকে নির্ভর করিয়াছে। দয়া, মায়া, অনুগ্রহ, স্নেহ, ভালবাসা অন্তর হইতে একেবারে সরিয়া পড়িয়াছে। মুখখানিও রসনাসহকারে এমনই বিকট ভাব ধারণ করে যে, কর্কশ, নীরস, অন্তর্ঘাতী, মর্মপীড়িত, নিদারুণ বাক্য-রোগে সর্বদা বন্দিদিগকে জর্জরিত করিতে থাকে। তদুপরি যথা-অযথা যন্ত্রণা-পদাঘাত-দণ্ডাঘাত বন্দিভাগ্যে কথায় কথায় হইতে থাকে। দামেস্ক নগরের এজিদের বন্দিগৃহ নরক হইতেও ভয়ানক। শাস্তির মাত্রাও সেই প্রকার। ক্রমে দেখিতে পাইবেন বিধির বিধানে, এজিদ্ আজ্ঞায়, মারওয়ানের মন্ত্রণায়, প্রভু হোসেন পরিবার, জয়নাল আবেদীন, সকলেই ঐ বন্দিখান□য় বন্দি। কিন্তু ইহাদের প্রতি কোনরূপ শাস্তির বিধান নাই। পৃথক্ খণ্ডে,-ভিন্ন কক্ষে ইহাদের স্থান নির্ধারিত হইয়াছে। দৈনিক আহারের ব্যবস্থা বন্দিগৃহের প্রধান অধ্যক্ষ হস্তে। তিনি যে সময় বিবেচনা করেন, সে সময় শুষ্ক রুটি এবং একপাত্র জল, যাহা বরাদ্দ আছে, তাহাই দিতে অনুমতি করেন। অন্য অন্য বন্দির ভাগ্যে তাহাও নাই।

পাঠক! ঐ দেখুন! দামেস্ক বন্দিগৃহে শাস্তির চিত্র দেখুন! অধিকক্ষণ দেখাইব না। কোন্ চক্ষু এই অমানুষিক ব্যাপার দেখিতে ইচ্ছা করে?-তবে মহারাজ এজিদের বিচার-চিত্র অনেক দেখিতেছেন, বন্দিখানার চিত্রও দেখুন।

ঐ দেখুন, জীবন্ত নরদেহ লৌহপিঞ্জরে আবদ্ধ হইয়া কী ভয়াবহ রূপ ধারণ করিয়াছে। অত্যাচারে, অনাহারে, অনিয়মে শরীর জীর্ণ, বর্ণ বিবর্ণ, চক্ষু কোটরে। জিহ্বা তালু শুষ্ক-কণ্ঠ নীরস। মুখাকৃতি বিকৃত, শরীর অন্তঃসারশূন্য অস্থিপুঞ্জের সমাবেশ। কাহারো হস্তপদে জিঞ্জির, কাহারো হস্তপদ মৃত্তিকার সহ□ত জিঞ্জিরে আবদ্ধ। কোন বন্দি মৃত্তিকাশয্যায় শায়িত অথচ হস্তপদ লৌহশৃঙ্খলে লৌহ-পেরেকে ভূতলে আবদ্ধ। কাহারো বক্ষঃস্থল পর্যন্ত ভূগর্ভে নিহিত, কাহারো গলদেশ পর্যন্ত মৃত্তিকায় প্রোথিত। ঐ দিকে দেখুন। নরাকার রাক্ষসগণ হাসিতে হাসিতে জীবন্ত জীবের অঙ্গ হইতে সুতীক্ষ্ণ ছুর□কা দ্বারা কেমন করিয়া চর্ম ছাড়াইতেছে, লবণ মাখাইতেছে, সাঁড়াশি দিয়া চক্ষু টানিয়া বাহির করিতেছে। দেখুন, দেখুন, লৌহশলাকা-উত্তপ্ত লৌহশলাকা-মানুষের হাতে-পায়ে হাতুড়ির আঘাতে বসাইয়া মৃত্তিকার সহিত কি ভাবে আঁটিয়া দিতেছে। এ সময়ে তাহার প্রাণে কী বলিতেছে, তাহা কী ভাবা যায়, না সহজ জ্ঞানে বোঝা যায়। হস্ত পদ মৃত্তিকার সহিত লৌহ পেরেকে আবদ্ধ,

বক্ষে পাষাণ চাপা, চক্ষু ঊর্ধ্বে, কোন দিকে দৃষ্টির ক্ষমতা নাই, দৃষ্টি কেবল অনন্ত আকাশে! আর দেখুন, পা দুখানি কঠিনরূপে ঊর্ধ্বে বাঁধা, মস্তক নিম্নে হস্তদ্বয় ঝুলিয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছে, জিহ্বা-মুখ হইতে বাহির হইয়া নাসিকা ঢাকিয়া চক্ষুর উপরে হেলিয়া পড়িয়াছে! চক্ষু উল্টাইয়া ফাটিয়া রক্ত পড়িবার উপক্রম হইতেছে, ইহাতেও নিস্তার নাই, সময়ে সময়ে দোরার আঘাতে শরীরের চর্ম ফাটিতেছে! রক্ত পড়িতেছে! কী মর্মঘাতী অন্তরভেদী ভীষণ ব্যাপার! আর দেখা যায় না! চলুন, অন্যদিকে য□ই।

ঐ যে বৃদ্ধ বন্দি-লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ, নিবিষ্টচিত্তে ধ্যানে মগ্ন, হাবভাব দেখিয়া যেন চেনা চেনা বোধ হইতেছে। কোথায় যেন দেখিয়াছি মনে পড়ে। অনুমান মিথ্যা নহে। এই মহাত্মা মন্ত্রীপ্রবর হামান হজরত মাবিয়ার প্রধানমন্ত্রী, এজিদের পুণ্যাত্মা পিতার প্রিয় সচিব মহাজ্ঞানী বৃদ্ধ হামান, এজিদ্ আজ্ঞায় বন্দি-লৌহ শৃঙ্খলে আবদ্ধ! বৃদ্ধবয়সে এই যন্ত্রণা! মন্ত্রী প্রধান হামান কী যথার্থ বিচারে বন্দি? মহারাজ এজিদ্ কী অপরাধে ইহাকে কারাগারে নিক্ষেপ করিয়াছেন, তাহা কি মনে হয়? হানিফার সহিত যুদ্ধে অমত, দামেস্কাধিপতির স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে গমনে অমত প্রকাশ, এজিদের মতের সহিত অনৈক্য-সুতরাং এজিদ্ আজ্ঞায় বন্দি। দামেস্কনগরের ভূতপূর্ব দণ্ডধর হজরত মাবিয়ার দক্ষিণ হস্তই ছিলেন-এই হামান। এজিদের হস্তে পড়িয়া মহা ঋষির এই দুর্দশা! হায় রে জগ□ ! হায় রে স্বার্থ!

দামেস্ক-সিংহাসনের চির-গৌরব সূর্য এজিদ-কল্যাণে অস্তমিত!

পিতার মাননীয়-পিতার ভালবাসার পাত্রকে কোন্ পুত্র অবজ্ঞা করিয়া থাকে? হামানের চিন্তা ভ্রমসঙ্কুল ছিল না। আশা ও দুরাশার পথে অযথা দণ্ডায়মান হইয়া কুহকে মাতাইয়া ছিল না-কারণ এ-আশা মানুষেরই হয়। মানুষের দৃষ্টান্তেই মানুষ শিক্ষা পায়। আশা ছিল,-মন্ত্রীপ্রবরের মনে আশা ছিল, এজিদ্ মাবিয়ার সন্তান, পিতৃ অনুগৃহীত বলিয়া অবশ্যই দয়া করিবে; বৃদ্ধ বয়সে নবীন রাজপ্রসাদে সুখী হইয়া নিশ্চিন্তভাবে ঈশ্বর আরাধনায় জীবনের অবশিষ্ট অংশ কাটিয়া যাইবে। নিয়তির বিধানে তাহা ঘটিল না। অথচ এজিদের স্বেচ্ছাচার বিচারে বৃদ্ধ বয়সে লৌহ-নিগড়ে আবদ্ধ হইতে হইল। শুনুন, মন্ত্রীপ্রবর মৃদুমৃদু স্বরে কি বলিতেছেন।

"রাজার অভাব হইলে রাজা পাওয়া যায়, রাজ-বিপ্লব ঘটিলে তাহারও শান্তি হয়, রাজ্যমধ্যে ঘোর বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত হইলেও যথাসময়ে অবশ্যই নির্বাণ হয়, উপযুক্ত দাবী বুঝাইয়া দিলে সে দুর্দমনীয় তেজও একেবারে বিলীন হইয়া উড়িয়া যায়। মহামারী, জলপ্লাবন ইত্যাদি দৈবদুর্বিপাকে রাজ্যধ্বংসের উপক্রম বোধ হইলেও নিরাশ-সাগরে ভাসিতে হয় না-আশা থাকে। রাজার মজ্জা-দোষে কি মন্ত্রণা অভাবে রাজ্যশাসনে অকৃতকার্য হইলেও আশা থাকে। মূর্খ রাজার প□রিয়পাত্র

হইবার আশায়, মন্ত্রণাদাতাগণ অবিচার অত্যাচার নিবারণে উপদেশ না দিয়া অহরহ তোষামোদের ডালি মাথায় করিয়া প্রতি আজ্ঞা অনুমোদন করাতেই যদি রাজা প্রজায় মনান্তর ঘটে, তাহাতেও আশা থাকে-সে ক্ষেত্রেও আশা থাকে। কিন্তু স্বাধীনতা-ধনে একবার বঞ্চিত হইলে সহজে সে মহামণির মুখ আর দেখা যায় না। বহু আয়াসেও আর সে মহামূল্য রত্ন হস্তগত হয় না। স্বাধীনতা-সূর্য একবার অস্তমিত হইলে পুনরুদয় হওয়া বড়ই ভাগ্যের কথা।"

"রাজা আর রাজ্য, এই দুইটি পৃথক্ কথা-পৃথক ভাব-পৃথক্ সম্বন্ধ। রাজা নিজ বুদ্ধি-দোষে অপদস্থ হউন, সমযুক্তি সুমন্ত্রণায় অবহেলা করিয়া পর-পদতলে দলিত হউন, স্বেচ্ছাচারিত্ব দোষে অধঃপাতে যাউন, তাহাতে রাজ্যের কি? কার্য অনুরূপ ফল, পাপানুযায়ী শাস্তি। স্বেচ্ছাচারী, সুমন্ত্রণা-বিদ্বেষী, নীতি বর্জিত, উচিতে বিরক্ত, এমন রাজার রাজ্যপাট যত সত্বর ধ্বংস হয়, ততই মঙ্গল, ততই রাজ্যের শনিক্ষয় ও ভবিষ্য মঙ্গলের আশা। দামেস্ক-রাজ্যের আর মঙ্গল নাই। বিনা কারণে, প্রেমের কুহকে, পীরিতের দায়ে, প্রণয় বাসনায়, পরিণয়-ইচ্ছায়, যদি এই রাজ্য যথার্থই পরকরতলস্থ হয়, পরপদভরে দলিত হয়, আমাদের স্বাধীনতা লোপ হয়, তবে সে দুঃখের আর সীমা থাকিবে না, সে মনোকষ্টের আর ইতি হইবে না। রাজা প্রজারক্ষক, বিচারক, প্রজাপালক এবং করগ্রাহক। কিন্তু রাজ্যের যথার্থ অধিকারী প্রজা। দায়িত্ব প্রজারই অধিক। রাজ্য প্রজার, রক্ষার দায়িত্ব বাসিন্দামাত্রেরই। যদি রাজ্যমধ্যে মানুষ থাকে, হৃদয়ে বল থাকে, স্বদেশ বলিয়া জ্ঞান থাকে, পরাধীন শব্দের যথার্থ অর্থ বোধ থাকে, জন্মভূমির মূল্যের পরিমাণ জ্ঞান থাকে, একতা-বন্ধনে আস্থা থাকে, ধর্মবিদ্বেষে মনে মনে পরস্পর বৈরীভাব না থাকে, জাতিভেদ, হিংসা, ঈর্ষা এবং ঘৃণার ছায়া না থাকে, অমূল্য সময়ের প্রতি সর্বদা লক্ষ্য থাকে, আলস্যে অবহেলা এবং শৈথিল্যে বিরোধী যদি কেহ থাকে, চেষ্টা থাকে, বিদ্যার চর□চা থাকে, আর সর্বোপরি ঈশ্বরে ভক্তি থাকে, তবে যুগ-যুগান্তরে হউক, শতাব্দী পরে হউক, সহস্রাধিক বর্ষ গত হউক, কোনকালে হউক, অন্ধকারাচ্ছন্ন পরাধীনতা-গগনে স্বাধীনতা-সূর্যের পুনরুদয় আশা একবার করিলেও করা যাইতে পারে। কিন্তু দামেস্করাজ্যে সে আশা-আশা-মরীচিকা। দামেস্ক ব□রশূন্য। দামেস্ক চিন্তাশীল দেশহিতৈষী মহোদয়গণের অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত। সে উপকরণে গঠিত কোন মস্তক আছে কি না, তাহাতেই বিশেষ সন্দেহও হইবে কি না তাহাতেও নানা সন্দেহ।"

"যেদিন রমণী-মুখচন্দ্রিমার সামান্য আভায় ধরণীপতির মস্তক ঘুরিয়াছে, মহীপাল এজিদের মহাশক্তিসম্পন্ন মজ্জা, পরকর-শোভিত মর্দিত কমলদলের মুমূর্ষু অবস্থার ঈষ আভায় গলিয়া বিপরীত ভাব ধারণ করিয়াছে, সেইদিন নিরাশার সঞ্চার হইয়া স্বাধীনতা ধনে বঞ্চিত হওয়ার সূত্রপাত ঘটিয়াছে। রাজার আচার, রাজার ব্যবহার, প্রজার আদর্শ এবং শিক্ষার স্থল। যে রাজচক্ষু কোমলপ্রাণা কামিনীর কমল-অক্ষ□র কোমল তেজ সহ্য করিতে অক্ষম, সে চক্ষু মোহাম্মদ হানিফার

সুতীক্ষè তরবারির জ্বলন্ত তেজ সহ্য করিতে কখনো সক্ষম হইবে না। সে অসীম বলশালী মহাবীরের অস্ত্রাঘাত কি রূপজ মোহে ঘূর্ণিত মস্তক সহ্য করিতে পারে? কখনোই নহে। আর আশা কি?-কামিনী কটাক্ষশরে জর্জরিত হৃদয়ের আশ্বাস জন্য রাজনীতি উপেক্ষা করিয়া অকারণ রণবাদ্য বাজাইতে যে মন্ত্রী মন্ত্রণা দেয়, সে মন্ত্রী গাজী রহমানের মন্ত্রণা ভেদ করিয়া কৃতকার্য হইতে কোনকালেও ক্ষমবান হইবে না, কখনোই গাজী রহমানের সমকক্ষ হইতে পারে না। যদি যুদ্ধই ঘটিয়া থাকে, তবে নিশ্চয়ই পরাভব-নিশ্চয়ই দামেস্কের অধঃপতন-নিশ্চয়ই দামেস্ক-সিংহাসনে জয়নাল আবেদীন-নিশ্চয়ই এজিদের মৃত্যু, মারওয়ানের মনোগত আশা বিফল। পীরিত, প্রণয়, প্রেম,-এই তিন কারণেই আজ দামেস্কের-এই দুর্দশা! কী ঘৃণা!! কী লজ্জা!!!"

"বৃদ্ধ বয়সে অবিচারে পিঞ্জরাবদ্ধ হইয়া আকুলিত হই নাই। যত দূর বুঝিয়াছি-বলিয়াছি। আম□র ভ্রম দর্শাইয়া ইহা অপেক্ষা শতগুণ শাস্তি দিলেও ক্ষোভের কারণ ছিল না। উচিত কথায় আহাম্মক রুষ্ট, এ কথা নূতন নহে। প্রকাশ্য দরবারে মত জিজ্ঞাসা করায়, বুদ্ধি-বিবেচনায় যাহা আসিয়াছে, বলিয়াছি! ইহাই তো অপরাধ, ইহাতেই বন্দি, ইহাতেই পি রে আবদ্ধ। কিছুমাত্র দুঃখ নাই, কারণ মূর্খ, স্বার্থপর, মিথ্যাবাদী, পরশ্রীকাতর, পরস্ত্রী-আকাঙ্খী, স্বেচ্ছাচারী এবং রোষপরবশ রাজার নিকট ইহা অপেক্ষা আর কি আশা করা যাইতে পারে? প্রাণদণ্ডের আদেশ হয় নাই, ইহাই শত লাভ, সহস্র প্রকারে ঈশ্বরে ধন্যবাদ।"

"ভাল কথা, ওমর আলী বন্দি হওয়ার কথাই শুনিলাম, প্রাণবধের কথা তো শুনিলাম না। শূলে জয়নাল আবেদীনের প্রাণদণ্ড হইবে, ঘোষণার কথাই কানে প্রবেশ করিল, শেষ কথাটা আর কেহ বলিল না। সংবাদ কি? এ অন্যায় যুদ্ধের পরিণাম কি? কী হইতেছে, কী ঘটিতেছে, কোন্ বীর কেমন তরবারি চালাইতেছে, বর্শা উড়াইতেছে, তীর চালাইতেছে, কই-কেহই তো কিছুই বল□ না। আমাদের পক্ষের অতি সামান্য সামান্য শুভ সংবাদ লোকের মুখে ক্রমে অসামান্য হইয়া উঠে। কই-এ কয়েক দিন ভাল-মন্দ কোন সংবাদই তো শুনিতে পাই না। মন্দ কথা কানে আসিবার কথা নহে-ভাল কথার যখন একটা বর্ণও প্রকাশ হইতেছে না, তখন আর কী বলি।"

"যুদ্ধকাণ্ড বড়ই কঠিন! সামান্য ব□বেচনার ত্রুটিতে সর্বস্ব বিনাশ। লক্ষ প্রাণীর প্রাণ মুহূর্তে ধ্বংস? বড়ই কঠিন ব্যাপার! দামেস্করাজ্যের যে সময় উপস্থিত, এ সময় যুদ্ধ করাই অন্যায়। যুদ্ধের কারণ দেখিতে হইবে, লাভালাভের প্রতিও লক্ষ্য রাখিতে হইবে, আপন আপন ক্ষমতার পরিমাণও বুঝিতে হইবে, ধনাগারের অবস্থাও ভাবিতে হইবে। আত্মীয়, স্বজন, বন্ধুবান্ধব, পুরবাসী, প্রতিবেশী, সমকক্ষ, সমশ্রেণী জ্ঞাতিকুটুম্ব এবং রাজ্যের গণ্য, মান্য, ধনী ও সাধারণ প্রজার মনের ভাব, বিশেষ করিয়া অতি গোপনে কৌশলে পরীক্ষা করিতে হইবে। কেবল ধনভাণ্ডার

খুলিয়া দিয়াই চক্ষু শীতল করিলে চলিবে না। আহার□য সামগ্রী কেবল মানুষের নয়, গরু-ঘোড়া ইত্যাদি পালিত জীবজন্তু সহ নগরস্থ প্রাণী মাত্রের কত দিনের আহার মজুত, প্রাণীর পরিমাণ, আহার্য সামগ্রীর পরিমাণ, আনুমানিক যুদ্ধকালের পরিমাণ করিয়া সমুদয় সাব্যস্ত, বন্দোবস্ত, আমদানি, রপ্তানি, পানীয় জলের সুবিধা পর্যন্ত করিয়া-তব□ অন্য কথা।"

"এ যুদ্ধে এ কথাটা অগ্রেই ভাবা উচিত ছিল। মহাবীর মোহাম্মদ হানিফা বহুদূর হইতে আক্রমণ আশায় আসিয়াছেন। ভিন্ন দেশ, তাঁহার পক্ষে সহসা প্রবেশই দুঃসাধ্য। ইহার পর নগর আক্রমণে আশা। রাজবন্দিগৃহ হইতে পরিজনগণকে উদ্ধারের আশা-এজিদ্ বধ করিয়া দামেস্ক-সিংহাসন অধিকার করিবার আশা-এক-একটি আশা কম পরিমাণের আশা নহে। কথাচ্ছলে আমি ইহাকে এক প্রকার দুরাশাও বলিতে পারি, কারণ রাজ্যের সীমাই যুদ্ধের সীমা। সে সীমা অতিক্রম করিয়া নগরের প্রান্তভাগের প্রান্তরে এজিদের মহাকাল স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত। এক গাজী রহমানের বুদ্ধিকৌশলে সকল বিষয় সুন□দর বন্দোবস্ত। যাহা তাহাদের পক্ষে কঠিন ছিল, তাহাও তাহারা অনায়াসেই সুসিদ্ধ করিয়াছে। রাজ্য-সীমায় প্রবেশ দূরে থাকুক, নগরের প্রান্তসীমায় রঙ্গভূমি,-আর আশা কি!"

"অন্যায় সমরে রাজা স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে! কী পরিতাপ! যে রাজা রাজনীতির বাধ্য নহে, সমরনীতির অধীন নহে, স্বেচ্ছাচারিতাই যাহার মস্তিষ্কের বল, তাহার কী আর মঙ্গল আছে? প্রণয়, প্রেমে যে রাজা আসক্ত তাহার কি আর শ্রীবৃদ্ধি আছে? যুদ্ধবিগ্রহে পীরিত প্রণয়ের প্রসঙ্গ আসিতেই পারে না; মূল কারণ হওয়া দূরে থাকুক, সে নামেই সর্বনাশ। রাজনীতি সমরনীতি, এই দুইটি নীতির অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া যত জ্ঞানলাভ হইবে যত অভিজ্ঞতা জন্মিবে, ততই বুঝিতে পারা যাইবে যে, ইহার মধ্যে কি না আছে। জগতের সমুদয় ভাব স্বভাব, ব্যবহার, কার্যপ্রণালী, সমুদয় ঐ দুই নীতির মধ্যগত, কিন্তু ব্যবহারের ক্ষমতা, পরিচালনার বল, কার্যে পরিণত করিবার অধিকার সম্পূর্ণরূপে জগতে কোন প্র□ণীর মস্তকে আছে কি না সন্দেহ।"

"এ ধর্মনীতির কথা নহে যে ঘাড় নোয়াইয়া বিশ্বাস করিতেই হইবে। পাপের প্রায়শ্চিত্ত নহে যে কালে হইবেই হইবে। এ প্রসূতির প্রসব বিষয়ে চিন্তা নহে যে, দশ মাস দশ দিন পরে যাহা হয়, একটা হইবেই হইবে। এ অদৃষ্টলিপির প্রতি নির্ভরের কার্য নহে যে, যাহা কপালে লেখা আছে, তাহাই ঘটিবে। এ রাজ-চক্র, ইহার মর্ম ভেদ করা বড়ই কঠিন। বিশেষ সমর কাণ্ড যেমন কুটিল, তেমনি জটিল। যখনই প্রশ্ন তখনই উত্তর, যে মুহূর্তে চিন্তা সেই মুহূর্তেই কার্য, তখনই কার্যফল দ্রুতগতি সময়ের সহিত সমরকাণ্ডের কার্য-সম্বন্ধ। বুদ্ধির কৌশল, বিবেচনার ফল। জয়-পরাজয়ের সময় অতি সংক্ষেপ। দক্ষিণ চক্ষু দেখিল, বীরবরের হস্তস্থিত তরবারি বিদ্যু□ -লতায় চমকিতেছে-বাম

চক্ষু দেখিল, ঐ মহাবীরের রঞ্জিত দেহ ভূতলে গড়াইতেছে, রঞ্জিত হস্তে রঞ্জিত তরবারি বদ্ধমুষ্টিতে ধরাই রহিয়াছে। বর্তমান যুদ্ধে যে কি ঘটিবে তাহা ভগবানই জানেন। আমার সময় মন্দ। কাহারো নিকট কিছু জিজ্ঞাসা করিতে সাহস হয় না, কাহারো মুখে কিছু শুনিতে পাই না। মহারাজ আজ্ঞা করিয়াছেন-বন্দি হইয়াছি। লৌহশৃঙ্খল গলায় পরিতে হুকুম দিয়াছেন, হুকুম তামিল করিয়াছি। দুঃখ মাত্র নাই, অন্তরেও বেদনা বোধ করি নাই। তবে বেদনা লাগিয়াছে যে, এই সঙ্কট সময়ে অকারণ যুদ্ধে অগ্রসর-স্বয়ং রাজা অগ্রসর, স্বয়ং অস্ত্র ধারণ! বড়ই দুঃখের কথা! এ যুদ্ধের পরিণাম ফল কি হইল? কে হারিল, কে জিতিল? সন্ধি-অসম্ভব। যুদ্ধ অনিবার্যরূপে চলিতেছে, সমর-গগনে লোহিত নিশান বায়ুর সহিত এখনো খেলা করিতেছে। সন্দেহমাত্র নাই। আমার তো বিশ্বাস যে, দামেস্ক সৈন্য-শোণিতে দামেস্ক প্রান্তরই রঞ্জিত হইতেছে। দামেস্কভূমি দামেস্ক-বীর শিরেই পরিপূর্ণ হইতেছে। এ অবৈধ সমরে সন্ধির নামই আসিতে পারে না। এজিদ্ হানিফার রণক্ষেত্রে শুভ্র-নিশান উড়াইতে পারে না। বড়ই শক্ত কথা!"

মন্ত্রীপ্রবর হামান মনের কথা এইরূপে অকপটে ম□খে প্রকাশ করিতেছেন, এমন সময় দ্বাররক্ষক দ্রুতপদে মন্ত্রীপ্রবরের নিকট আসিয়া চুপে চুপে কি কথা বলিতে লাগিল। বন্দিসচিব-তাহার মুখে কোন কথাই প্রকাশ হইল না। দেখিবার মধ্যে দেখা গেল চক্ষের জল, আর শুনিবার মধ্যে শুনা গেল দীর্ঘ নিশ্বাস। পাঠক! চুপি চুপি কথা আর কিছু নহে, আমাদের জানা কথা-গত কথা, যুদ্ধের বিবরণ এবং এজিদের পলায়ন, এই সংবাদ।

চলুন, অন্যদিকে যাওয়া যাক্। শুনিতেছেন? শুনিতে পাইতেছেন? স্ত্রী-কণ্ঠ। বুঝিতে পারিতেছেন? কি কথা, একটু অগ্রসর হইয়া শুনুন।

"বাবা জয়নাল! তুই যে বন্দিখানা হইতে পলাইয়াছিস-বুদ্ধির কাজ করিয়াছিস বাপ্! আর দেখা দিস না। কখনোই কাহারো নিকট দেখা দিস না! তুই যে আমার প্রাণের প্রাণ! তোকে বুকে করিলে বুক শীতল হয়! চক্ষু জুড়ায়! তুই আমাকেও দেখা দিস না! বনে, জঙ্গলে, পশুদিগের সহিত বাস করিস্! বাপ্ রে! এজিদ বাঁচিয়া থাকিতে কখনোই লোকালয়ে আসিস্ না। কাহাকেও দেখা দিস্ না। (উচ্চৈঃস্বরে) জয়নাল! তুই আমার-তুই আমার কোলে আয়। এ বন্দিখানায় কী অপরাধে অপরাধী হইয়া বন্দি হইয়াছি-দয়াময় ঈশ্বর জানেন। কতকাল এভাবে থাকিতে হইবে, তাহাও তিনিই জানেন। জয়নাল! তোর মুখখানির প্রতি চাহিয়াই এত দিন বাঁচিয়া আছি! তুই ইমাম বংশের একমাত্র সম্বল, মদিনার রাজরত□ন! তোর ভরসাতেই আজ পর্যন্ত দামেস্ক বন্দিগৃহে তোর চিরদুঃখিনী মা প্রাণ ধরিয়া বাঁচিয়া আছে! পবিত্র ভূমি মদিনা পরিত্যাগ করিয়া যে দিন কুফায় গমন করিতে পথে বাহির হইয়াছি, সেই দিন হইতে সর্বনাশের সূচনা হইয়াছে। কত পথিক দূর

দেশে যাইতেছে, কত রাজা সৈন্যসামন্তসহ বন, জঙ্গল, মরুভূমি অতিক্রম করিয়া, গিরিগুহা অনায়াসে পার হইয়া নির্দিষ্ট স্থানে নির্বিঘ্নে যাইতেছে। ভ্রম নাই-পথ-ভ্রান্তি নাই-স্বচ্ছন্দে যাইতেছে, আসিতেছে-কোনরূপ পথ-বিঘ্ন নাই, বিপদ নাই, কোন কথা নাই! হায় আমাদের কি দুর্ভাগ্য! দিনে দুই প্রহরে ভ্রম! মহাভ্রম! কোথায় কুফা! কোথ□য় কারবালা! সেখানে যাহা ঘটিবার ঘটিল। আত্মঘাতী হইলাম না, প্রাণও বাহির হইল না,-কেন হইল না? বাপ্! তোর মুখের প্রতি চাহিয়া-বন্দিখানাতেও তোরই মুখখানি দেখিয়া কিছুই করি নাই। তুই দুঃখিনীর ধন! দুঃখীর হৃদয়ের ধন! অঞ্চলের নিধি! বাপ্! তোর দশা কী ঘটিল? হায়! হায়! কেন তুই ওমর আলীর প্রাণবধের ঘোষণা শুনিয়া বন্দিগৃহ হইতে বাহির হইলি? আমার মন অস্থির-বিকারপ্রাপ্ত। কি বলিতে কি বলি তাহার স্থিরতা নাই। বন্দিখানায় থাকিলে দুর্দান্ত পিশাচ মারওয়ানের হস্ত হইতে তোকে কখনোই রক্ষা করিতে পারিতাম না, আমার ক্রোড় হইতে কাড়িয়া লইয়া যাইত। হায়! হায়!! সে সময় তোর মুখের দিকে চাহিয়া আমার কী দশা ঘটিত বাপ্! তুমি বুদ্ধির কাজ করিয়াছ। এজিদ্ জীবিত থাকিতে লোকালয়ে আসিয়ো না। বনে, জঙ্গলে, গিরিগুহায় লুকাইয়া থাকিয়ো। বনের ফল, মূল, পাতা খাইয়া জীবনধারণ করিয়ো। কখনো লোকালয়ে আসিয়ো না। আর না হয়, যে দেশে এজিদের নাম নাই, তোমার নাম নাই-সে দেশে যাইয়া ভিক্ষা করিয়া জীবন কাটাইয়ো। তাহাতে সাহারবানুর প্রাণ শীতল থাকিবে!"

এ কী! প্রহরিগণ ছুটাছুটি করে কেন? প্রহরিগণ ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়াছে! যে যেখানে ছিল, সে সেই স্থান হইতে ছুটিয়াছে! পরস্পর দেখা হইতেছে, কথা হইতেছে,-কিন্তু বড় সাবধানে, চুপে চুপে। কথা কহিতেছে-পরামর্শ করিতেছে-সাবধান হইতেছে,-আত্মরক্ষার উপায় দেখিতেছে। কেন? কী সংবাদ? দেখুন-আশ্চর্য দেখুন! একজন প্রহরী ছুটিয়া আসিয়া বৃদ্ধ মন্ত্রী হামানের কানে কানে চুপি চুপি কি কহিয়া, ঐ দেখুন কি করিল! দ্রুতহস্তে লৌহশৃঙ্খল কাটিয়া ফেলিল এবং হোসেন-পরিবার ব্যতীত অন্য অন্য বন্দিগণকে কারাগার হইতে মুক্ত করিয়া সত্বর বাহির করিয়া দিল। বন্দিগণ অবাক্! কেহ কোন কথা কহিতেছে না। সকলেই যেন ব্যস্ত। পলাইতে পারিলেই রক্ষা!-জীবনরক্ষা!

দ্বিতীয় প্রবাহ/ ১

সমরাঙ্গণে পরাজয়-বায়ু একবার বহিয়া গেলে, সে বাতাস ফিরাইয়া বিজয়-নিশান উড়ান বড়ই শক্ত কথা। পরাজয়-বায়ু হঠা□ চারিদিক হইতে মহাবেগে রণক্ষেত্রে প্রবেশ করে না। প্রথমতঃ মন্দ মন্দ গতিতে রহিয়া রহিয়া বহিতে থাকে, পরে ঝঞ্ঝাবাত সহিত তুমুল ঝড়ের সৃষ্টি করিয়া এক

পক্ষকে উড়াইয়া দেয়। নেতৃপক্ষের ঘনঘন হুঙ্কার, অস্ত্রের চাকিচক্যে মহাবীরের হৃদয়ও কম্পিত হয়, হতাশে বুক ফাটিয়া যায়।

আজ দামেস্ক-প্রান্তরে তাহাই ঘটিয়াছে। মদিনার সৈন্যদিগের চালিত অস্ত্রের চাকিচক্যে এজিদ্-সৈন্য ক্ষণে ক্ষণে আত্মহারা হইতেছে। তাহারা আস্মান□ কি জমিনে, তাহার কিছুই নির্ণয় করিতে পারিতেছে না। তবে বিপক্ষগণের অস্ত্রের ঝনঝনি শব্দে চমক ভাঙ্গিয়া, রণরঙ্গের কথা তাহাদের মনে পড়িতেছে বটে, কিন্তু সে সময় প্রাণভয়ে, প্রাণ চতুর্গুণ আকুল হইতেছে, দেখিতেছে, যেন প্রান্তরময় বৃষ্টিপাত হইতেছে। গগনস্থ ঘনঘটা হইতে বৃষ্ট□ হইতেছে না। সে রক্তবৃষ্টি মেঘ হইতে ঝরিতেছে না। ঝরিতেছে-দামেস্ক সৈন্যের শরীর হইতে; আর ঝরিতেছে-আম্বাজী সৈন্যের তরবারির অগ্রভাগ হইতে। মেঘমালার খণ্ড খণ্ড অংশই শিলা;-তাহারও অভাব হয় নাই-খণ্ডিত দেহের খণ্ড খণ্ড অংশই সে ক্ষেত্রে শিলারূপ দেখাইতেছে।

দামেস্ক-প্রান্তর দামেস্ক-সৈন্য-শোণিতেই ডুবিয়াছে। রক্তের ঢেউ খেলিতেছে। মহাবীর হানিফার সম্মুখে যে সৈন্যদলই পড়িয়াছে, সংখ্যায় যতই হউক, তৃণব∏ উড়িয়া খণ্ডিত দেহে ভূতলশায়ী হইয়াছে। সে রঞ্জিত তরবারিধারে খণ্ডিত দেহের রক্তধার, ধরণী বহিয়া, মরুভূমি সিক্ত করিয়া, প্রান্তরময় ছুটিতেছে। কিন□তু হানিফার মনের আগুন নিবিতেছে না। মদিনাবাসীর ক্রোধানল একটুও কমিতেছে না।

প্রভু হোসেনের কথা, কারবালা প্রান্তরে একবিন্দু জলের কথা, হোসেনের ক্রোড়স্থিত শিশুসন্তানের কোমল বক্ষ ভেদ করিয়া লৌহতীর প্রবেশের কথা মনে হইয়া হানিফার প্রাণ আকুল করিয়াছে। বিস্ফারিত চক্ষে রোষাগ্নির তেজ বহিয়া অবশেষে বাষ্পবারি বহাইয়া তাঁহাকে একপ্রকার উন্মাদের ন্যায় করিয়া তুলিয়াছে। "কই এজিদ্! কই সে দুরাত্মা এজিদ্! কই সে নরাধম এজিদ্! কই এজিদ্? কই এজিদ্?" মুখে বলিতে বলিতে এজিদান্বেষণে অশ্বে কশাঘাত করিয়াছেন। সে মূর্তি এজিদের চক্ষে পড়িতেই এজিদ্ ভাবিয়াছিল যে, এ মহাকালের হস্ত হইতে আর রক্ষা নাই, পলায়নই শ্রেয়ঃ। বীরের ন্যায় বক্ষবিস্তারে হানিফার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া 'আমি এজিদ্-আমিই সেই মদিনার মহাবীরগণের কালস্বরূপ এজিদ। হানিফা! আইস, তোমাকে ভবযন্ত্রণার দায় হইতে মুক্ত করিয়া দিই!'-এই সকল কথা বলা দূরে থাকুক, যেই দেখা অমনি পলায়নের চেষ্টা;-প্রাণভয়ে দামেস্করাজ অশ্বারোহণ করিয়া যথাসাধ্য অশ্ব চালাইতেছে।

হানিফাও এজিদের পশ্চা∏ পশ্চা∏ দুল্দুল চালাইয়াছেন। এ দৃশ্য অনেকেই দেখেন নাই। রণরঙ্গে মাতোয়ারা বীরসকল এ কথা অনেকেই শুনেন নাই। যাঁহারা দেখিয়াছেন, যাঁহারা শুনিয়াছেন, তাঁহারাও তাহার পর কী ঘটিয়াছে, কী হইয়াছে, এ পর্যন্ত কোন সন্ধানপ্রাপ্ত হন নাই। কোন সন্ধানী সন্ধান আনিতে পারে নাই।

এদিকে মস্‌হাব কাক্কা, ওমর আলী, আক্কেল আলী (বাহরাম) প্রভৃতি মহামহিম যোধসকল কাফেরদিগকে পশুপক্ষীর ন্যায় যথেচ্ছ বধ করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। গাজী রহমানের পূর্ব বচন সফল হইল। এজিদ-সৈন্য প্রাণভয়ে পলাইয়াও প্রাণরক্ষা করিতে পারিতেছে না; অশ্বের দাপটে, তরবারির আঘাতে, বর্শার সূক্ষ্মাগ্রে, তীরের লক্ষ্যে, গদার প্রহারে, খঞ্জরের দোধারে,-প্রাণ হারাইতেছে। কত শিবির, কত চন্দ্রাতপ, কত উষ্ট্র, কত অস্ত্র, প্রজ্বলিত অগ্নিশিখায় হু-হু শব্দে পুড়িয়া ছাই হইতেছে। এজিদপক্ষের জীবন্ত প্রাণী আর কাহারো চক্ষে পড়িতেছে না। দৈবা□ দেখা পাইলে, মার মার শব্দে চারিদিক্ হইতে হানিফার সৈন্যগণ, তাহাকে ঘিরিয়া ক্রীড়া-কৌতুক হাসি-রহস্য করিয়া মারিয়া ফেলিতেছে। ক্রোধের ইতি নাই, মার মার শব্দের বিরাম নাই। সময়ে সময়ে মুখে সেই হৃদয়বিদারক, মর্মঘাতী কথা কহিয়া নিজে কান্দিতেছে, জগ□ কান্দাইতেছে। হায় হাসান! হায় হোসেন! তোমরা আজ কোথায়? সে মহাপ্রান্তর কারবালা কোথায়? ফোরাতের উপকূল কোথায়? যে সৈন্যদল ফোরাতের জল হইতে পথ বন্ধ করিয়াছিল, তাহারাই বা কোথায়? কই এজিদের সৈন□য? কই এজিদ্? কই তাহার শিবির? কিছুই তো চক্ষে দেখিতেছি না। প্রভু হোসেন? তুমি কোথায়? এ দৃশ্য তোমাকে দেখাইতে পারিলাম না। অহো! কাসেম! মদিনার শ্রেষ্ঠ বীর কাসেম!! একবিন্দু জলের জন্য হায়! হায়! একবিন্দু জলের জন্য কি না ঘটিয়াছে? উহু! কী নিদারুণ কথা! পিপাসায় কাতর হইয়া প্রভুপুত্র আলী আকবর পিতার জিহ্বা চাটিয়াছিল! হায়! হায়! সে দুঃখ তো কিছুতেই যায় না। কারবালার কথা কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছি না। সে দিন রক্তের ধার ছুটিয়া কারবালা প্রান্তর ডুবাইয়াছে। আজ দামেস্ক-প্রান্তর দামেস্ক-সৈন্য-শোণিতে ডুবিয়াছে, দামেস্ক-রাজ্য মদিনার সৈন্য-পদতলে দলিত হইতেছে। কিন্তু আশা মিটিতেছে না, সে মনোবেদনার অণুমাত্রও উপশম বোধ হইতেছে না। বুঝিলাম, হোসেন শোক অন্তর হইতে অন্তর হইবার নহে; মানিলাম, কারবালার ঘটনা, মদিনার মায়মুনার কীর্তি, জায়েদার আচরণ, জগ□ হইতে একেবারে যাইবার নহে। চন্দ্র, সূর্য, তারা, নক্ষত্র যতদ□ন জগতে থাকিবে, ততদিন তাহা সকলের মনে সমভাবে জ্বলন্তরূপে বিষাদ-কালিমা রেখায় অঙ্কিত থাকিবে।
সমরাঙ্গণে অস্ত্রাগ্নি নির্বাণ হইয়াছে কিন্তু আগুন জ্বলিতেছে। ঊর্ধ্বে অগ্নিশিখা-নিম্নে রক্তের খেলা। রক্তমাখা দেহসকল, রক্তস্রোতেই ভাসিয়াছে, ডুবিতেছে, গড়াইয়া যাইতেছে।

সৈন্যদলসহ মস্‌হাব কাক্কা প্রভৃতি নগরের নিকট পর্যন্ত আসিলেন। শত্রুপক্ষীয় একটি প্রাণীও তাঁহাদের চক্ষে আর পড়িল না। জয়নাল আবেদীন সহ গাজী রহমান নগরপ্রবেশ-দ্বার পর্যন্ত যাইয়া হানিফার অপেক্ষা করিতেছিলেন। কাক্কার দল আসিয়া জুটিলেই-"জয় মদিনা-ভূপতির জয়! জয় মহারাজ জয়নাল আবেদীনের জয়!"-ঘোষণা করিতে করিতে বীরদর্পে নগরে প্রবেশ করিলেন। কার সাধ্য বাধা দেয়? কে মাথা উঠাইয়া সে বীরগণের সম্মুখে বক্ষবিস্তারে দণ্ডায়মান হয়? কাহার

সাধ্য, একটি কথা কহিয়া সরিয়া যায়? জনপ্রাণী দ্বারে নাই। রাজপথেও কোন লোক কোন স্থানে কোন কার্যে নিয়োজিত নাই। পথ পরিষ্কার-জনতা, কোলাহলের নামমাত্র নাই। কেবল স্বদল মধ্যে, মধ্যে মধ্যে মার মার কাট কাট, "জয় জয়নাল আবেদীন! জয় মোহাম্মদ হানিফা" আর বহু দূরে প্রাণভয়ে পলায়নের কোলাহল আভাস। শত্রুহস্তে ধন-মান প্রাণরক্ষা হইবে না ভাবিয়া অনেকেই ঘর বাড়ি ছাড়িয়া পলায়নের উদ্যোগ করিতেছে, রক্ষার উপায় ভাবিতেছে। পরস্পরে এই সকল কথা, ডাকা হাঁকা, প্রস্থানের লক্ষণ অনুমানে অনুভূত হইতেছে। বিনা যুদ্ধে, বিনা বাক্যব্যয়ে গাজী রহমান ও মহা মহা বীরগণ সৈন্যগণসহ জয়নাল আবেদীনকে লইয়া সহস্র মুখে বিজয়ঘোষণা করিয়া দীন মোহাম্মদী নিশান উড়াইয়া, বিজয়-ডঙ্কা বাজাইয়া সি□হদ্বার পার হইলেন।

যেখানে সমাজ, সেইখানেই দল। যেখানে লোকের বসতি, সেইখানেই গোলযোগ-সেইখানেই পক্ষাপক্ষ; সঙ্গে সঙ্গে হিংসা, শত্রুতা, মিত্রতা, আত্মীয়তা, বাধ্যবাধকতা। যেমন এক হস্তে তালি বাজিবার কথা নহে, তেমনই দলাদলি না থাকিলেও কথা জন্মিবার কথা নহে। কথা জন্মিলেই পরিচয়, স্বপক্ষ বিপক্ষ সহজেই নির্ণয়। সে সময় খুঁজিতে হয় না-কে কোন্ পথে, কে কোন্ দলে।
এজিদ্ দামেস্কের রাজা। প্রজা মাত্রই যে মহারাজগত প্রাণ-অন্তরের সহিত রাজানুগত-সকলেই যে তাহার হিতকারী তাহা নহে, সকলেই যে তাহার দুঃখে দুঃখিত তাহা নহে। দামেস্ক-সিংহাসন পরপদে দলিত হইল ভাবিয়া সকলেই যে দুঃখিত হইয়াছে, সকলের হৃদয়েই যে আঘাত লাগিয়াছে, চক্ষের জল ফেলিয়াছে, তাহাও নহে। অনেক পূর্ব হইতেই হজরত মাবিয়ার পক্ষীয়, প্রভু হাসান-হোসেনের ভক্ত রহিয়াছে। আজ পরিচয়ের দিন, পরীক্ষার দিন। সহজে নির্বাচন করিবার এই উপযুক্ত সময় ও অবসর।

জয় ঘোষণা এবং বিজয়-বাজনার তুমুল রবে নগরবাসীরা ভয়ে অস্থির হইল। কেহ পলাইবার চেষ্টা করিল, পারিল না। কেহ যথাসর্বস্ব ছাড়িয়া জাতি-মান-প্রাণ বিনাশ ভয়ে, দীন দরিদ্রবেশে গৃহ হইতে বহির্গত হইল। কেহ ফকির-দরবেশ, কেহ বা সন্ন্যাসী রূপ ধারণ করিয়া জন্মভূমির মায়া পরিত্যাগ করিল। কেহ আনন্দ-বেগ সম্বরণে অপারগ হইয়া "জয় জয়নাল আবেদীন!" মুখে উচ্চারণ করিতে করিতে জাতীয় সম্ভাষণ, জাতীয়ভাব প্রকাশ করিয়া, গাজী রহমানের দলে মিশিয়া চিরশত্রু বিনাশের বিশেষ সুবিধা করিয়া লইল। কাহারো মনে দারুণ আঘাত লাগিল,-"জয় জয়নাল আবেদীন!" কথাগুলি বিশাল শেলসম অন্তরে বিঁধিয়া পড়□ল, কর্ণেও বাজিল। সাধ্য নাই, নগর রক্ষার কোন উপায় নাই; রাজ-বলের কোন লক্ষণই নাই। আর উপায় কি? পলাইয়া প্রাণরক্ষা করাই কর্তব্য; যথাসাধ্য পলায়নের উপায় দেখিতে লাগিল। যাহারা জয়নাল আবেদীনের দলে মিশিল না, কাফের-বধে অগ্রসর হইল না, পলাইবারও উপায় পাইল না, তাহাদের ভাগ্য□ যাহা হইবার হইতে লাগিল। বিপক্ষদলের জাতক্রোধে এবং সৈন্যদলের আন্তরিক মহারোষে

অধিবাসীরা যন্ত্রণার একশেষ ভোগ করিতে লাগিল। সন্তানসন্ততি লইয়া ত্রস্তপদে যাহারা পলাইতে পারিয়াছিল, প্রকাশ্য পথ ছাড়িয়া গুপ্ত পথে, কোন গুপ্ত স্থানে লুকাইয়া আত্মগোপন করিয়াছিল, তাহারাই রক□ষা পাইল, তাহারাই বাঁচিল। বাড়ি-ঘরের মায়া ছাড়িতে জন্মের মত জন্মভূমি হইতে বিদায় লইতে যাহাদের একটু বিলম্ব হইল, তাহাদের প্রাণবায়ু মুহূর্তমধ্যে অনন্ত আকাশে-শূন্যে শূন্যে উড়িয়া গেল। কিন্তু জন্মভূমির মায়াবশে দেহ দামেস্কেই পড়িয়া রহিল। কার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া কে করে! কার কান্না কে কাঁদে! সুন্দর সুন্দর বাসভবন সকল ভূমিসা∏ হইতেছে, ধনরত্ন, গৃহসামগ্রী হস্তে হস্তে চক্ষের পলকে উড়িয়া যাইতেছে। কে কথা রাখে, আর কেই বা শুনে? কোথাও ধূ-ধূ করিয়া অগ্নি জ্বলিয়া উঠিতেছে, দেখিতে দেখিতে সজ্জিত গৃহ সকল জ্বলিয়া পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইতেছে। নগরময় হাহাকার! নগরময় অন্তর্ভেদী আর্তনাদ! আবার মধ্যে মধ্যে আনন্দধ্বনি, বিজয়ের উচ্চ-রব। আবার মাঝে মাঝে কান্নার রোল, আর্তনাদ, কোলাহল, হৃদয়বিদারক "মলেম গেলেম-প্রাণ যায়"-বিষাদের কষ্ট! উহু! এ কী ব্যাপার? ভীষণ কাণ্ড! পিতার সম্মুখে পুত্রের বধ! মাতার বক্ষের উপর কন্যার শিরচ্ছেদ! পত্নীর সম্মুখে পতির বক্ষে বর্শা প্রবেশ। পুত্রের সম্মুখে বৃদ্ধ মাতার মস্তক চূর্ণ! সুদীর্ঘ কৃষ্ণ কেশযুক্ত রমণী-শির, কৃষ্ণ, শুভ্র, লোহিত, ত্রিবিধ রঙ্গের আভা দেখাইয়া পিতার সম্মুখে ভ্রাতার সম্মুখে-স্বামীর সম্মুখে দেখিতে দেখিতে গড়াইয়া পড়িতেছে। কলিজা প□র হইয়া রক্তের ফোয়ারা ছুটিয়াছে। কী ভয়ানক ভীষণ ব্যাপার! কত নরনারী ধর্মরক্ষায় নিরাশ হইয়া পাতালস্পর্শী কূপে আত্মবিসর্জন করিতেছে। কেহ অস্ত্রের সহায়ে, কেহ অন্য উপায়ে যে প্রকারে যে সুবিধা পাইতেছে, অত্যাচারের ভয়ে আত্মঘাতিনী হইয়া, পাপীর মস্তকে পাপভার অধিকতররূপে চাপাইতেছে। মরিবার সময় বলিয়া যাইতেছে, "রাজার দোষে রাজ্যনাশ, প্রজার বিনাশ! ফল হাতে হাতে। প্রতিকার কাহার না আছে? রে এজিদ্! রে জয়নাব!!"

সৈন্যদল নগরের যে পথে যাইতেছে, সেই পথেই এইরূপ জ্বলন্ত আগুন জ্বালাইয়া পাষাণহৃদয়ের পরিচয় দিয়া যাইতেছে! দয়ার ভাগ যেন জগ∏ হইতে একেব□রে উঠিয়া গিয়াছে। মায়া-মমতা যেন দুনিয়া হইতে জন্মের মত সরিয়া পড়িয়াছে।

কিন্তু এত করিয়াও হানিফার সৈন্যদিগের হিংসার নিবৃত্তি হইতেছে না। এত অত্যাচার, এত রক্তধারেও সে বিষম-তৃষ্ণা নিবারণ হইতেছে না। এত করিয়াও শত্রু-বধ-আকাঙ্ক্ষা মিটিতেছে না! মদিনার বীরগণ করুণস্বর□ বলিতেছে-"আম্বাজী সৈন্যগণ! গঞ্জামের ভ্রাতৃগণ! তোমরা মনে মনে ভাবিতেছ যে, আমরা সময় পাইয়া শত্রুর প্রতি অন্যায়-অত্যাচার করিতেছি। ভাই ভাবিয়া দেখিবে-একটু চিন্তা করিয়া দেখিবে-তাহা নহে। এজিদ্ মদিনাবাসীদিগের প্রতি যেরূপ অত্যাচার যেরূপ ব্যবহার করিয়াছে, তাহার প্রতিশ□ধ এখনো হয় নাই। অস্ত্রের আঘাতে কতদিন শরীরে বেদনা থাকে? ভ্রাতৃগণ! এরূপ অনেক আঘাত হৃদয়ে লাগিয়াছে যে সে বেদনা দেহ থাকিতে উপশম

হইবে না, প্রাণান্ত হইলেও প্রাণ হইতে সে নিদারুণ আঘাতের চিহ্ন সরিয়া যাইবে কি না জানি না। আপনারা চক্ষে দেখেন নাই, বোধ হয় বিশেষ করিয়া শুন□তেও অবসরপ্রাপ্ত হন নাই। একবিন্দু জলের জন্য কত বীর বিঘোরে কাফেরের হস্তে প্রাণ হারাইয়াছে। কত সতী পুত্রধনে, স্বামীরত্নে বঞ্চিত হইয়া নীরস কণ্ঠে আত্মবিসর্জন করিয়াছে, খঞ্জরের সহায়ে সে জ্বালা যন্ত্রণা নিবারণ করিয়াছে। কত বালকের কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া "জল জল" রব করিতে কর□তে কণ্ঠরোধ এবং বাক্রোধ হইয়াছে, আভাসে, ইঙ্গিতে জলের কথা মনের সহিত প্রকাশ করিয়া, জগ∏ কান্দাইয়া জগ∏ ছাড়িয়া গিয়াছে। ভ্রাতৃগণ! আর কত শুনিবে? আমাদের প্রতি লোমকূপে, প্রতি রক্তবিন্দুতে এজিদের অত্যাচার-কাহিনী জাগিতেছে। মদিনার সিংহাসনের দুর্দশা, রাজপরিবারের বন্দিদশ□, তাঁহাদের প্রতি অত্যাচার, অবিচারের কথা শুনিয়া আমরা বুদ্ধিহারা হইয়াছি; আজরাইল (স্বর্গীয় দূতের নাম। যিনি জীবনের প্রাণ হরণ করিয়া লইয়া যান, তাঁহারই নাম আজরাইল।) সম্মুখে বক্ষ পাতিয়া দিয়াছি; মৃত্যুমুখে দণ্ডায়মান হইয়াছি।"

"ঈশ্বর মহান্, তাঁহার কার্যও মহ∏ । কোন্ স□ত্রে কোন্ সময়ে কাহার প্রতি তিনি কি ব্যবস্থা করেন, তাহা তিনিই জানেন। মদিনার বীরশ্রেষ্ঠ কাসেমের শোক কি আমরা ভুলিয়াছি? প্রভু হোসেনের কথা কি আমাদের মনে নাই! প্রভু-পরিবার এখনো বন্দিখানায়। নূরনবী মোহাম্মদের প্রাণতুল্য প্রিয় পরিজন এখনো এজিদের বন্দিখানায় কয়েদ-এ ক□ শুনিবার কথা! না-চক্ষে দেখিবার কথা। মার কাফের, জ্বালাও নগর-আসুন আমাদের সঙ্গে।"

এই সকল কথা কহিয়া নগরের পথে পথে, দলে দলে, মার মার শব্দে হানিফার সৈন্যগণ ছুটিল। গাজী রহমান, মস্হাব কাক্কা প্রভৃতি জয়নাল আবেদীনকে লইয়া প্রকাশ্য রাজপথে চলিয়াছেন। রাজপুরী নিকটবর্তী, বন্দিগৃহ কিছুদূরে! গাজী রহমানের আজ্ঞায় গমনবেগ ক্ষান্ত হইল। সঙ্কেত-চিহ্ন সমুদয় সৈন্য দামেস্ক-রাজপথে, যে যে পদে, যে ভাবে দাঁড়াইয়াছিল, সে সে পদ সে স্থানেই রাখিল। কি সংবাদ? ব্যস্ত হইয়া সকলেই জয়নাল আবেদীনের চন্দ্রাতপোপরিস্থ পতাকা প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন। ক□নরূপ বিরূপ বা বিপর্যয় ভাব দেখিলেন না, জাতীয় নিশান হেলিয়া-দুলিয়া গৌরবের সহিত শূন্যে উড়িতেছে। জয়বাজনা সমভাবে বাজিতেছে। গাজী রহমান অশ্বপৃষ্ঠে থাকিয়াই মস্হাব কাক্কা, ওমর আলী এবং আক্কেল আলীর সহিত কথা কহিতেছেন। অশ্বসকল গ্রীবাবক্রে স্থিরভাবে দণ্ডায়মান-কিন্তু সময়□ সময়ে পুচ্ছগুচ্ছ হেলাইয়া ঘুরাইয়া কর্ণদ্বয় খাড়া করিয়া স্বাভাবিক চঞ্চলতা ও তেজ ভাবের পরিচয় দিতেছে।

গাজী রহমান বলিলেন, "রাজপুরী নিকটবর্তী, বাদশা নামদারের কোন সংবাদ পাইতেছি না।"

মস্‌হাব কাক্কা বলিলেন, "গুপ্তচর সন্ধানিগণ যুদ্ধক্ষেত্রেই আছে। এ পর্যন্ত সংবাদ নাই, এ কী কথা! কারণ কী?"

"যুদ্ধাবসানে, কি বিজয়ের শেষ মুহূর্তে, আপন সৈন্যসামন্ত, ভারবাহী, সংবাদবাহী, প্রধান প্রধান যোধ এবং সেনানায়কগণের প্রতি বিশেষ মনোযোগ রাখিতে হয়। বিজয় আনন্দে কে-কোথায়-কাহার পশ্চাতে মার মার শব্দে মাতোয়ারা হইয়া ছুটিতে থাকে, কিছুই জ্ঞান থাকে না। সে সময় বড়ই সতর্ক ও সাবধান হইয়া চলিতে হয়। আপন দলবল ছাড়িয়া কে-কাহার পশ্চা▯ কতদূর তাড়াইয়া যায়, সে জ্ঞান প্রায় কাহারো থাকে না। এই অবস্থায় যুদ্ধ-জয়ের পরেও অনেক জেতা সামান্য হস্তে প্রাণ হারাইয়াছে। ইহার বহুতর দৃষ্টান্ত আছে। পলায়িত শত্রুগণ ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া কে-কোথায় লুকাইয়া থাকে; কে বলিতে পারে? এজিদের সৈন্য বলিতে একটি প্রাণীও আর যুদ্ধক্ষেত্রে নাই। তবে মোহাম্মদ হানিফা কোথায় রহিলেন? এজিদের কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই। বিপক্ষ দলের কোন সংবাদ এ পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই। তবে এটা নিশ্চয় কথা যে, বিপক্ষদলের সংবাদ শূন্য। মোহাম্মদ হানিফা কোথায়, আমার সেই চিন্তাই এইক্ষণ অধিকতর হইল। অশ্বারোহী সন্ধানী পাঠাইলে এখনই সংবাদ আনিবে। আমরা রাজপুরী পর্যন্ত যাইতে যাইতে যুদ্ধ স্থানের সংবাদ অবশ্যই পাইব-আশা করি।"

আদেশমাত্র সন্ধানী দূতের অশ্ব ছুটিল। শুভ্র-নিশানের অগ্রভাগ আরোহীর মস্তকোপরি বায়ুর সহিত ক্রীড়া করিতে লাগিল।

গাজী রহমান পুনরায় মস্‌হাব কাক্কাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "নগরে প্রবেশ সময় পৃথক্ পৃথক্ পথে সৈন্যদলকে প্রবেশ করিতে অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। যে দিক হইতে যে দল রাজভবন পর্যন্ত যাইবে, সে দিক রক্ষার ভার তাহাদের উপর থাকিবে। যে পর্যন্ত প▯রীমধ্যে দীন মোহাম্মদী নিশান উড়িতে না দেখিবে, জয়নাল আবেদীনের বিজয় ঘোষণা যতক্ষণ পর্যন্ত কর্ণে না শুনিবে, সে পর্যন্ত কোন দলই পুরীমধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না। মোহাম্মদ হানিফার সংবাদ না জানিয়া এজিদ্-পুরীতে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা হইতেছে না।"

"ভালই, সংবাদ না জানিয়া এজিদ্-পুরীতে যাইব না। ভাল কথা, এই অবসরে বন্দিগণকে উদ্ধার করিলে ক্ষতি কি?"

"না, না, তাহা হইতে পারে না। অগ্রে মহারাজের সংবাদ, তাহার পর পুরী-প্রবেশ। পুরী-প্রবেশ করিয়াই সর্বাগ্রে রাজসিংহাসনের মর্যাদা রক্ষা; পরে বন্দিমোচন।"

"তবে ক্রমে অগ্রসর হওয়া যাক। ঐ আমাদের সৈন্যগণের জয়ধ্বনি শুনা যাইতেছে। যাহারা ভিন্ন ভিন্ন পথে গিয়াছিল, তাহারা শীঘ্রই আমাদের সহিত একত্র মিশিবে।"

দ্বিতীয় প্রবাহ/ ২

আবার সঙ্কেতসূচক বাঁশি বাজিয়া উঠিল। মহারাজ জয়নাল আবেদীনের চন্দ্রাতপ-সংযুক্ত জাতীয় নিশান হেলিয়া-দুলিয়া চলিতে লাগিল। "জয়-মহারাজ জয়নাল আবেদীনের জয়!" সৈন্যগণের মুখে বারবার উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারিত হইতে লাগিল। রাজপথে অন্য লোকের গতিবিধি নাই। এজিদ্ পক্ষের জনপ্রাণীর নামমাত্র নগরে নাই। সুন্দর সুন্দর বাড়ি-ঘর সকল শূন্য হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে।

কিছু দূর যাইতেই দামেস্ক-রাজপুরীর সুরক্ষিত অত্যুচ্চ প্রবেশদ্বার সকলের নয়নগোচর হইল। এত স□ন্য, এত অশ্ব, এত উষ্ট্র, এত নিশান, এত ডঙ্কা, এত কাড়া রাজপথ জুড়িয়া হুলস্থূল ব্যাপারে যাইতেছে। ঐ সকল কোলাহল ভেদ করিয়া দ্রুতগতি অশ্ব সঞ্চালনের তড়াক তড়াক পদশব্দ সকলেরই কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। কিন্তু গাজী রহমানের আজ্ঞা ব্যতীত-বলিতে কী, একটা মক্ষিকা উড়িয়া বসিবার ক্ষমতা নাই। কার সাধ্য, স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া পশ্চা□ ফিরিয়া দেখে? কাহার সাধ্য, তাহার সন্ধান লয়?-কে সে লোক, পরিচয় জিজ্ঞাসা করে?

মনের কথা মন হইতে সরিতে-না-সরিতেই বাঁশির স্বরে কয়েকটি কথা কর্ণে প্রবেশ করিল- "আম্বাজী সংবাদবাহী যুদ্ধক্ষেত্র হইতে সংবাদ লইয়া আসিতেছে। রাস্তা পরিষ্কার।" দ্বিতীয়বার বাঁশি বাজিল, শব্দ হইল, "সাবধান!"

সকলেই সাবধান হইলেন। সংবাদবাহীর অশ্ব যেন বায়ুভরে উড়িয়া সকলের বামপার্শ্ব হইয়া, চক্ষের পলকে গাজী রহমানের নিকট চলিয়া গেল। গাজী রহমানের নিকটস্থ হইয়া অভিবাদনপূর্বক বলিতে লাগিল, "দামেস্কনগরের মধ্য হইতে রণক্ষেত্র পর্যন্ত জীবন্ত জীবের মুখ দেখিতে পাইলাম না। নগর-অভ্যন্তর পথ, রণক্ষেত্রে গমনের পথ এবং অন্য অন্য পথঘাট মৃতদেহে পরিপূর্ণ, গমনে মহাকষ্ট। ধরাশায়ী খণ্ডিত দেহ সকলের সে দৃশ্য দেখিতেও মহাকষ্ট। বহুকষ্টে রণক্ষেত্র পর্যন্ত যাইয়া দেখিলাম, সব শবাকার। খণ্ডিত নরদেহ এবং অশ্বদেহ সকল কতক অল্প রক্ত মাখা, কতক রক্তে প্লাবিত। দেখিলাম, মরুভূমিতে রক্তস্রোত প্রবাহিত। কী ভীষণ রণ! এজিদ্ শিবিরের ভস্মাবশেষ হইতে এখনো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অগ্নিশিখাসহ ধূমরাশি অনবরত গগনে উঠিতেছে। কিঞ্চি□ অগ্রসর হইয়াই দেখিলাম যে,

একজন ফকির রণক্ষেত্রের মধ্যে খণ্ডিত দেহসকলের নিকটে যাইয়া কি যে দেখিয়া দেখিয়া যাইতেছে, তাহার চলনভঙ্গি, অনুসন্ধানের ভাব দেখিয়া যথার্থ ফকির বলিয়া সন্দেহ হইল। ত্রস্তে ঘোড়া ছুটাইয়া ফকির বেশধারীর নিকট যাইয়াই দেখি যে, আমাদের গুপ্তচর ওসমান, গলায় তসবী, হাতে আশা, গায়ে সবুজ পিরহান। দেখা হইব□মাত্র পরিচয়, আদর আহ্লাদ, সম্ভাষণ। তাঁহারই মুখে শুনিলাম, "মহারাজাধিরাজ মোহাম্মদ হানিফা মদিনাধিপতির সহিত দামেস্ক নগরে প্রবেশ করেন নাই। ঘোর যুদ্ধ সময়েই তিনি এজিদের সন্ধান করেন। যুদ্ধজয়ের পরক্ষণেই এজিদ্ তাঁহার চক্ষে পড়ে। এজিদের চক্ষুও চঞ্চল, পশ্চা∏ চাহিতেই দেখে যে, সেই বিস্ফারিত চক্ষুদ্বয় হইতে ঘোর রক্তবর্ণের তেজ সহস্র শিখায় বহির্গত হইতেছে, ঘোড়াটিও রক্তমাথা হইয়া এক প্রকার নূতন বর্ণ ধারণ করিয়াছে, বাম হস্তে অশ্বের বল্গা, দক্ষিণ হস্তে বিদ্যু∏ আভা সংযুক্ত রক্তমাথা সুদীর্ঘ তরবারি, মুখে কই এজিদ্! কই এজিদ্! এজিদ্ আপন নাম শুনিয়া পশ্চা∏ ফিরিয়া দেখিয়াই বুঝিল, আর রক্ষা নাই, এক্ষণে পলায়নই শ্রেয়ঃ। যেই দেখা অমনই যুক্তি-পলায়নই শ্রেয়ঃ। অশ্বে কশাঘাত-অশ্ব ছুটিল। মহারাজও এজিদের পশ্চা∏ পশ্চা∏ সিংহবিক্রমে দুল্‌দুল্ ছুটাইলেন। দেখিতে দেখিতে দামেস্ক-প্রান্তর অতিক্রম করিয়া প্রান্তরের পশ□চিম দিকস্থ পর্বত শ্রেণীর নিকটস্থ হইলেন। পশ্চা∏ দিক হইতে তীর মারিলেই এজিদের জীবন লীলা ঐ স্থানেই শেষ হইত। মোহাম্মদ হানিফা একবার এজিদের এত নিকটবর্তী হইয়াছিলেন যে, অসির আঘাত করিলেই এজিদ্-শির তখনই ভূতলে লুণ্ঠিত হইত। পশ্চাদ্দিক হইতে কোন অস্ত্রাঘাত করিবেন না, সম□মুখ হইতে এজিদেক আক্রমণ করিবেন, এই আশাতেই বোধ হয় মহাবেগে ঘোড়া ছুটাইলেন। কিন্তু এজিদ্ও এমনভাবে অশ্ব চালাইয়াছিল যে, কিছুতেই মহারাজকে তাহার অগ্রে যাইতে দেয় নাই। দেখিতে দেখিতে আর দেখা গেল না। প্রথম অশ্ব অদর্শন, শেষে আরোহীদ্বয়ের মস্তক পর্যন্ত চক্ষের অগোচর। আর কোন সন্ধান নাই, সংবাদ নাই। কয়েকজন আম্বাজী অশ্বারোহী সৈন্য মহারাজের পশ্চা∏ পশ্চা∏ ছুটিয়াছিল কিন্তু তাহারা অনেক পশ্চা∏ পড়িয়া রহিল। এই শেষ সংবাদ।"

সংবাদবাহী অভিবাদন করিয়া বিদায় হইল। গাজী রহমান আর অপেক্ষা করিলেন না। রাজপুরী মধ্যে অগ্রে পদাতিক সৈন্য প্রবেশের অন□মতি করিলেন। তাহার পর অশ্বারোহী বীরগণ পুরীমধ্যে প্রবেশের অনুমতি পাইলেন। ত∏ পরে মহারথিগণ এজিদপুরীমধ্যে প্রবেশ করিতে অগ্রসর হইলেন। বীরদাপে জয় ঘোষণা করিতে করিতে সকলেই প্রবেশ করিলেন। সে বীরদাপে, জয় রবে রাজপ্রাসাদ কাঁপিতে লাগিল, সিংহাসন টলিল। সে রব দামেস্কের ঘর□ ঘরে প্রবেশ করিল।

গাজী রহমান, মস্‌হাব কাক্কা, ওমর আলী ও অন্যান্য রাজগণ মহারাজাধিরাজ জয়নাল আবেদীনকে ঘিরিয়া "বিসমিল্লাহ্" বলিয়া পুরীমধ্যে প্রবেশ করিলেন। পুরীমধ্যে একটি প্রাণীও

তাঁহাদের নয়নগোচর হইল না। সকলই রহিয়াছে, যেখানে যাহা প্রয়োজন, সকলই পড়িয়া রহিয়াছে, এখনই যেন পুরবাসীরা কোথায় চলিয়া গিয়াছে। প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলেন। সেখানেও ঐ ভাব, কেহই নাই। অস্ত্রধারী, অশ্বারোহী, পদাতিক প্রভৃতি যাহা কিছু নয়নগোচর হয়, সকলই তাঁহাদের। ক্রমে তৃতীয় প্রাঙ্গণে উপস্থিত। সেখানেও ঐ কথা। গৃহসামগ্রী যেখানে যেরূপ সাজান, ঠিক তাহাই আছে, কোনরূপ রূপান্তর হয় নাই। এখনই ছাড়িয়া-এখনই তাড়াতাড়ি ফেলিয়া যেন কোথায় চলিয়া গিয়াছে। এইরূপ প্রাসাদের পর প্রাসাদ, কক্ষান্তরে কক্ষ, শেষে অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। কী আশ্চর্য-সেখানেও সেই ভাব। সকলই আছে,-রাজপুরীমধ্যে যাহা যাহা প্রয়োজন, সকলই রহিয়াছে! কিন্তু তাঁহাদের আপন সৈন্য-সামন্ত ও তুরী-ভেরী নিশানধারিগণ ব্যতীত অন্য কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। কক্ষে কক্ষে সন্ধান করিয়াও জন প্রাণীরও দেখা পাইলেন না। ভাবে বোধ হইল, যেন কোন গুপ্ত স্থানে লুকাইয়া রহিয়াছে। কোথায় যে গুপ্ত স্থান? তাহার কোন সন্ধান করিতে পারিলেন না। জয়ের পর-যুদ্ধ জয়ের পর, বিপক্ষ রাজপুরী প্রবেশের পর,-রাজপ্রাসাদ অধিকারের পর যাহা হইয়া থাকে, তাহা হইতে আরম্ভ হইল। দুই হস্তে লুট। প্রথম সৈন্যগণের লুট, যে যাহা পাইল সে তাহা আপন অধিকারে আনিল। কত গুপ্ত গৃহের কপাট ভগ্ন হইতেছে; হীরা, মতি, মণি, কাঞ্চন, কত রাজবসন, কত মণিমুক্তাখচিত আভরণ, রাজ ব্যবহার্য দ্রব্য যাহার হস্তে যাহা পড়িতেছে লইতেছে। আর যাহা নিষ্প্রয়োজন মনে করিতেছে, ভাঙ্গিয়া ছারখার করিতেছে।

নবভূপতি মহারথিগণে বেষ্টিত হইয়া, ঈশ্বরের নাম করিতে করিতে রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হইয়া "আল্হাম্দুলিল্লাহ্" বলিয়া রাজসিংহাসনে উপবেশন করিলেন। বিজয় বাজনা বাজিতে লাগিল। রাজ-নিশান শতবার শির নামাইয়া দামেস্কাধিপতির বিজয় ঘোষণা করিল। অন্যান্য রাজগণ নতশিরে অভিবাদন করিয়া রাজসিংহাসনের মর্যাদা রক্ষা করিলেন, এবং রক্তমাখা শরীরে, রক্তমাখা তরবারি হস্তে যথোপযুক্ত আসনে, রাজ-আদেশে উপবেশন করিলেন। সৈন্যগণ নিষ্কোষিত অসি হস্তে নবভূপতির বিজয় ঘোষণা করিয়া নতশিরে অভিবাদন করিলেন।

গাজী রহমান রাজসিংহাসন চুম্বন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "ভিন্ন দেশীয় মহামাননীয় ভূপতিগণ! রাজন্যগণ! মাননীয় প্রধান প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষগণ! সৈন্যগণ! যুদ্ধ-সংস্রবী বীরগণ! এবং সভাস্থ বন্ধুগণ! দয়াময় ঈশ্বরের প্রসাদে এবং আপনাদের বলবিক্রমের সহায়ে ও সাহায্যে আজ জগতে অপূর্ব কীর্তি স্থাপিত হইল। ধর্মের জয়, অধর্মের ক্ষয়-তাহারও উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত জ্বলন্ত রেখায় ইতিহাসের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় অঙ্কিত রহিল। এই দামেস্ক-সিংহাসন আজ বক্ষ পাতিয়া যে ভূপতিকে উপবেশন স্থান দিয়াছে, ইহা এই নবভূপতিরই পৈতৃক আসন। যে কারণে এই আসন হজরত মাবিয়ার করতলস্থ হয়, তদ্বিবরণ এইক্ষণ উল্লেখ করা দ্বিরুক্তি মাত্র। বোধ হয়, আপনারা সকলেই

তাহা অবগত আছেন। মহাত্মা মাবিয়া যে যে কারণে এজিদের প্রতি নারাজ হইয়া যাঁহাদের রাজ্য তাঁহাদিগকে পুনরায় প্রতিদান করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন, যে কৌশলে এজিদ্ মহামান্য প্রভু হাসান-হোসেনকে বঞ্চনা করিয়া এই রাজ্য যেভাবে আপন অধীনে রাখিয়াছিলেন, সে বিষয় কাহারো অবিদিত নাই। ইমাম বংশ একেবারে ধ্বংস করিয়া নির্বিবাদে দামেস্ক এবং মদিনারাজ্য একচ্ছত্ররূপে ভোগ করিবার অভিলাষ করিয়া যে কৌশলে এজিদ্-প্রভু হাস□নের প্রাণ বিনাশ করিয়াছিল, যে কৌশলে ইমাম হোসেনকে নূরনবী মোহাম্মদের রওজা হইতে বাহির করিয়া কুফায় পাঠাইয়াছিল, তাহা সকলেই শুনিয়াছেন। মহাপ্রান্তর কারবালার ঘটনা যদিও আমরা চক্ষে দেখি নাই কিন্তু মদিনাবাসীদিগের মুখে যে প্রকার শুনিয়াছি তাহা আমার বলিবার শক্তি নাই। যাহা ঈশ্বরের অভিপ্রায় ছিল, হইয়াছে। তাহার পর যে যে ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহা আপনারা স্বচক্ষেই দেখিয়াছেন।

"যেদিন দামেস্ক-প্রান্তরে আমাদের শেষ আশা-মুসলমান জগতের শেষ আশা-ইমাম বংশের একমাত্র রত্ন, পবিত্র সৈয়দ-বংশের একমাত্র অমূল্যনিধি, এই নবীন মহারাজ জয়নাল আবেদীনকে এজিদ শূলে চড়াইয়া প্রাণবধের আজ্ঞা করিয়াছিল, সেদিন এজিদ প্রেরিত সন্ধিপ্রার্থী দূতবরকে যে-যে কথা বলিয়া যুদ্ধে ক্ষান্ত দিয়াছিলাম, মহাশক্তিসম্পন্ন ভগবান আজ আমাদিগকে সেই শুভদিনের মুখ দেখাইলেন, পূর্ব-প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিলেন। কিন্তু আশা মিটিল না, মনোবিকার মন হইতে একেবার□ বিদূরিত হইল না, সম্পূর্ণরূপে মনের আনন্দ অনুভব করিতে পারিলাম না। ঈশ্বরের লীলা কে বুঝিবে? সিংহাসনাধিকারের পূর্বে মহারাজ হানিফার তরবারি এজিদ রক্তে র িত হইতে দেখিলাম না। সে মহাপাপীর পাপময় শোণিতবিন্দু মোহাম্মদ হানিফার তরবারি বহিয়া দামেস্ক ধরায় নিপতিত হইতে চক্ষে দেখিলাম না। সে স্বেচ্ছাচারী পরশ্রীকাতর, দামেস্কের কলঙ্ক, মহাত্মা মাবিয়ার মনোবেদনাকারী এজিদ্-শির দামেস্ক প্রান্তরে লুণ্ঠিত হইতে দেখিলাম না। আক্ষেপ রহিয়া গেল। আরো আক্ষেপ এই যে, এই শুভ সময়ে রাজশ্রী মোহাম্মদ হানিফাকে রাজসিংহাসনের পার্শ্বে উপবিষ্ট দেখিলাম না। সময়ে সকলই হইল। কিন্তু সুখসময়ে উপস্থিত দুইটি অভাব রহিয়া গেল। না-জানি বিধাতা ইহার মধ্যে কী আশ্চর্য কৌশল করিয়াছেন! দয়াময় ভগবান কি কৌশল করিয়া কৌশলজাল বিস্তারে আম্বাজ অধিপতিকে কোথায় রাখিয়াছেন, তাহা তিনিই জানেন। যে পর্যন্ত সন্ধান পাইলাম, তাহাতে আশঙ্কার কথা কিছ□ই নাই। তবে সম্পূর্ণরূপে মনের আনন্দ অনুভব করিতে পারিলাম না। (আনন্দধ্বনি) অনেক শুনিলাম এ জীবনে, অনেক দেখিলাম। আশ্চর্য ঈশ্বর লীলা! ঈশ্বরভক্ত-ঈশ্বরপ্রেমিকদিগের সাংসারিক কার্য কখনোই সর্বাঙ্গীণ-সুন্দর হয় না। তাঁহারা আজীবন কষ্ট-কেশ-যন্ত্রণা ভোগ করিয়া গিয়াছেন। পরিবারগণকেও যে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে রাখিতে পারিয়াছেন, তাহাও দেখিলাম। অনেক অজ্ঞ লোক এই সকল ঘটনায় প্রকাশ্যে কিছু বলিতে না পারিলেও মনে মনে অবশ্যই বলিয়া থাকে যে, ভক্তপ্রেমিকের দশাই এইরূপ।

"পয়গম্বরগণ যে ঈশ্বরের এত ভালবাসা, এত প্রিয়-প্রিয়জন, তাঁহারাও সময় সময় মহাকষ্ট□ পতিত হইয়া মহাদুঃখ ভোগ করিয়াছেন। প্রিয় বন্ধুগণ! সম্ভ্রান্ত সভ্যগণ! আপনারা বিদিত আছেন,-হজরত নূহকে তুফানে, ইব্রাহিমকে আগুনে, মানবচক্ষে কতই-না কষ্ট পাইতে হইয়াছে!-আর দেখুন! হজরত সোলেমান রাজা ও পয়গম্বর।-রাজা কেমন?-সর্বপ্রাণীর উপর রাজত্ব, সর্বজীবের উপর আধিপত্য ও অধিকার। পরিবার-পরিজন ও সৈন্য-সামন্তসহ সুসজ্জিত সিংহাসন এই জগদ্ব্যাপী বায়ু,-মাথায় করিয়া শূন্যে শূন্যে বহিয়া লইয়া যাইত। সামান্য ইঙ্গিতে দেব-দৈত্য-দানব-পরী যেন সাগরে-জঙ্গলে-পর্বতে কোথায় কে লুকাইত, আর সহজে সন্ধান পাওয়া যাইত না। এমন যে দেব-দৈত্য-দানব-দলন নরকিন্নর পূজিত ভূপতি ও পয়গম্বর, তাঁহাকেও মহাবিপদে পতিত হইতে হইয়াছে। তাঁহার হস্তস্থিত মহাগৌরবান্বিত শক্তিশালী অঙ্গুরীয়ক হারাইয়া চল্লিশ দিবস কি কষ্টই না ভোগ করিয়াছিলেন। বিধির বিধানে এক ধীবরের নিকট মজুরিস্বরূপ দৈনিক দুইটি ম৺ স্যপ্রাপ্ত হইবেন-নিয়মে চাকরি স্বীকার কর□য়া উদরান্নের সংস্থান করিতে হইয়াছিল। চাকরি বাঁচাইতে ম৺ স্যের বোঝা মাথায় করিয়া বাজারে বিক্রয় করিতে হইয়াছিল। বাধ্য হইয়া দায়ে পড়িয়া ধীবরকন্যা বিবাহ করিতে পশ্চা৺ পদ হইতে কি অসম্মতি প্রকাশ করিতে সাধ্য হয় নাই-পারেন না। এত বড় মহাবীর হজরত মোহাম্মদের পিতৃব্য আমীর হামজা। কোরেশ বংশে কেন, সমগ্র আরব দেশে যাঁহার তুল্য বীর আর কেহ ছিল না, সেই মহাবীর হাম্জাকেও একটা সামান্য স্ত্রীলোকহস্তে প্রাণ দিতে হইয়াছিল। পয়গম্বরই হউন, আর মহাবীর গাজীই হউন, উচ্চ মস্তকে, উচ্চগৌরবে নিষ্কলঙ্কে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন শুভ্রবসনে এই মায়াময় কুহকিনী ধরণী পৃষ্ঠ হইতে সরিয়া যাইতে কেহই পারে না-ইহাতে মহারাজ হানিফা আমাদের আত্মাজ অধীশ্বর যে অক্ষতশরীরে নিষ্কলঙ্কভাবে সর্বদিকে সুবাতাস বহাইয়া বিজয়নিশান উড়াইয়া বিজয়ডঙ্কা বাজাইয়া জগতে অক্ষুণ্ণ কীর্তিস্তম্ভ স্থাপন করিয়া সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে যাইবেন ইহা কখনোই বিশ্বাস হয় না! মহাকৌশলে অদ্বিতীয় ঈশ্বরের এ লীলার অর্থ কে বুঝিবে? এ গুপ্ত রহস্যভেদ কে করিবে? ধার্মিক এবং ঈশ্বর-প্রেমিক জীবনই কী এত কন্টকময়-সে জীবনের কী এত বিপদ,-এত যন্ত্রণা! অপ্রেমিক অধার্মিক এ জগতে এক প্রকার সুখী। অনেক কার্য সুন্দর মত সর্বাঙ্গীণসুন্দরের সহিত সম্পন্ন করিয়□ লয়।

"ঈশ্বর-প্রেমিকগণ এবং তাঁহাদের পরিবারগণ কি প্রকারে সংসারচক্রের আবর্তে পড়িয়া এত কেশ, এত দুঃখ ভোগ করেন, কারণ হয়ত অনেকেই অনুসন্ধান করেন নাই। বুঝিলে এ প্রশ্নের উত্তর বোধ হয় অতি সহজে মীমাংসা হয়। প্রেমিকের প্রেম পরীক্ষাই ইহার মূলতত্ব এবং তাহাই উদ্দেশ্য। দৈহিক কষ্ট জগতে কিছুই নহে। আত্মার বল এবং পরকালের সুখই যথার্থ সুখ। অনন্তধামের অনন্ত সুখভোগই যথার্থ সুখ-সম্ভোগ!

"দামেস্কনগরের মাননীয় বন্ধুগণ! আপনারা পূর্ব হইতেই ইমাম-বংশের প্রতি মনে মনে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিয়া আসিতেছেন, তাহার প্রমাণ ইতিপূর্বে আমাদের এই নবীন ভ□পতির কারাগার অবস্থায় খো_ বা পাঠ সময়ে ঘটনার কথায় শুনিয়াছি। ভাগ্যক্রমে অদ্য স্বচক্ষেই দেখিতেছি। ঈশ্বর ইঁহাদের মঙ্গল করুন। রাজানুগ্রহ চিরকাল ইঁহাদের প্রতি সমভাবে থাকুক। ইহাই সেই সর্বাধীশ্বরের নিকট কায়মনে প্রার্থনা করি।"

দামেস্ক-নগরস্থ ইমামভক্ত দলপতিগণের মধ্য হইতে মহাসম্ভ্রান্ত এবং মাননীয় কোন মহোদয় দণ্ডায়মান হইয়া বলিতে লাগিলেন, "আমরা চিরকালই হজরত নূরনবী মোহাম্মদের আজ্ঞাবহ দাসানুদাস, মহাবীর হজরত মুরতজা আলীর চিরভক্ত। মধ্যে কয়েক দিন মহামহিম হজরত মাবিয়ার আনুগত্য স্বীকার করিয়া নিশ্চিন্তভাবে ধর্ম কর্ম রক্ষা করিয়া সংস□র যাত্রা নির্বাহ করিয়াছি। হজরত মাবিয়ার পীড়ার সময় হইতেই আমাদের দুর্দশার সূচনা আরম্ভ হইয়াছিল। তাহার পর মন্ত্রিপ্রবর হামানের অপদস্থ হওয়ায় এবং এজিদ্ দরবারে বৃদ্ধ মন্ত্রীর বয়স-দোষে বুদ্ধি-বিবেচনায় ভ্রম জন্মিয়াছে, মারওয়ানের বিবেচনায় এই কথা সাব্যস্ত হওয়ার পর হইত□ই আমাদের দুর্দশার-পথ সহজেই পরিষ্কার হইয়াছে। আর কোথায় যাই, এই প্রকার জীবন্মৃতপ্রায় হইয়া দামেস্কে বাস করিতেছিলাম। এইক্ষণে দয়াময় জগদীশ্বর, যাঁহাদের রাজ্য, তাঁহাদের হস্তেই পুনঃ অর্পণ করিলেন; আমাদের জ্বালা, যন্ত্রণা, দুঃখ সকলই ইহকাল পরকাল হইতে উপশম হইল। আমরা দ□ই হস্ত তুলিয়া সর্বশক্তিমান ভগবান সমীপে প্রার্থনা করিতেছি যে, মহারাজাধিরাজ জয়নাল আবেদীনের রাজমুকুট চিরকাল অক্ষুণ্ণভাবে পবিত্র শিরে শোভা করুক। আমরাও মনের সহিত রাজসেবা করি, পুণ্যভূমি মদিনার অধীনস্থ হইয়া চিরকাল গৌরবের সহিত সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতে থাকি। মদিনার অধীনতা স্বীকার করিতে কাহার না ইচ্ছা হয়? আমরা সর্বান্তঃকরণে মহারাজ জয়নাল আবেদীনের মঙ্গল কামনা করি। আজ মনের আনন্দে নবীন মহারাজের বিজয় ঘোষণা করিয়া মনের আবেগ দূর হইল। শান্তি-সুখে সুখী হইয়া ভাগ্যবান হইলাম।"

বক্তার কথা শেষ হইতে-না-হইতেই শাহী দরবার হইতে সহস্রমুখে "জয় জয়নাল আবেদীন" রব উচ্চারিত হইয়া প্রবাহিত বায়ুর সহিত প্রতিযোগিতায় প্রতিধ্বনি হইতে লাগিল, "জয় জয়নাল আবেদীন!" সকলেই নতশিরে নবীন মহারাজের সিংহাসন চুম্বন করিলেন এবং যথোপযুক্ত উপঢৌকনাদি রাজগোচর করিয়া অধীনতা স্বীকার করিলেন। ইহকাল এবং পরকালের আশ্রয়দাতা, রক্ষাকর্তা বলিয়া শত শত বার সিংহাসন চুম্বন করিলেন। সে সময় সাদিয়ানা বাদ্য বাদিত না হইয়া রণবাদ্যই বাজিতে লাগিল। কারণ এজিদের কোন সংবাদ নাই, এজিদ্-বধের কোন সমাচারপ্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। দরবার বরখাস্ত হইল। মহারাজ জয়নাল আবেদীন, গাজী রহমানের

মন্ত্রণায়, জননী, ভগ্নী এব অন্যান্য পরিজনকে বন্দিগৃহ হইতে রাজপুরী মধ্যে আনয়ন করিতে ওমর আলী ও আক্কেল আলী সহ রাজপ্রাসাদ হইতে বন্দিগৃহে যাত্রা করিলেন। অন্যান্য রাজগণ কিঞ্চি বিশ্রাম সুখ প্রয়াসী হইয়া বিশ্রাম-ভবনে গমন করিলেন। দ্বারে দ্বারে প্রহরী খাড়া হইল। সৈন্যাধ্যক্ষগণ, সৈন্যগণ, দামেস্ক সৈন্যনিবাসে যাইয়া, সজ্জিত কক্ষ সকল নির্দিষ্টরূপে গ্রহণ করিয়া বিশ্রাম-সুখ অনুভব করিতে লাগিলেন।

তৃতীয় প্রবাহ

দয়াময় ভগবান! তোমার কৌশল-প্রবাহ কখন কোন পথের কত ধারে যে অবিরত ছুটিতেছে, কৃপাবারি কখন কাহার প্রতি কত প্রকারে কত আকারে যে ঝরিতেছে তাহা নির্ণয় করিয়া বুঝিবার সাধ্য জগতে কাহারো নাই। সে লীলা-খেলার যথার্থ মর্ম কলমের মুখে আনিয়া সকলকে বুঝাইয়া দিবার ক্ষমতাও কোন কবির কল্পনায় নাই। কাল জয়নাল আবেদীন দামেস্ক কারাগারে এজিদহস্তে বন্দি, প্রাণভয়ে আকুল; আজ সেই দামেস্ক-সিংহাসন তাঁহার বসিবার আসন, রাজ্যে পূর্ণ অধিকার, রাজপুরী পদতলে, লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি প্রাণ তাঁহার করমুষ্টিতে। কাল বন্দিবেশে বন্দিগৃহ হইতে পলায়ন, শূলে প্রাণবধের ঘোষণা শুনিয়া পর্বত-গুহায় আত্মগোপন, নিশীথ সময়ে স্বজন-হস্তে পুনরায় বন্দি, চির শত্রু মারওয়ান সহ একত্র এক সময় বন্দি; আর হামান জীবনের মত বন্ধন-দশা হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে, আর জয়নাল আবেদীনের শিরে রাজমুকুট শোভা পাইতেছে। ধন্য রে কৌশলী। ধন্য, ধন য তোমার মহিমা!

আবার এ কী দেখিতেছি! এখনই কী দেখিলাম, আবার এখনই-বা কী দেখিতেছি! এই কি সেই বন্দিগৃহ! যে বন্দিগৃহের কথা মনে পড়িলে অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠে, হৃদয়ের শোণিতাংশ জলে পরিণত হয়, এ কি সেই বন্দিগৃহ! যে সূর্যাধিকারে একবার দেখিয়াছি, এখনো সে অধিকার বিলুপ্ত হয় নাই, এখনো সে লোহিত সাজে সাজিয়া পররাজ্যে দেখা দিতে জগ -চক্রে চক্ষুর অন্তরাল হয় নাই, ইহারই মধ্যে এই দশা! এত পরিবর্তন! কই, সে যমদূত-সদৃশ প্রহরী কই? সে নির্দয় নিষ্ঠুরেরাই বা কোথায়? শাস্তির উপকরণ লৌহশলাকা, জিঞ্জির, কটাহ, মুষল, সকলই পড়িয়া আছে। জীবন্ত জীব কোথায়? কই, কাহাকেও তো দেখিতেছি না? কেবল দেখিতেছি-জীবন-শূন্য দেহ আর চর্ম-শূন্য মানব শরীর!

কেন নাই? এদিকে একটি প্রাণীও নাই। যেদিকে থাকিবার সেদিকে আছে। প্রভু হোসেন পরিবার যেদিকে বন্দি, সেদিকের কোন পরিবর্তন হয় নাই। সেই কণ্ঠনিনাদ, সেই স্ত্রীকণ্ঠে আর্তবিলাপ, সেই মর্ম□ন্তিক বেদনাযুক্ত গত কথা, কিন্তু ভাব ভিন্ন, অর্থ ভিন্ন, কণ্ঠ ভিন্ন।-

হায়! কোথায় আমি-জয়নাব। সামান্য ব্যবসায়ী দীনহীন দরিদ্রের কুলবধূ। দৈহিক শ্রমোপার্জিত সামান্য অর্থাকাঙ্ক্ষীর সহধর্মিণী, রাজাচার, রাজব্যবহার-রাজপরিবারগণের অতি উচ্চ সুখ-সম্ভোগের সহিত আমার সম্বন্ধ কি? আমি রাজ অন্তঃপুরে কেন? মদিনার পবিত্র রাজপুরী মধ্যে জয়নাবের বাস অতি আশ্চর্য! দামেস্কের রাজকারাগারে বন্দিনী, সে আরো আশ্চর্য। আমার সহিত এ কারাগৃহের সম্বন্ধ কি? হায়! আমার নিজ জীবনের আদি অন্ত ঘটনা মনোযোগের সহিত ভাবিয়া দেখিলে প্রত্যক্ষ প্রমাণের সহিত সপ্রমাণ হইবে, এই হতভাগিনীই বিষাদ-সিন্ধুর মূল। জয়নাবই এই মহাপ্রলয় কাণ্ডের মূল কারণ। হায়! হায়! আমার জন্যই নূরনবী মোহাম্মদের পরিবার-পরিজন প্রতি এই সাংঘাতিক অত্যাচার! হায় রে! আমার স্থান কোথা? আমি পাপীয়সী! আমি রাক্ষসী! আমার জন্য 'হাবিয়া' নরকদ্বার উদ্ঘাটিত রহিয়াছে। কী পরিতাপ! আমারই জন্য জায়েদার কোমলান্তরে হিংসার সূচনা। এ হতভাগিনীর রূপ গুণেই জায়েদার মনের আগুন দ্বিগুণ ত্রিগুণ পঞ্চগুণে বৃদ্ধি। অবলা প্রাণে কত সহিবে? পতিপ্রাণা ললনা আর কত সহ্য করিবে? সপত্নীবাদে মনের আগুন নির্বাণ হয়? সপত্নী ছাড়িয়া শেষে স্বামীকেই আক্রমণ করে। মন যাহা চায় নিয়তির বিধান থাকিলে তাহা পাইতে কতক্ষণ! খুঁজিলেই পাওয়া যায়। মায়মুনার মনোসাধ পূর্ণ করিতে জায়েদার প্রয়োজন। জায়েদার মনোসাধ পূর্ণ করিতে মায়মুনার আবশ্যক। সময়ে উভয়ের মিলন হইল, সোনায় সোহাগা মিশিল। শেষে নারী-হস্তে উহু! মুখে আনিতেও হৃদয় ফাটিয়া যায়। বিষ-মহাবিষ। (নীরব)।

কর্ণে শুনিতেছেন, নগরের জনকোলাহল, সৈন্যগণের ভৈরব নিনাদ-কাড়া-নাকাড়া দামামার বিঘোর রোল। মধ্যে মধ্যে জয় উল্লাস সহিত জয়নাল আবেদীনের নাম। মৃদুমৃদু স্বরে বলিতে লাগিলেন,-এ কী! আজি আবার এ কি শুনি! এত জনকোলাহল কিসের জন্য? অনেকক্ষণ স্থিরকর্ণে স্থির মনে রহিলেন, কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। অন্যদিকে চাহিয়া দেখিলেন, বন্দিগৃহের দ্বারে দ্বারে যেখানে রক্ষিগণ পাহারা দিতেছিল, সেখানে কেহই নাই।-সমুদয় দ্বার উন্মুক্ত। দক্ষিণে চাহিয়া দেখিলেন, বিবি সালেমা, স□হারবানু, হাসনেবানু ম্লান বদনে নীরবে বসিয়া রহিয়াছেন। ক্ষণে ক্ষণে সাহারবানু কাতরকণ্ঠে বলিতেছেন, "ওরে বাপ্। বাবা জয়নাল! তুই কোথা গেলি বাপ্? তুই আমার কোলে আয় বাপ্!"-জয়নাল যে স্থানে বসিয়াছিলেন সেই স্থানেই রহিলেন এবং পূর্ব কথা বলিতে লাগিলেন।

উহু! বিষ!-জায়েদার হস্তে বিষ!! যদি জয়নাব হতভাগিনী হাসানের দাসীশ্রেণী মধ্যে পরিগণিতা না হইত, যদি রূপ-গুণ না থাকিত, যদি স্বামীসোহাগিনী না হইত, তাহা হইলে জায়েদার হস্তে কখনোই বিষ উঠিত না। মায়মুনার কথা কখনোই শুনিত না।-এই হতভাগিনীর জন্যই বিষ! এজিদ্ মুখে শুনিয়াছি, সৈন্য সামন্ত লইয়া মৃগয়া যাইতে গবাক্ষ-দ্বারে আমাকে দেখিয়াছিল। কত চক্ষু এজিদ্কে দেখিতে আগ্রহ প্রকাশ করিল, আমি নাকি ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া গবাক্ষ-দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়াছিলাম। আমার তো কিছুই মনে হয় না, পাপিষ্ঠ আরো বলিল, সে দিন আমার মস্তকোপরি চিকুর সংলগ্ন মুক্তার জালি ছিল। কর্ণে কর্ণ□ভরণ দুলিতেছিল। ছি ছি! কেন গবাক্ষ-দ্বার খুলিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম, সেই কুলক্ষণ গবাক্ষ-দ্বারে অবস্থানই আমার কাল হইয়াছিল। এই মহা দুর্ঘটনার প্রধান কারণই গবাক্ষ-দ্বারে অবস্থান। বিনা এখন বুঝিলাম, সেই সাহিনামার মর্ম। এখন বুঝিলাম, রাজপ্রাসাদে আবদুল জাব্বারের আহ্বান। এখন বুঝিলাম সামান্য দরিদ্র গৃহে রাজ কাসেদের নামা লইয়া গমন, আবদুল জাব্বারের নিমন্ত্রণের মন্ত্রণা সকলই চাতুরী। এরূপ আহ্বান আদর সমাদর নামা প্রেরণ সকলই আমার জন্য। এজিদের চাতুরী আবদুল জাব্বার কি বুঝিবে? রাজজামাতা হইয়া আশার অতিরিক্ত সুখভোগ করিবে, সামান্য ব্যবসায়ী সামান্য অর্থের জন্য যে লালায়িত সেই রাজকুমারী সালেহাকে লাভ করিয়া জীয়ন্তে স্বর্গসুখ ভোগ করিবে, নরলোকে বাস করিয়া স্বর্গীয় অপ্সরার সহিত মিলিত হইয়া পরমাত্মাকে শীতল করিয়া সুখী হইবে। সেই আশাতেই আমাকে বিনা অপরাধে পরিত্যাগ করিল। কী নিষ্ঠুর। কী নির্দয়! কী কপট! সেই শাহিনামা প্রাপ্তির পূর্বক্ষণ, আমার দুঃখ দেখিয়া কত আক্ষেপ, কত মনোবেদনা প্রকাশ,-কী কপট! রন্ধনশালাকার্যে অগ্নির উত্তাপে মুখে ঘর্ম-বিন্দু মুক্তা বিন্দু আকারে ফুটিয়াছিল। ছাই কয়লার কালি বস্ত্রে হস্তে লাগিয়াছিল। সম্মুখে দর্পণ ধরিয়া দর্পণে আমার ছায়া আমাকে দেখান হইল, টাকা থাকিলে কি এত দুঃখ তোমার হয়? আমার প্রাণে কি ইহা সহ্য হয়! কত প্রকার আক্ষেপ করিয়াছিল, তাহার প্রত্যক্ষ ফল হাতে হাতে দেখাইল। সেই দিনই দামেস্কে যাত্রা।-রাজপ্রাসাদে সাদরে গৃহীত। যেমনি প্রস্তাব অমনি অনুমোদন।-আমাকে পরিত্যাগ। ধন্য বিবি সালেহা! স্পষ্ট উত্তর করিলেন-এক স্ত্রীর সহিত যখন এই ব্যবহার-অর্থলোভে চিরপ্রণয়ী প্রিয় পত্নীকে পরিত্যাগ। আর বিশ্বাস কি? বিবাহে অস্বীকার-যেমন কর্ম তেমনি ফল। এজিদেরই জয়! এজিদেরই মন-আশা পূর্ণ। কৌশলে জয়নাবকে হস্তগত করিবার উপায়পথ আবিষ্কার। আবদুল জাব্বারের হা-হুতাশ-পরিতাপ সার। রাজপুরী হইতে গুপ্তভাবে বহির্গত-জনতার মধ্যে আত্মগোপন। সংসারে ঘৃণা, পরিণামে ফকিরী গ্রহণ। সকলই সেই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা! আমার অদৃষ্টে যাহা লেখা ছিল তাহা হইয়া গেল। বিধবা হইলাম। পূর্ণ বয়সে স্বামী সুখে বঞ্চিত হইলাম। আর কোথায়? কোথায় যাইব। পিত্রালয়ে আসিলাম।

পাপাত্মা এজিদ্ মনোস□ধ পূর্ণ করিবার আশা পথ পরিষ্কার করিয়া অগ্র-পশ্চা∏ না ভাবিয়া তাহার নিজ মনের ভাব ও গতি অনুসারে কাসেদ পাঠাইবার স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছিল। স্ত্রীলোক যাহা চায় তাহাই আমার আছে। ধনরত্ন অলঙ্কারের তো অভাব নাই। তাহার উপর দামেস্করাজ্যের পাটরাণী। প্রভু হাসানের প্রস্তাব শুনিয়া এজিদের ধনরত্ন পদমর্যাদা দামেস্কের সিংহাসন এই পায়ে দূরে নিক্ষেপ করিয়া মোস্লেমের শেষ প্রস্তাবেই স্বীকৃত হইলাম, পরিণয়-গ্রন্থি ছিন্ন হওয়ার পর আর সংসারে মন লিপ্ত হইল না। পরকালের উদ্ধার চিন্তাই বেশি হইয়াছিল। জগ∏ কিছু নয়-সকলই অসার। ধনজন-স্বামী-পুত্র-মাতা-প□তা কেউ কাহার নয়, যা কিছু সত্য, সম্পূর্ণ সত্য সেই সৃষ্টিকর্তা বিধাতা। পরকালে মুক্তি হইবে, সেই আশাতেই প্রভু হাসানের মুখ পানেই চাহিলাম। কিন্তু বড় কঠিন প্রশ্নে পড়িলাম! একদিকে ধর্ম ও পরকাল অন্যদিকে জগতের অসীম সুখ,-অনেক চিন্তার পর প্রথম সঙ্কল্পের দিকেই মন টানিল। মহারাণী হইতে ইচ্ছা হইল না। সময় কাটিয়া গেল, বৈধব্যব্রত সাঙ্গ হইল। সময়ে প্রভু হাসানের দর্শন লাভ হইল। ঈশ্বরকৃপায় সে সুকোমল পদসেবা করিবার অধিকারিণী হইলাম। প্রভু ধর্মশাস্ত্রমতে আমার পাণিগ্রহণ করিলেন। আবার সংসারী হইলাম। প্রভু হাসান অতি সমাদরে মদিনায় লইয়া নিজ অন্তঃপুরে আশ্রয় দিলেন। নূতন সংসারে অনেক নূতন দেখিলাম। পবিত্র অন্তঃপুরে পবিত্রতা, ধর্মচর্চা, ধর্মমতে অনুষ্ঠান, ধর্মক্রিয়া অনেক দেখিলাম; অনেক শিখিলাম। মুক্তিক্ষেত্রে আশালতার অঙ্কুরিত ভাব দেখিয়া মনে কথঞ্চি∏ শান্তিলাভ হইল। কিন্তু সংসারচক্রের আবর্তে পড়িয়া-সপত্নী মনোবাদ হিংসা আগুনে জ্বলিয়া-পুড়িয়া খাক হইতে হইল। তাহাতেই বুঝিলাম, জগতে সুখ কোথাও নাই। দৈহিক জীবনে মনের সুখ কোন স্থানেই নাই। রাজা প্রজা ধনী নির্ধন দুঃখী ভিখারী মহামানী মহামহিমা বীরকেশরী আন্তরিক সুখ সম্বন্ধে সকলেই সমান-রাজরাণী ভিখারিণী ধনীর সহধর্মিণী দুঃখিনীর নন্দিনী সকলেরই মনের সুখ সমতুল্য।-প্রাণে আঘাত লাগিলে মুখ বন্ধ থাকে না। পবিত্র পুরীমধ্যে থাকিয়া এই হতভাগিনী-সপত্নীবাদেই সমধিক মনোবেদনা ভোগ করিয়াছে। সপত্নীসহ একত্রে বাস, এক প্রকার জীয়ন্তে নরক ভোগ। আমি কিন্তু প্রকাশ্যে ছিলাম ভাল। কারণ যেখানে প্রভুর আদর,-সেখানে অন্যের আদরের দুঃখ কি? সপত্নীবাদেও রহস্য আছে।-যেখানে সপত্নীবাদ সেইখানেই শুনা যায় স্বামী-চক্ষে কনিষ্ঠা স্ত্রীই আদরের ও পরম রূপবতী-পূর্বে জায়েদার ভাগ্যাকাশে যে যে প্রকারে স্বামী-ভালবাসার তারকারাজি ফুটিয়া চমকিয়াছিল,-আমার ভাগ্যবিমানেও তাহাই ঘটিল। আমিই যখন কনিষ্ঠা স্ত্রী, স্বামী-ভালবাসার আমিই সম্পূর্ণ অধিকারিণী। সাধারণ মতে আমিই স্বামীর হৃদয়-অন্তর-প্রাণ ষোল-আনা অধিকার করিয়া বসিয়াছি-এই কারণে আমি জায়েদার চক্ষের বিষ। এই কারণেই স্বামীবধে মহা বিষের আশ্রয়। এ কি বিষের কথাতেই এত কথা মনে হইল? প্রভু অন্তঃপুরে জায়েদার চক্ষের বিষ, জ্বলন্ত অঙ্গার হইয়াই বাস করিতে হইল। স্বামীর হাব-ভাব বিচার-ব্যবস্থায় তিন স্ত্রী মধ্যে প্রকাশ্যে ইতরবিশেষ কিছুই ছিল না। জায়েদার চক্ষে আমি যাহা-কিন্তু হাসনেবানুর

চক্ষে তাহার বিপরীত। স্বামীগত-প্রাণ স্বামীকে অকপটে হৃদয়ের সহিত ভালবাসেন। সেই ভালবাসা-স্বামীর গুপ্ত ভালবাসা আমাকে ভাবিয়া-ভালবাসার ভালবাসা জ্ঞানে আমাকেও হৃদয়ের সহিত ভালবাসিলেন। বিশ্বাস করিলেন-ভালবাসার কারণ আর আমার মনে হইল যে, সপত্নী জায়েদা তাঁহার অন্তরে যে প্রকার দুঃখ দিয়াছিল, আমা দ্বারা তাহার পরিমাণ অনুযায়ী পরিশোধ হইল ভাবিয়াও বোধ হয় আমি ভালবাসা পাইলাম। জায়েদাকে তিনি যে প্রকারে বিষনয়নে দেখিতেন, জায়েদা আমাকে সেই বিষনয়নে দেখিতে লাগিল। সুতরাং শত্রুর শত্রু মিত্র। ইহাতেই আমি হাসনেবানুর প্রিয়-সপত্নী। সপত্নী সম্পর্ক কিন্তু স্নেহে-আদরে-ভালবাসায় প্রিয়তমা সহোদরা। জ্যেষ্ঠা ভগিনী কনিষ্ঠাকে যে যে প্রকারের স□মিষ্ট বচনে উপদেশ আজ্ঞায় সতর্ক করেন, হাসনেবানু আমাকে সেই প্রকারে ভালবাসার সহিত নানা বিষয়ে সাবধান সতর্ক করিলেন। আমিও তাঁহাকে ভক্তির চক্ষে দেখিয়াছি, এপর্যন্ত দেখিতেছি। কোন সময়ে জায়েদা বিবির সহিত চোখে মুখে নজর পড়িলে সর্বনাশ, সে তীব্র চাহনীর ভাব যেন এখনো আমার চক্ষের উপর আঁকা রহিয়াছে বোধ হয়। পারেন তো চক্ষের তেজে আমাকে দগ্ধ করিয়া ছাই করেন, জীবন্ত গোরে পুতিতে পারিলেই যেন নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচেন। এমনি রোষ, এমনি হিংসার তেজ যে অমন সুন্দর মুখখানি আমার মুখের উপর নজর পড়িতেই যেন বিকৃত হইত, কে যেন এক পেয়ালা বিষ,-মুখের উপর ঢ□লিয়া দিত। কিছু দিন যায়, এক দিন অতি প্রত্যূষে মেঘের গুড় গুড় শব্দের ন্যায় ডঙ্কা, কাড়া-নাকাড়া ধ্বনি কানে আসিল। মনে আছে-খুব মনে আছে। প্রভাত হইতে না হইতেই মদিনাবাসীরা ঈশ্বরের নাম করিয়া বীরমদে মাতিয়া উঠিল; দেখিতে দেখিতে যুবা বৃদ্ধ সকলের শরীরেই চর্ম, বর্ম, তীর, তরবারি শোভা পাইতে লাগিল। রূপের আভা, অস্ত্রের আভা, সজ্জিত আভায়, সমুদিত দিনমণির অদ্বিতীয় উজ্জ্বলাভা সময়ে সময়ে যেন মলিন বোধ হইতে লাগিল।

প্রভুও সজ্জিত হইলেন। বীরসাজে সাজিলেন। সে সাজ আমার চক্ষে সেই প্রথম। এখনো যেন চক্ষের উপরে ঘুরিতেছে। দেখিলাম, প্রভুই সকলের নেতা; কিছুক্ষণ পরেই দেখি, বীরপ্রসবিনী মদিনার বীরাঙ্গনাগণ মুক্তকেশে অসিহস্তে দলে দলে প্রভুর নিকটে আসিয়া যুদ্ধে যাইতে ব্যগ্রতা প্রকাশ করিলেন। কাহার সহিত যুদ্ধ-কে সে লোক-যে কুলের কুলবধূরা পর্যন্ত অসিহস্তে সে মহাপাপীর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছে? শেষে শুনিলাম এজিদ□র আগমন, মদিনা আক্রমণের উপক্রম। ধন্য মদিনা! বিধর্মীর হস্ত হইতে ধর্ম রক্ষা, স্বাধীনতা রক্ষা, জাতীয় জীবন রক্ষা হেতু নারী-জীবনে রণ-বেশ, কোমল করে লৌহ অস্ত্র! হৃদয়ের সহিত তোমার নমস্কার করি।

প্রভু আমার রণ-রঙ্গিণীদিগকে ভগ্নী-সম্ভাষণে কত অনুনয় বিনয় করিয়া যুদ্ধ-গমনে ক্ষান্ত করিয়া স্বয়ং যুদ্ধে গমন করিলেন। ঈশ্বর-কৃপায় মদিনাবাসীর সাহায্যে যুদ্ধে জয়লাভ হইল। বিজয়ী বীরগণকে মদিনা ক্রোড় পাতিয়া ক্রোড়ে লইল। আমার ভাবনা, চিন্তা এজিদের ভয় হৃদয় হইতে

একেবারে সরিয়া গেল। এজিদের পক্ষ পরাস্ত, আনন্দের সীমা নাই! কিন্তু একটা কথা মনে হইল। এ যুদ্ধের কারণ কি? প্রকাশ্যে যাহাই থাকুক, লোকে যাহাই বলুক, রাজ্যলাভের সঙ্গে সঙ্গে জয়নাবলাভ-আশা যে এজিদের মনে না ছিল, তাহা নহে। ঈশ্বর রক্ষা করিলেন! কিন্তু জায়েদার চিন্তা, জয়নাবের সুখ-তরী বিষাদ-সিন্ধুতে বিসর্জন করা। সোনায় সোহাগা মিশিল। মায়মুনার ছলনায়, জায়েদা ইহকাল-পরকালের কথা ভুলিয়া, সপত্নীবাদে হিংসার বশবর্তিনী হইয়া স্বহস্তে স্বামীমুখে বিষ ঢালিয়া দিল। খর্জুর উপলক্ষ মাত্র। জায়েদার কার্য জায়েদা করিল কিন্তু ঈশ্বর রক্ষা করিলেন,-প্রাণ বাঁচিল, প্রভু রক্ষা পাইলেন। কিন্তু শত্রুর ক্রোধ দ্বিগুণ, চতুর্গুণ বাড়িয়া প্রাণবিনাশের নূতন চেষ্টা হইতে লাগিল। চক্রীর চক্র ভেদ করা কাহারো সাধ্য নহে। সেই মায়মুনার চক্রে, সেই জায়েদার প্রদত্ত বিষেই প্রভু আমার জগ□ কাঁদাইয়া জগতে চিরবিষাদ-বায়ু বহাইয়া স্বর্গধামে চলিয়া গেলেন। জয়নাবের কপাল!-পোড়া কপাল আবার পুড়িল। আবার বৈধব্যব্রত, সংসারসুখে জলাঞ্জলি!

হায়!-হায়!-পাপীয়সী জায়েদা আমাকে মহাবিষ না দিয়া প্রভু হাসানকে কেন বিষ দিয়া প্রাণসংহার করিল? আমার পরমায়ু শেষ করিয়া জগ□ হইতে দূর করিলে, আবার যে সেই হইত। আবার স্বামীর ভালবাসা নূতন করিয়া পাইত। তাহার মনের বিশ্বাসেই বলি,-হতভাগিনী জয়নাব জগ□ -চক্ষু হইতে চিরদিন□র মত সরিলে,-তাহার স্বামী আবার তাহারই হইত। স্বামীর ভালবাসা-ক্ষেত্র হইতে জয়নাব-কণ্টক দূর হইলে আবার-প্রণয়কুসুম শতদলে বিকশিত হইত। তাহা করিল না কেন? পাপীয়সী সে সুপ্রশস্ত সরল পথে পদবিক্ষেপ না করিয়া এ-পথে, স্বামী-সংহার পথে কেন হাঁটিল? মায়মুনার পরামর্শ আর হিংসার সহিত দুরাশার সমাবেশ।-একত্র সম্মিলন। ক্ষুদ্রবুদ্ধিমতী বাহ্যিক সুখপ্রিয় বিলাসিনী রমণীগণের আকাঙ্ক্ষা উত্তেজনা।-রত্ন অলঙ্কার মহামূল্য বসনের অকিঞ্চি□ কর আকর্ষণ। অতুল ধনসম্পত্তির অধিকারিণী,-শেষে পাটরাণী হইবার আশার কুহক। পাটেশ্বরী হইয়া দামেস্ক রাজসিংহাসনে এজিদের বামপার্শ্বে বসিবার ইচ্ছা। স্ত্রীজাতি প্রায়ই বাহ্যিক সুখ-সম্ভোগপ্রিয়া। প্রভু হাসান-সংসারে বিলাসিতার নাম ছিল না। সে অন্তঃপুরে রমণী-মনোমুগ্ধকারী সাজ-সরঞ্জাম, উপকরণ-প্রচলন,-ব্যবহার দূরে থাকুক, ধর্মচিন্তা, ধর্মভাব, বিশুদ্ধ আচরণ ভিন্ন সুখ-সম্পদের ছটা নাম গন্ধের-অণুমাত্রও তাহার মনে ছিল না,-এজিদ-অন্তঃপুরে জগতের সুখে সুখী হইবার সকলই আছে, এজিদের মতে সেই প্রকার সুখসাগরে ভাসিবার আর বাধা কি? কয়দিন-স্ত্রীলোকের মন কয় দিন? দুরাশার বশবর্তিনী হইয়াই জায়েদার মতিচ্ছন্ন। মদিনার সিংহাসন শূন্য, প্রভুর জলপানের সুরাহীতে হীরকচূর্ণ।-হ□য়! এক কথা মনে উঠিতে কত কথাই মনে উঠেতেছে। এ কথা শুনে কে? মন তো কিছুতেই প্রবোধ মানে না। এখন এ সকল কথা মনে উঠিল কেন? উহু! আমি তো স্বামীর পদতলেই শয়ন করিয়া ছিলাম। প্রভু আমার বক্ষোপরি পবিত্র

পদ দুখানি রাখিয়া নিদ্রাসুখ অনুভব করিতেছিলেন। পাপীয়সী জায়েদা কোন সময়ে ক□ প্রকারে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। বিবি হাসনেবানুর এত সতর্কতা এত সাবধানতা,-খাদ্য সামগ্রী পানীয়জলে যত্ন ইহার মধ্যে কি প্রকারে কি করিল? আমার কপাল পুড়িবে, তাহা না হইলে নিদ্রাঘোরে অচেতন হইলাম কেন? কত রাত জাগিয়াছি, কত নিশা বসিয়া কাটাইয়াছি, হায়, হায়, সে রাত্রে নিদ্রার আকর্ষণ এতই হইল? জায়েদা বক্ষমধ্যে আসিয়া পানীয় জলে বিষ মিশাইল, কিছুই জানিতে পারিলাম না।-পাপীর অধোগতি দুর্গতি ভিন্ন সদ্গতি কোথায়? আশা মিটিল না, যে আশার কুহকে পড়িয়া স্ত্রী ধর্মে জলা লি দিয়া স্বহস্তে স্বামীর মুখে বিষ ঢালিয়া দিল, সে আশায় ছাই পড়িল। পাপের প্র□য়শ্চিত্ত হইল না কিন্তু কার্যফলের পরিণামফল ঈশ্বর একটু দেখাইয়া দিলেন। জায়েদার নব প্রেমাস্পদ কপট প্রেমিক প্রাণাধিক শ্রীমান্ এজিদহস্তে প্রকাশ্য দরবারে প্রতিজ্ঞা পরিপূরণ সহিত বিষময় বাক্যবাণ, শেষে পরমায়ুপ্রদীপ নির্বাণ করাইলেন। দরবারগৃহের সকল চক্ষুই দেখিল-জায়েদ□ আজ রাজরাণী-এজিদের বাম অঙ্কশোভিনী, স্বর্ণ সিংহাসনে পাটরাণী। সেই মুহূর্তেই সেই চক্ষেই আবার দেখিল-অস্ত্রাঘাতে এজিদহস্তে জায়েদার মুণ্ডপাত। জায়েদার ভবলীলা সাঙ্গ হইল। দরবার গৃহের মর্যাদা রক্ষা পাইল। বিচার আসনের গৌরব বৃদ্ধি হইল। আমার মনের কথার ইতি হইল না। মায়ম□নাও পুরস্কারের স্বর্ণমুদ্রা গণিয়া লইতে পারিল না।

পুনরায় জয়-জয়কার, ক্রমেই যেন নিকটবর্তী। কান পাতিয়া শুনিলেন, জনকোলাহল ক্রমেই বৃদ্ধি-মুখে বলিলেন, "আজ এত গোল কিসের? কী হইল? কী ঘটিল? যাক্ ও গোলযোগে আমার লাভ কি? মনে কথা উথলিয়া উঠিতেছে।"

স্থির করিলাম, এ পবিত্রপ□রী জীবনে পরিত্যাগ করিব না। যেখানেই যাইব, নিস্তার নাই। এজিদের হস্ত হইতে জয়নাবের নিস্তার নাই। ভাবিয়া, প্রভু হোসেনের আশ্রয়েই রহিলাম। এজিদের আশা যেমন তেমনি রহিয়া গেল। এত চেষ্টা, এত যত্ন, এত কৌশলেও জয়নাব হস্তগত হইল না, সম্পূর্ণ বিঘ্নই আশ্রয়দাতা। আশ্রয়দাতাকে ইহজগ∏ হইতে দূর করাই এজিদের আন্তরিক ইচ্ছা, প্রকাশ্যে রাজ্যলাভের কথা কিন্তু মনের মধ্যে অন্য কথা। এজিদের চক্রেই প্রভু হোসেনের কুফায় গমন সংবাদ। পরিজনসহ প্রভু হোসেন কুফায় গমন করিলেন। হতভাগিনীও সঙ্গে চলিল। হায়! কোথায় কুফা, কোথায় র্কাবালা! র্কাবালার ঘটনা মনে আছে সকলই, কিন্তু মুখে বলিবার সাধ্য নাই। হায়! আমার জন্য কি না হইল! মহাপ্রান্তর র্কাবালাক্ষেত্রে রক্তের নদী বহিল। শত শত সতী, পতিহারা, পুত্রহারা হইয়া আজীবন চক্ষের জলে ভাসিতে লাগিল। মহা মহা বীরসকল, এক বিন্দু জলের জন্য লালায়িত হইয়া শত্রু-হস্তে অকাতরে প্রাণ সমর্পণ করিল। কত বালক বালিকা শুষ্ককণ্ঠ হইয়া ছট্ফট্ করিতে করিতে, পিতার বক্ষে মাতার ক্রোড়ে দেহত্যাগ করিয়া অনন্তধামে চলিয়া গেল। কাসেম-সখিনার কথা মনে হইলে, এখনো অঙ্গ শিহরিয়া উঠে। শোকসিন্ধুমধ্যে বিবাহ, কি

নিদারুণ কথা। কাসেম-সখিনার বিবাহ কথা মনে পড়িলে প্রাণ ফাটিয়া যায়! সে দুর্দিনের শেষ ঘটনায় যাহা ঘটিবার ঘটিয়া গেল। বিশ্বপতি বিশ্বেশ্বরের মহিমা প্রকাশ হইল। সে অনন্ত ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা পূর্ণ করিতে কাহারো বাধা দিবার ক্ষমতা নাই প্রভু হোসেন তাহারই দৃষ্টান্ত দেখাইয়া সীমারের খ রে দেহত্যাগ করিলেন। 'হায়! হোসেন!' 'হায়! হোসেন!' রবে প্রকৃতির বক্ষ ফাটিতে লাগিল। আমরা তখনই বন্দিনী। নূরনবী মোহাম্মদের পরিজনগণ তখনই বন্দিনী। দামেস্কে আসিলাম। আর রক্ষা নাই। এজিদ্-হস্ত হইতে আর নিস্তার নাই। ডুবিলাম, আর উপায় নাই। নিরাশ্রয়ার আশ্রয়ই ঈশ্বর, আশা ভরসা যাহা যাহা সম্বল ছিল, ক্রমে হৃদয় হইতে সরিয়া এক মহাবলের সঞ্চ□র হইল। এজিদ্ নামে আর কোন ভয়ই রহিল না। এই ছুরিকা হস্তে করিতেই মন যেন ডাকিয়া বলিল,-"এই অস্ত্র-দুরাচারের মাথা কাটিতে এই অস্ত্র।" সাহস হইল, বুকেও বল বাঁধিল। পারিব-সে অমূল্য রত্ন, রমণীকুলের মহামূল্য রত্ন দস্যু-হস্ত হইতে রক্ষা করিতে পারিব। প্রতিজ্ঞা করিলাম, হয় দস্যুর জীবন নয় ধনাধিকারিণীর জীবন এই ছুরিকার অগ্রে,-হয় এজিদের বক্ষে প্রবেশ করিবে, নয় জয়নাবের চির-সন্তাপিত হৃদয়ের শোণিত পান করিবে। আর চিন্তা কি! নির্ভয়ে, সাহসে নির্ভর করিয়া বসিলাম। পাপীর চক্ষু এ পাপচক্ষে কখনোই দেখিব না ইচ্ছা ছিল। কিন্তু নিয়তির বিধানে সে প্রত□জ্ঞা রক্ষা হইল না। দামেস্কে আসিবামাত্রই এজিদের আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে হইল। পাপীর কথা শুনিলাম, উত্তর করিলাম, সঙ্গে সঙ্গে ছুরিকাও দেখাইলাম। মহাপাপীর হৃদয় কম্পিত হইল। মুখের ভাবে বুঝিলাম, নিজ-প্রাণের ভয় অপেক্ষা জয়নাবের প্রাণের ভয়ই যেন তাহার অধিক। কি জানি জয়নাব যদি আত্মহত্যা করে তবেই তো সর্বনাশ।

যাহাই হউক ঈশ্বর কৃপায় পাপাত্মার মনে যাহাই উদয় হউক, সে সময় রক্ষা পাইলাম কিন্তু বন্দিখানায় আসিতে হইল। এই সেই বন্দিগৃহ। জয়নাব এজিদের বন্দিখানায় বন্দিনী। প্রভু-পরিজন এজিদের বন্দিখানায় এই হতভাগিনীর সঙ্গিনী! আমার কি আর উদ্ধার আছে? আমার পাপের কি ইতি আছে?-না আমার উদ্ধার আছে?

"দয়াময়! তুমিই অবলার আশ্রয়, তুমিই নিরাশ্রয়ের উভয় কালের আশ্রয়। করুণাময়! তোমাকেই সর্বসার মনে করিয়া এই রাজসিংহাসন পদতলে দলিত করিয়াছি, রাজভোগ, পাটরাণীর সুখ-সম্ভোগ ঘৃণার চক্ষে তুচ্ছ করিয়াছি, তুমিই বল, তুমিই সম্বল। তুমিই অনন্তকালের সহায়।"

পাঠক; ঐ শুনুন! ডঙ্কা তুরী ভেরীর বাদ্য শুনিতেছেন। জয়ধ্বনির দিকে মন দিয়াছেন।

"জয় জয়নাল আবেদীন!" শুনিলেন? দামেস্কের নবীন মহারাজ পরিবার পরিজনকে উদ্ধার করিতে আসিতেছেন। পূজনীয়া জননী, মাননীয়া সহোদরা এবং অপর গুরুজনকে বন্দিখানা হইতে উদ্ধার

করিতে আসিতেছেন। বেশি দূর নয়, প্রায় বন্দিখানার নিকটে। কিন্তু জয়নাবের কথা এখনও শেষ হয় নাই। আবার শুনুন; এদিকে মহারাজও আসিতে থাকুন।

জয়নাব বলিতেছেন, আমার জন্যই প্রভু পরিবারের এই দুর্দশা। এজিদের প্রস্তাবে সম্মত হইলে; মদিনার সিংহাসন কখনোই শূন্য হইত না। জায়েদার হস্তে মহাবিষ উঠিত না। সখিনাও সদ্য বৈধব্য-যন্ত্রণা ভোগ করিত না। পবিত্র মস্তকও বর্শাগ্রে বিদ্ধ হইয়া সীমার-হস্তে দামেস্কে আসিত না। মহাভক্ত আজরও স্বহস্তে তিনি পুত্রের বধ সাধন করিতেন না। কত চক্ষে দেখিয়াছি, কত কানে শুনিয়াছি, হায়! হায়! সকল অনিষ্টের, সকল দুঃখের মূলই হতভাগিনী। শুনিয়াছি সীমারের প্রাণ, মদিনাপ্রান্তরে সপ্ত বীরের তীরের অগ্রভাগে গিয়াছে। আম্বাজ-অধিপতি মোহাম্মদ হানিফা দামেস্ক নগরের প্রান্ত সীমায় সসৈন্যে মহাবীর নরপতিগণ সহ আসিয়া এজিদের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছেন। তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছে। আমাদের উদ্ধারের জন্য মোহাম্মদ হানিফা এবং তাঁহার অন্যান্য ভ্রাতাগণ প্রাণপণে যুদ্ধ করিতেছেন। এজিদও স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত। কত কথাই শুনিলাম, শেষে শুনিলাম ওমর আলীর প্রাণবধের সংবাদ। শূলদণ্ড এজিদ শিবির সম্মুখে খাড়া হইয়াছে। কত লোক ওমর আলীর প্রাণবধ দেখিতে দৌড়িয়াছে। কারবালার যুদ্ধ সংবাদও শিবিরে থাকিয়া শুনিয়াছিলাম, দামেস্ক প্রান্তরে যুদ্ধ সংবাদ এজিদের বন্দিখানায় থাকিয়া শুনিতেছি। কারবালায় যথাসর্বস্ব হারাইলাম। এখানে হারাইলাম ইমাম বংশের একমাত্র ভরসা জয়নাল আবেদীন। এ কী শুনি "জয় জয়নাল আবেদীন" এ কিরূপ, কিরূপ ঘোষণা। ঐ তো আবার শুনিতেছি "জয় নবভূপতির জয়।" সে কী! কি কথা, আমি কি পাগল হইলাম! কি কথার পরিবর্তে কি কথা শুনিতেছি। ভেরী বাজাইয়া স্পষ্ট জয় ঘোষণা করিতেছে। এই তো একেবারে বন্দিখানার বহির্দ্বারে। এই কথা বলিয়াই জয়নাব সাহারবানু হাসনেবানুর কক্ষে যাইতে অতি ব্যস্তভাবে উঠিলেন। জয়নাবের মনের কথা আর ব□যক্ত হইল না। উচ্চৈঃস্বরে জয়রব করিতে করিতে সৈন্যগণ বন্দিখানার মধ্যে আসিয়া পড়িল! দীন মোহাম্মদী নিশান জয়ডঙ্কার তালে তালে দুলিয়া দুলিয়া উড়িতে লাগিল। নবীন মহারাজ আপন ঘনিষ্ট আত্মীয়-স্বজনসহ বন্দিগৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

পাঠক! এই অবসরে লেখকের একটি কথা শুনুন। সুখের কান্না পুরুষেও কাঁদে, স্ত্রীলোকেও কাঁদে। তবে পরিমাণে বেশি আর কম। জয়নাল আবেদীন বন্দিগৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলে তাঁহার মাতা, সহোদরা প্রভৃতি প্রিয় পরিজনগণ সুখের কান্নায় চক্ষের জল ফেলিলেন, কি হাসিমুখে হাসিতে হাসিতে প্রিয়দর্শন জয়নালকে ক্রোড়ে করিয়া মুখচুম্বন করিলেন, কি কোন্ কথা কহিয়া প্রথমে কথা আরম্ভ করিলেন, তাহা নির্ণয় করা সহজ কথা নহে। দামেস্ক-কারাগার সৈন্য সামন্ত পরিবেষ্টিত হইলেও প্রত্যক্ষ দেখাইতে যে না পারি, তাহাও নহে। "কার সাধ্য রোধে কল্পনার আঁখি।" তবে কথা এই

যে, তাহাই দেখিবেন, না মোহাম্মদ হানিফা এজিদের পশ্চা□ ঘোড়া চালাইয়া কি করিতেছেন, তাহাই দেখিবেন? আমার বিবেচনায় শেষ দৃশ্যই এইক্ষণে প্রয়োজন। এজিদ্বধের জন্যই সকলে উ□ সুক। গাজী রহমানেরও এ চিন্তাই এখন প্রবল! মোহাম্মদ হানিফার কি হইল? এজিদের ভাগ্যেই বা কি ঘটিল?

নবীন মহারাজ, তাঁহার মাতার পদধূলি মাথায় মাখিয়া অন্য অন্য গুরুজনের চরণ বন্দনা করিয়া বন্দিখানা হইতে বিজয় ডঙ্কা বাজাইতে বাজাইতে, জয়পতাকা উড়াইতে উড়াইতে প্রিয়পরিজনসহ রাজপুরীমধ্যে পুনঃপ্রবেশ করুন; আমরা মোহাম্মদ হানিফার অন্বেষণে যাই। চলুন এজিদের অশ্বচালনা দেখি।

চতুর্থ প্রবাহ

আশা মিটিবার নহে। মানুষের মনের আশা পূর্ণ হইবার নহে। ঘটনার সূত্রপাত হইতে শেষ পর্যন্ত অনেকের মনে অনেক প্রকারের আশার সঞ্চার হয়। আশার কুহকে মাতিয়া, অনেকে পথে অপথে ছুটিয়া বেড়ায়। ঘটনাচক্রে যতদূর গড়াইয়া লইয়া যায়, তাহাতেই বোধ হয় যেন পূর্ব আশা পূর্ণ হইল। এই পূর্ণ বোধ হইতে হইতে দুই তিন চারি, এমন কি, পঞ্চ প্রকারে আশা পঞ্চাশ ভাগে পঞ্চাশ□ বিভাগে ঘটনা-লিপ্ত মানুষের হৃদয়াকাশে সচঞ্চল চপলার ন্যায় ছুটিতে থাকে,-খেলিতে থাকে। জীবনের সহিত আশার সম্বন্ধ। আকাঙ্খার নিবৃত্তি আশার শান্তি, জীবনের ইতি, এই তিনেই এক, আবার একেই তিন। সুতরাং জীবন্ত দেহে মনের আশা মিটিবার নহে। আশা মিটিল না, মোহাম্মদ হানিফার মনের আশা পূর্ণ হইল না।

যুগল অশ্ব বেগে ছুটিয়াছে। এজিদের অশ্ব অগ্রেই রহিয়াছে। হানিফার মনের আশা, এজিদকে না মারিয়া জীবন্ত ধরিবেন, পূর্ব প্রতিজ্ঞানুসারে তাঁহাকে কয়েকটি কথা জ□জ্ঞাসা করিবেন,-কিন্তু তাহা পারিতেছেন না। এজিদ্ অশ্ব চালনায় পরিপক্ক, প্রাণের দায়ে পথ, অপথ, বন, জঙ্গল মধ্য দিয়া অশ্ব চালাইতেছে। পলাইতে পারিলেই রক্ষা-কিন্তু পারিতেছে না। হানিফাকে দূরে ফেলিয়া আত্মগোপন করিতে সক্ষম হইতেছে না, সেই সমান ভাব। যাহা কিছু প্রভেদ-অগ্র আর পশ্চা□ । এজিদ্ প্রাণপণে অশ্ব চালাইতেছে, কিন্তু হানিফাকে দূরে ফেলিয়া তাঁহার চক্ষুর অগোচর হওয়া দূরে

থাকুক, হস্তস্থিত তরবারির অগ্রভাগ হইতে সূচ পরিমাণ স্থানও অগ্রে যাইতে পারিতেছে না। সূর্যতেজ কমিতেছে, মোহাম্মদ হানিফার রোষও বাড়িতেছে। যতই ক্লান্ত ততই রোষের বৃদ্ধি।

মোহাম্মদ হানিফা অশ্ব বল্গা দন্তে ধারণ করিয়া এজিদকে ধরিবার নিমিত্ত দুই হস্ত বিস্তার করিয়াছেন। দুল্দুল্ প্রাণপণে দৌড়িতেছে, কিন্তু ধরিতে পারিতেছেন না। এই ধরিলেন, এই বারেই ধরিবেন আর একটু অগ্রসর হইলেই ধরিতে পারিবেন, অশ্ব হইতে চ্যুত করিবেন। কিন্তু কিছুতেই পারিতেছেন না।

এজিদ্ প্রাণভয়ে পলাইতেছে। অন্য কোন কথা সে সময়ে মনে উদয় হইবার কথা নহে। প্রাণ বাঁচাইবার পন্থাই নানা প্রকারে মনে মনে আঁটিতেছে। আর একটা কথাও বেশ বুঝিতেছিল যে, মোহাম্মদ হানিফা তাহার প্রাণবধের ইচ্ছা করিলে, বহুপূর্বে শেষ করিতে পারিতেন, অথচ তাহা করিতেছেন না। মন ডাকিয়া বলিতেছে, "এজিদেক হানিফা ধরিবেন, মারিবেন না। প্রাণে মারিবেন না। হইতে পারে, এজিদের উপর অস্ত্র নিক্ষেপ নিষেধ। এ দুয়ের এক না হইয়া এরূপভাবে বীরের সম্মুখে-বীরের অস্ত্রের সম্মুখ হইতে এতক্ষণ পর্যন্ত বাঁচিয়া থাকা সৌভাগ্যের কথা। এখন কোন উপায়ে ইহ□র চক্ষুর অগোচর হইতে পারিলেই রক্ষা। হানিফা চিরদিন দামেস্কে বাস করিবেন না। এই সন্ধ্যা পর্যন্ত যমের হস্ত হইতে বাঁচিতে পারিলেই প্রাণ বাঁচে। সূর্যাস্ত পর্যন্ত এই প্রকার ঘোরা ফেরা করিয়া কাটাইতে পারিলেই আর ভয়ের কারণ নাই। আমার পরিচিত ও হানিফার অপরিচিত দেশ এবং পথ। আমি অনায়াসেই অন্ধকারে চলিতে পারিব। আজিকার অস্তই আমার শুভ অস্ত, জীবন রক্ষার একমাত্র উপায়।"

এই সকল চিন্তা শ্রেণীবদ্ধরূপে যে এজিদের মনে উদয় হইয়াছিল তাহা নহে। প্রাণান্ত সময়ের পূর্ব লক্ষণ, ক্ষণকাল বিকার, ক্ষণকাল অজ্ঞান, ক্ষণকাল ঘোর অচৈতন্য, ক্ষণকাল সজ্ঞান। সেই সজ্ঞান সময়টুকুর মধ্যে ঐরূপ চিন্তার ঢেউ সময়ে সময়ে এজিদের মনে উঠিতেছিল। এজিদ্ হস্ত হইতে অশ্ববল্গা ছাড়িয়া দিয়া-সজোরে কশাঘাত করিতে লাগিল। এখন আর দিগ্বিদিক্ জ্ঞান নাই। অশ্বের স্বেচ্ছাধীন গতিই তাহার গতি। অশ্বের মনোমত পথই তাহার বাঁচিবার পথ-আর দক্ষিণ বামে ফিরাইয়া পলাইবার চেষ্টা করিতেছে না। ঘোড়া আপন ইচ্ছামত ছুটিয়াছে।

হানিফা কিঞ্চি□ দূরে পড়িলেন। উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া বলিতে লাগিলেন-"এজিদ্! হানিফার হস্ত হইতে আজ তোমার নিস্তার নাই। কিন্তু এজিদ্! এ অবস্থায় তোমায় প্রাণে মারিব না, জীবন্ত ধরিব। তোমার খণ্ডিত শিরের ধরালুণ্ঠিত ভ□ব, শিরশূন্য দেহের স্বাভাবিক ক্রিয়ার দৃশ্য,-হানিফা একা দেখিতে ইচ্ছা করে না। বিশেষ বীরের আঘাত চারি চক্ষু একত্র করিয়া। আমি কাপুরুষ নহি যে, তোমার পশ্চাদ্দিক হইতে অস্ত্র নিক্ষেপ করিব। হানিফার অস্ত্র আজ পর্যন্ত কাহারো পৃষ্ঠদেশে

নিক্ষিপ্ত হয় নাই, অগ্রে চক্ষে ধাঁধা না লাগাইয়া অদৃশ্যভাবে কাহারো শরীরে প্রবেশ করে নাই। তুমি মনে করিয়ো না যে তোমার পিছনে থাকিয়া পৃষ্ঠে আঘাত করিব। তুমি জঙ্গলে যাও, পাহাড়ে যাও, হানিফা তোমার সঙ্গ ছাড়া নহে।"

এজিদ্ হানিফার রক্তমাখা শরীর প্রতি একবার মাত্র দৃষ্টি করিয়াছে, একবার মাত্র চারি চক্ষু একত্র হইয়াছে। এজিদ্ হানিফার দিকে দ্বিতীয়বার চাহিতে সাহসী হয় নাই। কিন্তু সে রক্তজবা সদৃশ আঁখি, রক্তমাখা তরবারি তাহার চক্ষের উপর অনবরত ঘুরিতেছে, হৃদয়ে জাগিতেছে। মুহূর্তে মুহূর্তে প্রাণ কাঁপিতেছে। আতঙ্কে দক্ষিণে বামে দেহ দুলিতেছে, কোন কোন সময়ে সম্মুখে ঝুকিতেছে। অশ্ব চালনে বিশেষ পরিপক্কতা হেতুতেই আসন টলিতেছে না।

মোহাম্মদ হানিফা পুনরায় উচ্চৈঃস্বরে বীরবিক্রমে বলিতে লাগিলেন, "এজিদ্! বহু পরিশ্রমের পর তোর দেখা পাইয়াছি। কখনোই চক্ষের অন্তরাল হইতে পারিবি না। তুই জানিস্, হানিফার বল বিক্রম প্রকাশের আজই শেষ দিন। আজই হানিফ□র ক্রোধাঙ্কের শেষ অভিনয়। আজই বিষাদের শেষ,-বিষাদ-সিন্ধুর শেষ,-তোর জীবনের শেষ। ঐ দেখ, সূর্য অস্ত যায়। এই অস্তের সহিত কত অস্তের যে যোগ আছে তাহা কে বলিতে পারে? আমি দেখিতেছি, তিন অস্ত একত্রে মিশিবে, এক সঙ্গে একযোগে ঘটিবে-তোর পরমায়ু, দামেস্কের স্বাধীনতা এবং উপস□খিত সূর্য। চাহিয়া দেখ্, যদি জ্ঞানের বিপর্যয় না ঘটিয়া থাকে, তবে চাহিয়া দেখ্ গমনোন্মুখ সূর্য কেমন চাক্চিক্য দেখাইয়া স্বাভাবিক নিয়ম রক্ষা করিতেছে, নির্বাণোন্মুখ দীপও ঐরূপ তেজে জ্বলিয়া উঠে। প্রাণবিয়োগ সময়ে শয্যাশায়ী রোগীর নাড়ীর বলও ঐরূপ সতেজ হয়। তোর কিঞ্চি∏ অগ্রসরতাও তাহাই। আর বিলম্ব নাই। যে একটুকু অগ্রসর হইয়াছিস্ সে বাঁচিবার জন্য নহে, মরিবার জন্য। মরুভূমিতে ঘুরিয়াছ, বনে প্রবেশ করিয়াছ, পর্বতে উঠিয়াছ, চক্ষু হইতে সরিয়া যাইতে কত চক্রই খেলিয়াছ, সরিতে পার নাই,-হানিফার চক্ষে ধূলি দিয়া চক্ষের অন্তরাল হইতে সাধ্য নাই। এখন নিকটে বন জঙ্গল নাই যে অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়া বাঁচিয়া যাইবি। তুই নিশ্চয় জানিস, এই রঞ্জিত অসি, তোর পরিশুষ্ক হৃদয়ের বিকৃত রক্তধারে আবার রঞ্জিত করিব। সূর্যরাগে মিশাইয়া উভয় অস্ত একত্র দেখিব। তুই যাবি কোথা? তোর মত মহাপাপীর স্থান কোথা?"

অশ্বারোহী যদি বাগডোরে জ□র না রাখে, ঘোড়ার ইচ্ছানুযায়ী গতিতে যদি বাধা না দেয় তবে অশ্বমাত্রই আপন বাসস্থানে ছুটিয়া আসিতে চেষ্টা করে। এজিদ্ নিরাশ হইয়া হস্তস্থিত অশ্ববল্গা ছাড়িয়া দিয়াছে। কোথায় যাইবে কি করিবে, কোন্ পথে কোথায় গেলে পশ্চাদ্ধাবিত যমের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবে, স্থির করিতে না পারিয়াই তুরঙ্গ-গতিস্রোতে অঙ্গ ভাসাইয়া দিয়াছে। রাজ অশ্ব রাজধানী অভিমুখেই ছুটিয়াছে। দামেস্ক এজিদের রাজ্য। পথ ঘাট সকলই পরিচিত, রাজধানী

অভিমুখে অশ্বের গতি দেখিয়া, তাহার নিরাশ হৃদয়ে নূতন একটি আশার সঞ্চার হইল-রাজপুরীমধ্যে যাইতে পারিলেই রক্ষা। মনের ব্যগ্রতায় এবং প্রাণের মায়ায় আকুল হইয়া দুই হস্তে অশ্বে কশাঘাত করিতে লাগিল। রাজপুরী-মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিলেই যেন প্রাণ বাঁচাইতে পারে। যুগল অশ্ব বেগে দৌড়িতে থাকুক, এই অবসরে এজিদের নূতন কথাটা ভাঙ্গিয়া বলি।

হজরত মাবিয়ার লোকান্তর গমনের পর, এজিদ্ মারওয়ানের মন্ত্রণায় দামেস্কপুরী সংলগ্ন উদ্যান মধ্যে, ভূগর্ভে এক সুন্দর পুরী নির্মাণ করিয়াছিল। এ গুপ্তপুরীর প্রবেশদ্বারও এমন সুন্দর কৌশলে নির্মিত হইয়াছিল যে, উদ্যানালঙ্কার নিকু ভিন্ন, দ্বার বলিয়া কেহই নির্ধারণ করিতে পারিত না। যে সময়ের অপেক্ষায় ঐ পুরী আজ সেই সময় উপস্থিত। এজিদের প্রিয় পরিজন, আত্মীয়-স্বজন প্রাণভয়ে সকলেই ঐ গুপ্তপুরীর মধ্যে আশ্রয় লইয়াছে। তাহার প্রমাণও পূর্বে পাওয়া গিয়াছে। যেখানকার যে জিনিস সেইখানেই পড়িয়া আছে, জনপ্রাণী মাত্র নাই। কোথায় যাইবে, শত্রু-সেনাপরিবেষ্টিত পুরীমধ্য হইতে কোথায় পলাইবে? ঐ গুপ্তপুরীই প্রাণরক্ষার উপযুক্ত স্থান। এজিদের মনে সেই আশা। সে নীরস হৃদয়ক্ষেত্রে এ একমাত্র আশা-বীজের নব অঙ্কুর। পুরীর কথা মনে পড়িতেই পরিবার-পরিজনের কথা মনে হইয়াছে। কিঞ্চি আশ্বস্তও হইয়াছে। রাজপুরী পরহস্তগত হইলেও পরিবার-পরিজন কখনোই পরহস্তগত হইবে না। দামেস্কপুরী তন্নতন্ন করিলেও তাহাদের বিষাদিত কায়া চক্ষে পড়া দূরে থাকুক, ছায়া পর্যন্ত নজরে আসিবে না। এখন উদ্যান পর্যন্ত যাইতে পারিলেই আর পায় কে? লতা-পুষ্প-ছড়িত কু পর্যন্ত যাইতে পারিলেই হানিফা দেখিবেন যে, এজিদ্ লতাপাতায় মিশিয়া গেল, পরমাণু আকারে পুষ্প-রেণু সহিত মিশিয়া পুষ্প-দলে ঢাকিয়া ফেলিল। যাহাই হউক, উদ্যান পর্যন্ত যাইতে পারিলেই এজিদের জয়। নগরও নিকটবর্তী, এজিদ্ জন্মের মত দামেস্ক নগরের পতন দৃশ্য দেখিয়া চলিল। দেখিতে দেখিতে নগরের সুরঞ্জিত সিংহদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল। দ্বার অবারিত, প্রহরী বর্জিত! মৃতদেহে রাজপথ পরিপূর্ণ। শবাহারী পশুপক্ষিগণ মহা আনন্দিত। চক্ষের পলকে দ্বার পার হইয়া নগরে প্রবেশ করিল। রাজপুরী চক্ষে পড়িতেই দেখিল, উচ্চ উচ্চ মঞ্চে নানা আকারে নূতন পতাকাসকল নগরস্থ লোহিত আভায় মিশিয়া অর্ধচন্দ্র এবং পূর্ণতারা প্রত্যক্ষভাবে দেখাইয়া দামেস্কের পতন-দৃশ্য দর্শকগণকে দেখাইতেছে, বিজয়-বাজনা তুমুল বেগে কর্ণে আসিতেছে। ক্রমেই নিকটবর্তী, রাজপুরী অতি নিকটে। বন্দিগৃহ দূর হইলেও দৃষ্টির অদূর নহে। চক্ষে পড়িল। এজিদের চক্ষে দামেস্কের বন্দিগৃহ পড়িতেই মন যেন কেমন করিয়া চমকিয়া উঠিল। এমন সঙ্কট সময়েও এজিদের মন যেন কেমন করিয়া উঠিল। যে রূপ হৃদয়ের নিভৃত স্থানে লুকাইয়া ছিল, সরিয় আসিল। কিন্তু বেশিক্ষণ রহিল না। চিত্তক্ষেত্র হইতে সে রূপরাশি একেবারে সরিয়া গেল। নামটি মনে উঠিল, মুখে ফুটিল না, দীর্ঘ-নিশ্বাসও বহিল না। প্রমাণ হইল-প্রমদা অপেক্ষা প্রাণের দায়ই সমধিক প্রবল। এই সামান্য অন্যমনস্কতায় অশ্বগতি কিঞ্চি শিথিল হইল।

মোহাম্মদ হানিফা এই অবসরে ঐ পরিমাণ অগ্রসর হইয়া গভীর-গর্জনে বলিতে লাগিলেন, "এজিদ্ মনে করিয়াছ যে, পুরীমধ্যে প্রবেশ করিলেই আজিকার মত বাঁচিয়া যাইবে। তাহা কখনোই মনে করিও না। এই সন্ধ্যা-প্রদীপ জ্বলিতে জ্বলিতে তোমার জীবন-প্রদীপ নির্বাণ হইবে। তোমার পক্ষে দামেস্ক-রাজপুরী এইক্ষণ সাক□ষা∏ যমপুরী। কি কি আশায় সে দিকে দৌড়িয়াছ? দেখিতেছ না? উচ্চ মঞ্চে কাহার নিশান উড়িতেছে, দেখিতেছ না? রে নরাধম! তুই সেই এজিদ্ যে আরবে সর্বপ্রধান বীর হাসানকে কৌশল করিয়া মারিয়াছিস্! ওরে! তুই কি সেই পামর, যে সীমার দ্বারা হোসেনের মস্তক কাটাইয়া লক্ষ টাকা পুরস্কার দিয়াছিলি?"

মোহাম্মদ হানিফা ক্রোধে অধীর হইয়া অশ্বে কশাঘাত করিলেন। দ্রুতগতি অশ্বপদ শব্দে পুরজনগণ চমকিয়া উঠিলেন। বিজয় বাজনা, আনন্দ রোল, জয়রবের কোলাহল ভেদ করিয়া, অশ্ব-শব্দ মহাশব্দে সকলের কর্ণে প্রবেশ করিল। যিনি যে অবস্থায় ছিলেন, শশব্যস্ত হইয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে সিংহদ্বার দিকে ছুটিলেন। এজিদ্ অশ্ব হইতে প্রথমে উদ্যান, শেষে পুষ্পলতাসজ্জিত নিকু দেখিয়া একটু আশ্বস্ত হইল।

মস্হাব কাক্কা প্রভৃতি মহারথিগণ, কেহ অশ্বে কেহ পদব্রজে দ্রুতপদে অসি-হস্তে আসিতেই হানিফা উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, "ভ্রাতৃগণ! ক্ষান্ত হও! দোহাই তোমাদের ঈশ্বরের-ক্ষান্ত হও। এজিদ্ তোমাদের বধ্য নহে। বাধা দিয়ো না। এজিদের গমনে বাধা দিয়ো না। এজিদের প্রতি অস্ত্র-নিক্ষেপ করিয়ো না।"

মোহাম্মদ হানিফার কথা শেষ হইতে-না-হইতেই, এজিদ্ একলম্ফে অশ্ব হইতে নামিয়া উদ্যান অভিমুখে চলিল। হানিফাও ত্রস্তভাবে দুল্দুলের পৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া অসিহস্তে এজিদের পশ্চা∏ পশ্চা∏ দৌড়িলেন! এজিদ্ যথাসাধ্য দৌড়িয়া উদ্যানস্থ নির্দিষ্ট নিকুঞ্জ মধ্যে যাইয়া ফিরিয়া তাকাইতেই দেখিলেন, মোহাম্মদ হানিফাও অতি নিকটে। বিকৃত এবং ভগ্নস্বরে বলিল, "হানিফা ক্ষান্ত হও। আর কেন? তোমার আশা তোমার প্রতিজ্ঞা, তোমার মুখেই রহিল, এজিদ্ চলিল।" এই কথা বলিয়াই এজিদ্ গুপ্তপুরী প্রবেশদ্বার-কূপ-মধ্যে প্রবেশ করিল।

মোহাম্মদ হানিফা রোষে অধীর হইয়া, "যাবি কোথা, নরাধম।" এই কথা বলিয়া বীর-বিক্রমে হুঙ্কার ছাড়িয়া অসি হস্তে কূপমধ্যে লম্ফ দিবার উপক্রমেই বজ্রনাদে শব্দ হইল, "হানিফা! এজিদ্ তোমার বধ্য নহে।"

মোহাম্মদ হানিফা থতমত খাইয়া ঊর্ধ্বদিকে চাহিতেই প্রভু হোসেনের তেজোময় ছায়া দেখিয়া চমকিয়া পিছে হটিলেন এবং ভয়ে চক্ষু বন্ধ করিলেন।

পুনরায় গভীর নিনাদে শব্দ হইল, "হানিফা ক্ষান্ত হও, এজিদ্ তোমার বধ্য নহে।"

মোহাম্মদ হানিফা পুনরায় চক্ষু মেলিয়া তাকাতেই দেখিলেন, মহা অগ্নিময় মহাতেজ অসংখ্য শিখা বিস্তারে সহস্র অশনিপাত সদৃশ বিকট শব্দ করিয়া নিকু মধ্যস্থ কূপমধ্যে মহাবেগে প্রবেশ করিল। এজিদের আর্তনাদে উদ্যানস্থ পক্ষিকুল বিকট কণ্ঠে ভয়ে ডাকিয়া উঠিল, বাসা ছাড়িয়া, শাখা ছাড়িয়া, দিগ্বিদিকে উড়িয়া বেড়াইতে আরম্ভ করিল। ভূকম্পনে তরুলতা সকল ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। গাজী রহমান, মসহাব কাক্কা, ওমর আলী, আক্কেল আলী প্রভৃতি উপস্থিত ঘটনা দেখিয়া নির্বাকে হানিফার পশ্চাতে দণ্ডায়মান রহিল। মোহাম্মদ হানিফার ভাব ভিন্ন। মুখাকৃতি বিকৃত অথচ হিংসায় পরিপূর্ণ। হৃদয় হিংসানলে দগ্ধীভূত। স্থিরনেত্রে ঊর্ধ্বমুখ হইয়া দণ্ডায়মান। তরবারি-মুষ্টি দক্ষিণ হস্তে, অগ্রভাগ বামস্কন্ধে স্থাপিত।

আবার দৈববাণী, "হানিফা! দুঃখ করিয়ো না। এজিদ্ কাহারো বধ্য নহে। রোজ কেয়ামত (শেষ দিন) পর্যন্ত এজিদ্ এই কূপে-এই জ্বলন্ত হুতাশনে জ্বলিতে থাকিবে, পুড়িতে থাকিবে, অথচ প্রাণ বিয়োগ হইবে না।"

মোহাম্মদ হানিফা চমকিয়া উঠিলেন। তরবারির অগ্রভাগ স্কন্ধ হইতে মৃত্তিকা স্পর্শ করিল। অশ্ব বল্গা বামহস্তে ধরিয়া বলিতে লাগিলেন, "এজিদ্ আমার বধ্য নহে। আর কি করিব? ইচ্ছা করিলে এক তীব্র তীরে নরাধমের কলিজা পার করিতে পারিতাম; হৃদয়ের রক্তধারে তরবারির দ্বারাই নারকীয় দেহ দুই খণ্ডে বিভক্ত হইত। তাহা করি নাই। চক্ষে চক্ষে সম্মুখে সম্মুখে না যুঝিয়া, অস্ত্রের চাক্চিক্য না দেখাইয়া কাহারো প্রাণসংহার করি নাই। ইহজীবনে কাহারো পৃষ্ঠে আঘাত করি নাই। এজিদ্ পৃষ্ঠ দেখাইল। আর অস্ত্রের আঘাত কি? জীবন্ত ধরিব, সকলের সম্মুখে ধরিয়া আনিব, একত্র একসঙ্গে মনের আগুন নির্বাণ করিব, তাহা হইল না। মনের আশা মিটিল না। এত পরিশ্রম করিয়াও কৃতকার্য হইতে পারিলাম না। এখন কি করিব? প্রিয় গাজী রহমান! ভাই মস্হাব! হানিফার মনের আগুন নিবিল না। আশা পূর্ণ হইল না! কী করি?"

এই বলিয়া মোহাম্মদ হানিফা পুনরায় অশ্বে আরোহণ করিলেন,-চক্ষের পলকে উদ্যান হইতে বাহির হইলেন। গাজী রহমান মহাসঙ্কটকাল ভাবিয়া মসহাব কাক্কা, ওমর আলী প্রভৃতিকে বলিলেন- "ভাবিয়াছিলাম, আজই বিষাদের শেষ। ভাবিয়াছিলাম, আজই বিষাদ-সিন্ধু পার হইয়া সুখ-সিন্ধুর সুখতটে সকলে একত্র উঠিব, বোধ হয় তাহা ঘটিল না। শীঘ্র আসুন! বিলম্ব করিবেন না, আমি ভবিষ্য বড়ই অমঙ্গল দেখিতেছি, আম্বাজাধিপতির মতি গতি ভাল বোধ হইতেছে না। শীঘ্র

অশ্বে আরোহণ করুন। বড়ই কঠিন সময় উপস্থিত, দয়াময়ের লীলা বুঝিয়া উঠা মানুষের সাধ্য নহে।"

পঞ্চম প্রবাহ

এখন আর সূর্য নাই। পশ্চিম গগনে মাত্র লোহিত আভা আছে। সন্ধ্যাদেবী ঘোমটা খুলিয়াছেন, কিন্তু সম্পূর্ণ নহে। তারাদল দলে দলে দেখা দিতে অগ্রসর হইতেছেন, কেহ কেহ সন্ধ্যা-সীমন্তিনীর সীমন্ত উপরিস্থ অম্বরে ঝুলিয়া জগ□ মোহিত করিতেছেন, কেহ বা সুদূরে থাকিয়া মিটিমিটিভাবে চাহিতেছেন; ঘৃণার সহিত চক্ষু বন্ধ করিতেছেন আবার দেখিতেছেন। মানবদেহের সহিত তারাদলের সম্বন্ধ নাই বলিয়াই দেখিতে পারিতেছেন না। কিন্তু বহুদূরে থাকিয়াও চক্ষু বন্ধ করিতে হইতেছে-কে দেখিতে পারে? অন্যায় নরহত্যা, অবৈধ বধ, কোন্ চক্ষু দেখিতে প□রে? আজ কাল সূর্যের উদয় না হইতেই হানিফার রোষের উদয়, তরবারি ধারণ। সে সূর্য অস্তমিত হইল, দামেস্কপ্রান্তরে মরুভূমিতে রক্তের স্রোত বহিল, কিন্তু মোহাম্মদ হানিফার জিঘাংসা-বৃত্তি নিবৃত্ত হইল না। "এজিদ্ তোমার বধ্য নহে" দৈববাণীতে মোহাম্মদ হানিফার অন্তরে রোষ এবং ভয় একত্র এক সময়ে উদয় হইয়াছে। উদ্যানমধ্যে ঊর্ধ্বমুখ হইয়া স্থিরনেত্রে ক্ষণকাল চিন্তার কারণও তাহাই। এক সময়ে দুই ভাব, পরস্পর বিপরীত ভাব-নিতান্তই অসম্ভব; কিন্তু হইয়াছে তাহাই-ভয় এবং রোষ। বীরহৃদয় ভয়ে ভীত হইবার নহে। তবে যে কিঞ্চি□ কাঁপিতেছিল, তাহা-দৈববাণী বলিয়া, প্রভ□ হোসেনের জ্যোতির্ময় পবিত্র ছায়া দেখিয়া। কিন্তু পরিশেষে নির্ভয়হৃদয়ে ভয়ের স্থান হইল না। সুতরাং রোষেরই জয়। প্রমাণ-অশ্বে আরোহণ, সজোরে কশাঘাত।

কানন-দ্বার পার হইয়া এজিদের গুপ্তপুরী-প্রবেশদ্বার আবরণকারী লতাপাতাবেষ্টিত নিকু প্রতি একবার চক্ষু ফিরাইয়া দেখিলেন, দুর্গন্ধময় ধূমরাশি হু-হু করিয়া আকাশে উঠিতেছে, বাতাসে মিশিতেছে। রাজপুরী পশ্চাতে রাখিয়া দামেস্ক নগরের পথে চলিলেন। যে তাঁহার সম্মুখে পড়িতে লাগিল, তাহারই জীবন শেষ হইল। বিনা অপরাধে হানিফার অস্ত্রে জীবনলীলা সাঙ্গ করিয়া খণ্ডিত দেহ ধুলায় গড়াগড়ি যাইতে লাগিল। জয়নালভক্ত প্রজাগণ এজিদের পরিণাম-দশা দেখিতে আনন্দো□ সাহে রাজপুরীর দিকে দলে দলে আসিতেছিল। হানিফার রোষাগ্নিতে পড়িয়া এক পদও অগ্রসর হইতে পারিল না, আপন প্রতিপালক রক্ষক-হস্তে প্রাণ বিসর্জন করিতে লাগিল।

নগরে প্রবেশদ্বারে প্রহরিগণ বসিয়াছিল। এজিদসহ মোহাম্মদ হানিফা নগরে প্রবেশ করিলে, প্রহরিগণ মোহাম্মদ হানিফাকে দেখিয়াই সতর্কতা ও সাবধানতার সহিত কর্তব্যকার্যে ত□ পর হইল। নিকটে

আসিতেই প্রহরিগণ মাথা নোয়াইয়া অভিবাদন করিল। কিন্তু মস্তক উত্তোলন করিয়া দ্বিতীয়বার সম্ভাষণের আর অবসর হইল না। প্রভু-অস্ত্রে প্রহরীদের মস্তক দেহ হইতে ভিন্ন হইয়া সিংহদ্বারে গড়াইয়া পড়িল। দৈনিক কার্য সমাধা করিয়া দীনহীন দরিদ্র ব্যক্তি সন্ধ্যাগমে নগরে আসিতেছে, পথিক পথশ্রান্তে ক্লান্ত হইয়া বিশ্রাম হেতু লোকালয়ে আসিতেছে, ত্রস্তে পদবিক্ষেপ করিতেছে-কত কথাই মনে উঠিতেছে। চক্ষের পলকে কথা ফুরাইয়া গেল, বিনামেঘে বজ্রাঘাত সদৃশ হান□ফার অস্ত্রে জীবনলীলা পথিমধ্যেই সাঙ্গ হইল।

গাজী রহমান, মস্হাব কাক্কা প্রভৃতি যথাসাধ্য ত্রস্তে আসিয়াও মোহাম্মদ হানিফাকে নগরে পাইলেন না। সিংহদ্বারে আসিয়া যাহা দেখিবার দেখিলেন। প্রান্তরে আসিয়া স্পষ্টতঃ দেখিতে পাইলেন, আম্বাজভূপতি যাহাকে সম্মুখে পাইতেছেন, বিনা বাক্যব্যয়ে তাহার জীবন শেষ করিয়া অগ্রসর হইতেছেন। এখনো ঘোর অন্ধকারে দামেস্ক-প্রান্তর আবৃত হয় নাই।

ঘোরনাদে শব্দ হইল-"মোহাম্মদ হানিফা!"

নিজ নাম শুনিতেই মোহাম্মদ হানিফা একটু থামিয়া দক্ষিণ বামে দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। গাজী রহমান প্রভৃতিও ঐ শব্দ শুনিয়া অগ্রসর হইত□ সাহসী হইলেন না;-স্থিরভাবে দাঁড়াইলেন এবং স্পষ্ট শুনিতে লাগিলেন, যেন আকাশ ফাটিয়া প্রান্তর কাঁপাইয়া শব্দ হইতেছে,-"হানিফা! একটি জীব সৃষ্টি করিতে কত কৌশল, তাহা তুমি জান? সৃষ্ট জীব বিনাশ করিতে তোমাকে সৃষ্টি করা হয় নাই। বিনা কারণে জীবের জীবনলীলা শেষ করিতে তোমার হস্তে তরবারি দেওয়া হয় নাই। তোমার হিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য মনুষ্যকুলে জন্ম হয় নাই। বিনাশ করা অতি সহজ, রক্ষা করা বড় কঠিন! সৃজন করা আরো কঠিন। এত প্রাণী বধ করিয়াও তোমার বধেচ্ছা নিবৃত্তি হইল না! জয়ের পর বধ অপেক্ষা পাপের কার্য জগতে আর কি আছে? তুমি মহাপাপী! তোমার প্রতি ঈশ্বরের এই আজ্ঞা যে, দুল্দুল্ সহিত রণবেশে রোজকেয়ামত পর্যন্ত প্রস্তরময় প্রাচীরে বেষ্টিত হইয়া আবদ্ধ থাক।" (কোন কোন গ্রন্থ মতে হানিফার এখন প্রাচীরের ভিতর আবদ্ধ হওয়া ততদূর প্রমাণসিদ্ধ নহে।)

বাণী শেষ হইতেই নিকটস্থ পর্বতমালা হইতে অত্যুচ্চ প্রস্তরময় প্রাচীর আকাশ-পাতাল কাঁপাইয়া বিকটশব্দে মোহাম্মদ হানিফাকে ঘিরিয়া ফেলিল। মোহাম্মদ হানিফা বন্দি হইলেন। রোজ কিয়ামত পর্যন্ত ঐ অবস্থায় থাকিবেন।

গাজী রহমান, মস্হাব কাক্কা প্রভৃতি এই অভাবনীয় ঘটনা দেখিয়া শত শত বার ঈশ্বরকে নমস্কার করিলেন। ম্লানমুখে মন্দ মন্দ গতিত□ প্রাচীরের নিকটে যাইয়া অনেক অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু

মানুষ দূরে থাকুক, সামান্য একটি পিপীলিকা প্রবেশেরও সুযোগপথ খুঁজিয়া প্রাপ্ত হইলেন না। ধন্য কৌশলীর কৌশল!

গাজী রহমান কোন সন্ধান করিতে না পারিয়াই হউক, কি কোন শব্দ তাঁহার কর্ণ-কুহরে প্রবেশ করিয়াই হউক, কয়েক বার ঐ প্রাচীর প্রদক্ষিণ করিয়া প্রাচীরের নিকট মাথা নোয়াইয়া কর্ণ পাতিয়া শুনিতে লাগিলেন, প্রাচীর মধ্যে যেন ঘোড়ার পদশব্দ। মস্‌হাব কাক্কা প্রভৃতিও সে শব্দ শুনিতে পাইলেন।

পাঠক! সে প্রাচীর এক্ষণে পর্বতে পরিণত। ঐ পর্বতের নিকট কান পাতিয়া শুনিলে আজ পর্যন্ত ঘোড়ার পায়ের শব্দ শুনা যায়।

রোজ কিয়ামত পর্যন্ত মোহাম্মদ হানিফা ঐ প্রাচীরমধ্যে অশ্বসহ আবদ্ধ থাকিবেন। দৈববাণী অলঙ্ঘনীয়। "যাহা অদৃষ্টে ছিল হইল। যাহা দয়াময়ের ইচ্ছা ছিল সম্পূর্ণ হইল। আর বৃথা এ প্রান্তরে থাকিয়া লাভ কি?" গাজী রহমান এই কথা বলিয়া নগরাভিমুখী হইলেন। সঙ্গীরাও তা□হার পশ্চাদ্বর্তী হইলেন।

অন্ধকার আবরণে জগ□ অন্ধকার হইয়া আসিতে লাগিল।-এ মহাকাব্য "বিষাদ-সিন্ধুর" ইতিও এইখানে হইল। সিন্ধু পার হইয়াও হইতে পারিলাম না-আশা মিটিল না। পূর্ণ সুখ জগতে নাই। কাহারো ভাগ্য-ফলকে ষোল আনা সুখ ভোগের কথা লেখা নাই। সুতরাং বিষাদ-সিন্ধু পার হইয়া সুখ-সিন্ধুতে মিশিতে পারিলাম না।

জয়নাল আবেদীন পৈতৃক রাজ্য উদ্ধার করিয়া সিংহাসনে বসিয়াছেন। পরিবার পরিজনকে বন্দিখানা হইতে উদ্ধার করিয়া বিশেষ আদর ও সম্মানের সহিত রাজভবনে আনিয়াছেন। মদিনা, দামেস্ক উভয়-রাজ্যই এখন তাঁহার করতলে। উভয় সিংহাসনই এখন জয়নাল আবেদীনের বসিবার আসন। পরম শত্রু পৈতৃক শত্রু এজিদের সর্বস্ব গিয়াছে। ধন জন রাজ্যপাট, সকলই গিয়াছে। যদিও প্রাণ যায় নাই কিন্তু দেবাগ্নিতে দগ্ধ হওয়া ব্যতীত কূপ-মধ্যে এজিদ্‌-দেহের অন্য কোন ক্রিয়া নাই। সে দেহ মানুষেরও আর দেখিবার সাধ্য নাই। সুতরাং সাধারণ চক্ষে এজিদ্‌-বধই সাব্যস্ত করিতে হইবে। সুখের এক শেষ! আরো অধিক সুখের কথা হইত, যদি মোহাম্মদ হানিফা দৈবনির্বন্ধে প্রস্তর-প্রাচীরে চির আবদ্ধ না হইতেন। হায়! আক্ষেপ শত আক্ষেপ! সিন্ধু পার হইয়াও হইতে পারিলাম না। বিষাদ রহিয়াই গেল! বিষাদ-সিন্ধু বিষাদ-সিন্ধুই রহিয়া গেল! হায়! হাসান! হায়! হ□সেন! হায়! মোহাম্মদ হানিফা! মুখে উচ্চারণ করিতে করিতে বক্ষে করাঘাত করিয়া সজল নয়নে বিদায় হইতে হইল।

উপসংহার

ঈশ্বরের অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল। নিয়তির বিধানফল, পাপের প্রায়শ্চিত্ত, ইহজগতে মানবচক্ষে যাহা দেখিবার সাধ্যায়ত্ত, তাহা সকলেই দেখিল। যাহা বুঝিবার তাহা বুঝিল। নানা চিন্তায়, এজিদের পরিণাম, মোহাম্মদ হানিফার জীবনের শেষফল, ভাবিতে ভাবিতে দামেস্ক রাজপ্রাসাদে নব-ভূপতি ও মন্ত্রীদলের নিশাবসান হইল। সম্পূর্ণ সুখভোগে মনের আনন্দে অনেকের চক্ষে নিদ্রা আসিল না। ওমর আলী ও গাজী রহমানের চক্ষু অশ্রুসহ অতি ক্লান্ত-অতি বিশ্রান্ত হইয়াও অনিদ্রায় ঊষার সহিত সম্মিলিত হইল। প্রভাতীয় উপাসনার আহ্বানধ্বনি (আজান) রাজপ্রাসাদ জাগাইয়া তুলিল। উপাসনার পর সকলেই দরবারগৃহে উপবেশন করিলেন।

উপস্থিত কার্যাদির বন্দোবস্ত করাই গাজী রহমানের ইচ্ছা। সময়ে নবীন মহারাজ রাজবেশে রাজ-সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। গাজী রহমানের আদেশে মহাপ্রাজ্ঞ বৃদ্ধ মন্ত্রী হামানকে আহ্বান করিয়া প্রধানমন্ত্রী পদে বরণ করা হইল। মন্ত্রীপ্রবর হামান রাজসিংহাসন চুম্বন করিয়া বলিলেনঃ

"ইহাতে নূতনত্ব কিছুই নাই। যাঁহাদের সিংহাসন তাঁহারাই অধিকার করিলেন। মহারাজ এজিদের কর্মফল এবং পিতৃ অভিসম্পাতে অধঃপতন। উষ্ণ মস্তিষ্ক এবং উষ্ণ শোণিতবলে যে রাজা অগ্রপশ্চা বিবেচনা না করিয়া গুরুতর কার্যে হস্তক্ষেপ করেন; যাহা সম্ভবপর নহে, সাধারণের অনুমোদনীয় নহে, বিজ্ঞ বুদ্ধিমান পণ্ডিতগণের অভিমত নহে, বহুদর্শী জ্ঞানবৃদ্ধ প্রবীণ প্রাচীন প্রধান কার্যকারকগণের ইচ্ছা নহে,-সেই অঘটন কার্য ঘটাইতে গেলেই এইরূপ ফল ফলিয়া থাকে। এজিদের পতন, রাজ্য হইতে বিচ্যুতি এবং আত্মজীবন বিনাশ ইহাতে আশ্চর্য কিছুই নাই। অবিবেচক অপরিপক্ক মস্তক-উদ্ধত যুবকদিগের কার্যফল এইরূপই হইয়া থাকে।"

এইরূপ কহিয়া নবভূপতির মঙ্গল কামনা করিয়া নতশিরে অভিবাদনকরত মন্ত্রীপ্রবর হামান উপবেশন করিলেন। রাজকার্যের সমুদয় ভার তাঁহার প্রতি অর্পিত হইল। নবীন মহারাজ আত্মীয়-স্বজন পরিবারসহ পবিত্র ভূমি মদিনায় যাইতে প্রস্তুত হইলেন। মদিনাবাসীরাও মহা আনন্দে নবীন মহারাজ সহিত মদিনা যাইতে উদ্যোগী হইলেন।

বিজয়ী বীরগণ, সৈন্যসামন্ত, আত্মীয়স্বজন ও পরিবার-পরিজনগণসহ বিজয় পতাকা উড়াইয়া বিজয় ডঙ্কা বাজাইতে বাজাইতে নবীন ভূপতি দামেস্ক হইত মদিনার পথে বহির্গত হইলেন। গাজী রহমানের আদেশে এই শুভ সংবাদ লইয়া বহুসংখ্যক দূত অশ্বপৃষ্ঠে মদিনাভিমুখে ছুটিলেন। দামেস্ক বিজয়, এজিদের পরাজয়, পলায়ন, মোহাম্মদ হানিফার যুদ্ধবিবরণ ইতিপূর্বেই মদিনাবাসিগণ লোক

পরম্পরায় শুনিয়া মহাআনন্দিত হইয়া উ∏ সুকচিত্তে রাজকীয় সংবাদ আশায় দিবারাত্রি অপেক্ষা করিতেছিলেন। সময়ে দামেস্ক হইতে প্রেরিত কাসেদগণ প্রমুখা∏ এই শুভ সংবাদের তত্ব পাইয়া মদিনাবাসিগণ হজরত মোহাম্মদের রওজায় যাইয়া নবীন ভূপতি জয়নাল আবেদীনের মঙ্গল কামনায় প্রার্থনা করিলেন এবং নবভূপতিকে সাদরে গ্রহণ করিবার জন্য সমুচিত আয়োজনে মনোনিবেশ করিলেন।

দিনের পর দিন কাটিয়া গেল। নবভূপতির আগমনাশা-দর্শনাশা ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। দ্বিতীয় দল, কাসেদ একদিন উপনীত হইয়া ঘোষণা করিল, "জয় জয়নাল আবেদীন। জয় ইমাম বংশের শেষ রাজদণ্ডধর। আজ মদিনা প্রান্তর পর্যন্ত,-ঐ প্রান্তরেই সসৈন্যে নিশাযাপন। আগামীকল□য প্রত্যূষে নগরে প্রবেশ। প্রথম হজরতের রওজা জিয়ারত, পরে অন্তঃপুরে প্রবেশ।"

ঘোষণা প্রচারমাত্র মদিনা নবসাজে সজ্জিত হইতে লাগিল। নবভূপতিকে পরিজনসহ, বিজয়ী বীরবৃন্দসহ গ্রহণ করিতে মদিনা স্বর্গীয় সাজে সজ্জিত হইল। উচ্চ উচ্চ প্রাসাদশ্রেণীর উচ্চমঞ্চে অর্ধচন্দ্র আর পূর্ণতারাখচিত লোহিত নিশানসকল উড়িতে লাগিল। একাল পর্যন্ত যে যে স্থানে নীলবর্ণ নিশান উড়িয়া হাসান-হোসেনের শোক জ্ঞাপন করিতেছিল, আজ সেই সেই স্থানে লোহিত, পীত এবং মনোনয়নমুগ্ধকর নানা রঙ্গের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পতাকাসকল বায়ুর সহিত মিলিয়া মিশিয়া খেলা করিতে লাগিল। রাজপথের উভয় পার্শ্বস্থ গৃহরাজি নানা বর্ণের প্রস্ফুটিত পুষ্পপুঞ্জে সজ্জিত, পুষ্পহারে অলঙ্কৃত হইয়া প্রকৃতির শোভাবর্ধন করিল। গৃহসকলের প্রতি গবাক্ষ সুরঞ্জিত আবরণবস্ত্রে আবৃত-পুষ্পহারে সজ্জিত হইয়া অমরপুরীসদৃশ পরিশোভিত হইতে লাগিল। যাঁহাদের আত্মীয়স্বজন এজিদ্ বধ কৃতসংকল্প□ অস্ত্রে-শস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া মোহাম্মদ হানিফার সঙ্গী হইয়াছিলেন, তাঁহাদের পরিবার-পরিজন মনের আনন্দে কেহ বসন-ভূষণে সজ্জিতা, কেহ মহাহর্ষে বস্ত্রালঙ্কারে সাজসজ্জার বিষয় ভুলিয়া যেরূপে ছিলেন, সেই প্রকারে আনন্দমনে পুষ্পগুচ্ছ ও পুষ্পমালা সকল সম্মুখে করিয়া গবাক্ষ দ্বারে, কেহ গৃহ প্রবেশের সোপান শ্রেণীতে দণ্ডায়মান রহিলেন। পূর্বাকাশে অরুণোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে যেন মদিনা সজীব ভাব ধারণ করিল, চতুর্দিকেই আনন্দ কোলাহল। রাজপথে, রাজসংশ্রবী গৃহ-সোপানোপরি, অধিবাসিগণের গৃহদ্বারে দলে দলে নগরবাসিগণের সুরঞ্জিত ও সজ্জিত বেশে সমাগম; আনন্দ-কোলাহলে নগরময় কোলাহলে পরিপূর্ণ,-ঐ আসিতেছে, ঐ ডঙ্কাধ্বনি কর্ণে প্রবেশ করিতেছে, ঐ ভেরীর ভীষণ রবে প্রান্তর কাঁপাইতেছে। বিগত নিশায় অনেক চক্ষুই নিদ্রার আকর্ষণ হইতে বঞ্চিত ছিল। মনের আনন্দে, মনের উত্তেজনায় বহুচেষ্টাতেও নিদ্রাদেবীর সহিত সাক্ষা∏ লাভ ঘটে নাই, কেহ ক□হ প্রভাত সময়ে শরীরের ক্লান্ত হেতু অবসাদে উপবেশন-স্থানেই শয়ন-শয্যাবিহীন, উপাধানবিহীন, উপবেশন স্থানেই অর্ধ শায়িতভাবে শুইয়া পড়িয়াছেন। সুনিদ্রার আকর্ষণ হইলে, আর কী বিলম্ব আছে? না মুখশয্যার অপেক্ষা আছে? যেখানে চক্ষুর পাতা ভারী,

সেইখানেই নিদ্রা,-অচেতন। তাহার পর জনকোলাহলে হঠা∏ জাগিয়া কী করিবেন, কী শুনিবেন, কোথায় যাইবেন, কী অপকর্ম করিয়াছি, ক্ষণস্থায়ী অনুতাপ সহ্য করিয়া চতুর্দিক চাহিয়া গত কথাসকল ক্রমে স্মরণপথে আনিতে মহাব্যস্তে মনোমত স্থানে যাইয়া উপবেশন করিলেন। একদৃষ্টে রাজপথ পরিশোভা, সজ্জিত গৃহশ্রেণীর নয়নর ন মনোহর শ□ভা দেখিতে দেখিতে নিদ্রাবেশের অলসতা দূর করিলেন।

নগরবাসিগণ নব নব সাজে সজ্জিত হইয়া দলে দলে নগরের প্রান্ত সীমা সিংহদ্বার পর্যন্ত যাইয়া বিজয়ী আত্মীয়-স্বজনকে আগু বাড়াইয়া আনিতে উ∏ সুকনয়নে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন।

সময় হইল প্রথম পদাতিকশ্রেণী বিজয় নিশান সহ দেখা দিল,-ত∏ পশ্চা∏ শস্ত্রধারী যোধসকল শ্রেণীবদ্ধরূপে আসিয়া সিংহদ্বার পার হইল। ত∏ পরে উষ্ট্রোপরি নকীবদল বাঁশরী বাজাইয়া নবভূপতির জয়-ঘোষণার সহিত আগমন-ঘোষণা অতি সুমিষ্টস্বরে নাকাড়া সহিত বাদ্য করিতে করিতে আসিল। ত∏ পরে নানারূপ বস্ত্রাভরণে সজ্জিত বীরকেশরীগণ অলঙ্কৃত অশ্বোপরি আরোহণ করিয়া হাসি হাসি মুখে নগরে প্রবেশ করিলেন।-ত∏ পরে রাজ আত্মীয় ও মহা মহা বীরবৃন্দ রত্নে খচিত জড়িত সাজে সজ্জিত হইয়া বৃহদাকার সজ্জিত অশ্বে আরোহণ ও ভীমকায় রক্ষী দলে পরিবেষ্টিত হইয়া প্রবেশ করিলেন। তাহার পর সুবর্ণ ও রজত দণ্ডে স্থাপিত কারুকার্যখচিত অর্ধচন্দ্র ও পূর্ণতারা সংযুক্ত বহুসংখ্যক নিশানধারী। অশ্বারোহী দলের পশ্চাতে, সুবর্ণদণ্ডে স্থাপিত কারুকার্যখচিত শুভ্র চন্দ্রাতপ শিক্ষিত উষ্ট্রোপরি স্থাপিত হইয়া আতপতাপ নিবারণ করিতেছে-এবং ঐ চন্দ্রাতপ নিম্নে মক্কা মদিনার রাজা, মুসলমান জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মজগতের সর্বপ্রধান ভূপতি, হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার বংশধর মহামহিমান্বিত মহারাজাধিরাজ জয়নাল আবেদীন, নিষ্কোষিত অস্ত্রে সজ্জিত, সহস্র অশ্বারোহী রক্ষী পরিবেষ্টিত হইয়া বীর সাজে অশ্বারোহণে মৃদুমন্দ পদবিক্ষেপণে সিংহদ্বার পার হইয়া নগরে প্রবেশ করিলেন। অমনি দর্শক-শ্রেণী-মুখে জয়নাল আবেদীনের জয়, মদিনার সিংহাসনের জয়, জয় নবভূপতির জয় রব তুমুল আরবে বারবার ঘোষিত হইতে লাগিল। পরিবার পরিজনদিগের বস্ত্রাবৃত হাওদা পৃষ্ঠে উষ্ট্রসকল রক্ষিগণ কর্তৃক বিশেষ সতর্ক সাবধানে পরিলক্ষিত হইয়া মহারাজ পশ্চা∏ নগরমধ্যে প্রবেশ করিল। জনস্রোতের সহিত আনন্দস্রোত প্রবাহিত। দেখিতে দেখিতে পবিত্র রওজা সম্মুখে উপস্থিত। অশ্বারোহী উষ্ট্রারোহী স্ব-স্ব বাহন হইতে অবতীর্ণ হইলেন। কাড়া-নাকাড়ার কার্যসকল ক্ষণকালের জন্য বন্ধ হইল, পতাকা সকল অবনতমুখী হইয়া রওজার মর্যাদা রক্ষা করিল।

মহারাজ জয়নাল আবেদীন-যাত্রীদল সঙ্গীদল আত্মীয়স্বজনগণসহ পবিত্র রওজা মোবারক সপ্তবার তওয়াফ-মান্যের সহিত অতিক্রম করিয়া পূর্ব সাজ-সজ্জা ও বাদ্য-বাজনা সহিত জয়নিশান

উড়াইয়া রাজপুরী প্রবেশ করিলেন। পরিবার-পরিজনেরা বহুদিনের পর বহু যন্ত্রণা উপভোগের পর ঈশ্বরের নাম করিয়া অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

গাজী রহমান এবং ওমর আলী প্রভৃতি ক□ছুদিন নবীন মহারাজের পরিসেবা করিয়া হরিষে বিষাদ মিশ্রিত মনভাবে স্ব-স্ব রাজ্যে গমন করিলেন। হরিষের বিষয় জয়নাল আবেদীন সপরিবারে বন্দিখানা হইতে উদ্ধার, রাজ্যলাভ। বিষাদের কারণ আর কি বলিব-মোহাম্মদ হানিফা চিরবন্দি!

- সমাপ্ত -